এই গ্রন্থের প্রসঙ্গে

দুরাকাঙ্ক্ষা এমনই এক প্রবৃত্তি যা নিয়তির মতো মানুষকে তার চরম পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। নিয়তি-তাড়িত মানুষ প্রায়ান্ধের মতো পরিণামের কথা চিন্তা না করেই এগিয়ে চলে। সর্বনাশের আভাস দেখেও বুঝতে পারে না, তাকেই জীবনের পরম অবলম্বন মনে করে আঁকড়ে ধরে। নিজের আহ্বান-করা বিপদ-জালে ক্রমশ জড়িয়ে ফেলে নিজেকেই, যা থেকে পরিত্রাণের পথ হয়তো অসম্ভব। এমনই এক শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী জাল-বন্দীর নায়ককে নিয়ে।

শুধু গল্পের তৃপ্তি নয়, পাঠকের মনে এমন এক নির্মোহভাবের সৃষ্টি হয় গ্রন্থ পাঠ শেষ হলে, যা হয়তো খুব কম উপন্যাস পড়েই পাওয়া যায়।

মন মেজাজ ভীষণ খারাপ। এক বছরে যতগুলো কেস দিতে পারিবে ভেবেছিল তার অর্ধেকও হয়নি। টাকার যে পরিমাণটা প্রতিবছর দেয় তাও পূর্ণ করার কোন সম্ভাবনা নেই। গত পাঁচ বছর সে জীবনবীমা করে বেড়াচ্ছে। প্রথম তিন-বছর পরিচিত অপরিচিত অনেককেই রাজি করাতে পেরেছিল। কিন্তু এখন বাজারে এত প্রতিদ্বন্দ্বী যে নতুন কেস কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এইটেই তার একমাত্র জীবিকা।

পৈতৃক বাড়ির একতলার ঘরে অনীশের অফিস। অফিসের মালিক কর্মচারী বলতে সে নিজেই। সকালবেলায় চেয়ারে বসে কাগজটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে। শেষ চেষ্টা হিসেবে আজকের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে সে। 'আপনার স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছে আপনার জীবনের দাম কোন অংশে কম নয়। এই জীবনকে নিশ্চিত করতে অবিলম্বে বীমা করানো উচিত। এ ব্যাপারে সব কিছু ঝামেলার দায়িত্ব আমি নেব।' এরপরে অনীশের নাম ঠিকানা ছাপা হয়েছে। বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে এমন বিজ্ঞাপনের জন্যে। মরিয়া হয়েই সে খরচ করছে। জীবনবীমার আইনের সবকটি ধারা ছাড়া আর কিছু তার জানা নেই। অন্য কোন কাজ করে উপার্জন করার ক্ষমতাও তার নেই। এভাবে চললে এজেন্সি তো হারাতেই হবে, সেইসঙ্গে উপবাস অবশ্যম্ভাবী।

কাগজটার দিকে তাকিয়ে অনীশ একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ভাগ্যিস দু-বছর আগে মায়ের চাপে পড়েও সে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। বাবা মারা গিয়েছেন অনেকদিন। মা আর ছেলের সংসার। তখন রাজি হলে এখন দুর্দশার সীমা থাকত না। হঠাৎ ওর মনে হল এই জীবনে কখনই বিয়ে করা সম্ভব হবে না। কথাটা মাথায় আসতেই সে হেসে ফেলল। যার পকেটে মাত্র একশটা টাকা পড়ে আছে সে কি করে বিয়ের চিন্তা করে? ভাবাটাও তো পাপ। ড্রয়ার খুলে এক প্যাকেট ভাল সিগারেট বের করল। এইটে তার বিলাসিতা। প্যাকেটের দাম কুড়ি টাকা। একশ টাকায় পাঁচ প্যাকেট পাওয়া যাবে। পাঁচ প্যাকেটে পাঁচ দিন। কাল থেকে উপবাস। অনীশ নিঃশ্বাস ফেলল। আর তখনই দরজায় শব্দ হল।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল অনীশ। চেষ্টা করে গম্ভীর হয়ে ভারি গলায় বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

দরজায় যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। গায়ে গিলে করা ধবধবে আদ্দির ধুতি। মনে মনে হতাশ হল সে। ষাট বছরের লোক নিশ্চয়ই বীমা করাতে তার কাছে আসবে না। এই বয়স তার কাম্য নয়। সে সিগারেট ধরাল।

ভদ্রলোক উল্টো দিকের চেয়ারে বসে সামান্য সময় তাকিয়ে থাকলেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি অনীশ দত্তের সঙ্গে কথা বলছি ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আপনি কি বিজ্ঞাপন দেখে এসেছেন ?'

ভদ্রলোক নীরবে মাথা নাড়লেন। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'আমার জানাশোনা বেশ কিছু লোক আছেন যাঁরা জীবনবীমা করেন। কিন্তু আমি তাঁদের কাছে যাইনি। অবশ্য আমাকে যেতে হত না, ডাকলে তাঁরাই আমার কাছে ছুটে আসতেন।'

অনীশ খুব ঘাবড়ে গেল। মানুষটির কথা বলার মধ্যে এক ধরনের আভিজাত্য আছে যার সঙ্গে তার পরিচয় খুব কম। সে বলল, 'আপনি, মানে, আমি কি করতে পারি ?'

'বিজ্ঞাপনে যা লিখেছেন সেইমত সব ঝামেলা আপনি সামলাতে পারবেন ?'

'ঝামেলা মানে, জীবনবীমা সম্পর্কিত ঝামেলা। শুধু জীবন কেন, গাড়ি বাড়ি অথবা অন্যান্য যা কিছু দামী জিনিস যদি বীমা করাতে চান আমি ঝামেলা সামলাব। আপনি শুধু চেকে সই করে দেবেন, বাকিটা আমার দায়িত্ব।' কথাগুলো বলতে অনীশের ভাল লাগল। তার মনে হল এবার কিছু রোজগার হতে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'গুড। আমার নিজস্ব জীবনবীমা আছে। তা প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেল। বাকিগুলো সবই ম্যাচুওরড্ করে গিয়েছে। টাকাও পেয়ে গেছি। যেটি আছে তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। আমি একটা মোটা টাকার জীবনবীমা করাতে চাই।'

'মোটা টাকা ? মানে, কত টাকা ?'

'ধরুন পঞ্চাশ লক্ষ।'

'আই বাপ।' শব্দ দুটো এত আচমকা বেরিয়ে এল যে নিজের কানেই খারাপ লাগল অনীশের। পঞ্চাশ লক্ষ ? বলে কি লোকটা। সে দেখল ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে আছেন। অনীশ বলল, 'আজ্ঞে, আপনার বয়স কত আমি জানি না। তবে অল্প বয়সে বীমা করালে প্রিমিয়াম কম লাগে। এখন তো অনেক পড়ে যাবে।'

'তা তো হবেই।'

অনীশ হাত বাড়িয়ে জীবনবীমার বইপত্তর টেনে নিল। তার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ এখন। আহা, সব সমস্যার সমাধান, সব দুশ্চিন্তার অবসান। নিজের খুশি প্রকাশ না করার জন্যেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'মাপ করবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। হঠাৎ এই বয়সে এত টাকার বীমা করাচ্ছেন কেন ?'

'কারণ আছে।' ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন।

অনীশ তাকাল। কারণ না থাকলে কেউ এই বয়েসে বীমা করায় না। হঠাৎ তার মনে হল ভদ্রলোকের নামই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। সে জিজ্ঞাসা করল।

'আদিনাথ মল্লিক।'

'আপনার সোর্স অফ ইনকাম কি ? মানে এতবড় বীমার প্রিমিয়াম দিতে আপনি সক্ষম কিনা তা কোম্পানি জানতে চাইবে। তাছাড়া একজন ডাক্তারকে

দিয়ে আপনার শরীর পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট নিতে হবে।' গড়গড় করে বলে গেল অনীশ।

'আমি বাড়িভাড়া বাবদ বছরে ছয় লক্ষ টাকা পাই। শেয়ার থেকে মোটা টাকার আয় আছে। আর এসব বাবদ কত ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় তা নিশ্চয়ই অনুমান করছেন। এতে আপনাদের কোম্পানি নিশ্চয়ই খুশি হবে।'

অনীশের গলা শুকিয়ে গেল। সে ফর্ম নিয়ে লিখতে শুরু করল। আদিনাথবাবু ঠিকানার সঙ্গে বয়স বললেন বাহান্ন। অথচ ভদ্রলোকের চেহারা দেখে অনেক বেশি মনে হচ্ছিল অনিশের। বই দেখে হিসেব করে মোটা টাকার প্রিমিয়ামের অংক বসাল সে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার অবর্তমানে এই টাকার মালিক কে হবে? মানে আপনাব উত্তরাধিকারী…?'

'ভারত সেবা আশ্রম।'

'এ্যাঁ?' চমকে উঠল অনীশ।

'আপনি ঠিকই শুনেছেন।' আদিনাথবাবু নির্লিপ্ত গলায় বললেন।

'আপনার ছেলেমেয়ে নেই?'

'আছে। স্ত্রীও বহাল তবিয়তে আছেন।' আদিনাথবাবু চোখ বন্ধ করলেন, 'আমার কিছুদিন থেকে ভয় হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনায় পড়তে পারি। আমার যা আছে তা এর আগেই উইল করে দিয়েছি।'

'আপনি দুর্ঘটনায় পড়বেন? সেকি?'

'হ্যাঁ, এটা আমার দৃঢ় ধারণা। জীবনে তো কোন ভাল কাজ করলাম না। তাই মারা গেলে মানুষের কল্যাণে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের হাতে টাকাটা যাতে যায় সেই ইচ্ছে আমার। বেশি দেরি করবেন না। আমার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে যদি সার্টিফিকেট দিতে হয় তাহলে সেটা আজই দিতে পারি। আপনি বিকেলের মধ্যে টেলিফোনে আমাকে জানিয়ে দেবেন।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে টেবিলে রেখে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

অনীশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এত টাকার বীমা করাতে চাইলে কোম্পানি নিজের ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করাবেই। অনেক অনেক প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে। ওঁর বয়সটাই গোলমাল পাকাবে। তার ওপর নমিনি হিসেবে কোন মানুষ নন, একটা সমাজকল্যাণকর সংস্থা। এটাও কর্তাদের সমস্যায় ফেলবে। এর ফলে বীমার প্রস্তাব নাকচ হয়ে যেতে পারে। আর তা হলে সে আবার অথৈ জলে। অনীশ কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। কার্ডটাকে তুলে দেখল। সাউথ এন্ড পার্কে থাকেন ভদ্রলোক। সে চেয়ার ছেড়ে উঠল। এখনই ওপর-ওয়ালার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

দুপুর একটায় ডালহৌসির একটা রেস্টুরেন্টে বসেছিল অনীশ। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর শেষদিন এসে গিয়েছে। তার সামনে রাখা চা অনেকটা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। এত টাকার বীমা এই বয়সে কেউ করলে কোম্পানি একটা প্রাথমিক তদন্ত করবে। একটা লোক শুধু শুধু দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা

করে না। নিশ্চয়ই তার কারণ আছে। কারণটা যদি জোরদার হয় তাহলে এমন মানুষের বীমা করানো মানে কোম্পানিকে জেনেশুনে বিপদে ফেলা। বীমা কোম্পানির নিজস্ব ডাক্তারকে দিয়ে ওঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। সেইসঙ্গে ওঁর আয়ের প্রমাণ হিসেবে শেষ আয়কর সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে। ঝামেলার চূড়ান্ত। অনীশ অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করল এই ঝামেলাগুলোর কিছুটা সে সামলাতে পারে। যেমন আয়কর সার্টিফিকেট ভদ্রলোক নিশ্চয়ই দেবেন। একটা লোককে জানে যে ডাক্তার হিসেবে বীমা কোম্পানির তালিকাভুক্ত কিন্তু কোন পসার নেই। একটু লোভ দেখালে সুড়সুড় করে সহযোগিতা করবে। তাছাড়া এতে অন্যায় তো কিছু নেই। আদিনাথবাবুর স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই। কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অঙ্কটা? হঠাৎ অনীশের মাথায় দ্বিতীয় চিন্তা এল। যদি পাঁচ লক্ষ করে দশটা বীমা ভদ্রলোক কিছুদিন পরপর করান তাহলে কারও চট করে সন্দেহ হবে না। একটু ঝুঁকি থাকছে কিন্তু এছাড়া কোন উপায় নেই। সে পারছে না জানলেই আদিনাথবাবু অন্যলোককে ধরবেন। না, সে কিছুতেই এই কেস হাতছাড়া করতে পারবে না। ঠাণ্ডা চা মুখে নিয়েই কাপ নামিয়ে রাখল অনীশ।

ডালহৌসির পাবলিক টেলিফোন থেকে ফোন করল অনীশ। রিং হচ্ছে। চারবার বাজার পর রিসিভার উঠল। একটি নারীকণ্ঠ প্রশ্ন করল 'কে?'

অনীশ নাম্বারটা যাচাই করল। নারীকণ্ঠ জবাব দিল, 'ঠিক নম্বর। কাকে চাই?'

'মিস্টার মল্লিক আছেন?'

'কোন মিস্টার মল্লিক? এ বাড়িতে তিনজন মিস্টার মল্লিক আছেন।'

'আজ্ঞে, আদিনাথ মল্লিক।'

'আপনি কে বলছেন?'

'অনীশ দত্ত। ইন্সিওরেন্স এজেন্ট।'

'উনি এখন ঘুমচ্ছেন।'

'ও। কখন ঘুম থেকে উঠবেন?'

'ওটা ওঁর ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে।'

'ও। আসলে আমার খুব দরকার ছিল।'

'ইন্সিওরেন্স এজেন্টের সঙ্গে ওঁর কি তেমন দরকার আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ সকালেই উনি আমার কাছে এসেছিলেন।'

'আপনার কাছে গিয়েছিলেন?' মহিলার বিস্ময় চাপা রইল না, 'কেন?'

'একটা বীমা করাতে।' কথাটা বলেই অনীশের মনে হল না বললেই ভাল হত। ভদ্রলোক নমিনি যখন ভারত সেবাশ্রমকে করছেন তখন নিশ্চয়ই বাড়ির লোকজন খবরটা জানে না। অবশ্য আদিনাথবাবু তাকে নিষেধ করেননি কাউকে বলার জন্যে।

মহিলা বললেন, 'এক কাজ করুন। আপনি বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমাদের বাড়িতে চলে আসুন। বাবাকে বলে রাখব।'

টেলিফোনের লাইন কেটে গেল।

নিজের যে পোশাকটাকে সেরা মনে হত তাই পরে ঠিক পাঁচটার সময় সাউথ এন্ড পার্কে পোঁছে গেল অনীশ। বিশাল বাড়ি। গেট। গেটে 'কুকুর থেকে সাবধান' লেখা। গ্যারেজের দরজা খোলা থাকায় একটা দামি গাড়ি নজরে এল। গেট খুলে সে বেল টিপল। একটু বাদেই দরজা খুলল চাকর গোছের একজন। অনীশ তাকে নিজের কার্ডটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আদিনাথবাবুর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা আছে।'

চাকরটি বলল, 'কিন্তু বড়বাবু তো বাড়িতে নেই।'

'নেই ?' অনীশ প্রচন্ড হতাশ।

'হ্যাঁ, একটু আগেই চলে গেলেন।'

'কিন্তু দুপুরে ওঁর মেয়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল।'

'দিদিমণির সঙ্গে কথা হয়েছিল ? তাহলে দাঁড়ান জিজ্ঞাসা করে আসছি।' চাকরটি ভেতরে চলে গেল। বাইরের ঘরটিতে মোটা কার্পেট বিছানো। আসবাব-পত্র বেশ দামী, কিন্তু একটু সেকেলে। অনীশের মনে হল এটা বড়লোকের খেয়াল হতে পারে। সকালে খেয়াল হয়েছিল তাই গিয়েছিলেন, বিকেলে সেটাকে বাতিল করলেন। ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল। শেষ ভরসা যখন খুঁজে পাচ্ছিল না তখন আদিনাথবাবু একেবারে ঈশ্বরের মত তার কাছে গিয়ে পোঁছেছিলেন।

এই সময় ভেতরের দরজায় এসে যে দাঁড়াল তাকে দেখে বুক টিপটিপ করতে লাগল অনীশের। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। সুন্দরী শব্দটাকে এই মুহূর্তে খুবই তুচ্ছ বলে মনে হল ওর। গায়ের রং এমন যে মনে হচ্ছিল টোকা দিলেই চামড়া উপচে রক্ত গড়িয়ে পড়বে। মুখ চোখ নাক চুল, আহা, অপূর্ব।

'আপনি অনীশ দত্ত।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'টেলিফোনেও শুনলাম, আপনি এমন আজ্ঞে আজ্ঞে বলেন কেন ? এটা তো আগের দিনের কর্মচারীরা বলত। আসুন, বসুন।' আঙ্গুল বাড়িয়ে সোফা দেখিয়ে দিলেন সুন্দরী। ইনিই তাহলে আদিনাথবাবুর মেয়ে। আজকাল চট করে মেয়েদের মাথা দেখে বোঝা যায় না সিঁদুর আছে কিনা।

অনীশ কাঁপা পায়ে এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসতেই ভদ্রমহিলা উল্টোদিকের সোফায় বসলেন, 'বাবা বেরিয়ে গেলেন।'

'আপনি ওঁকে বলেছিলেন ?'

'না।'

এবার চমকে উঠল অনীশ, 'সেকি ? আপনি বললেন যে ওঁকে বলবেন।'

'আমার বাবার সব ভাল শুধু একটা জিনিস আমি পছন্দ করি না। উনি কাউকে বিশ্বাস করেন না। কারোর সঙ্গে নিজের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন না। তাই ভাবলাম আপনার কাছে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে তারপর ওঁকে বলব। কি খাবেন ? ঠান্ডা না গরম ?' মহিলা হাসলেন।

'না না। আমি কিছু খাব না।'

'সেকি ? প্রথম এলেন। আমার বাবা কারও কাছে সচরাচর যান না, আপনার কাছে গিয়েছিলেন। বুঝতেই পারছি আপনি খুব জরুরি লোক। চা বলি।' উত্তরের অপেক্ষা না করে ভদ্রমহিলা উঠে ভেতরে চলে গেলেন। শূন্য ঘরে একা বসে অনীশ এখন ঘামছিল। এমন দমবন্ধ করা সুন্দরী তাকে জরুরী লোক বলল ?

'আমার নাম গৌরী।' গলার স্বরে মুখ তুলল অনীশ।

গৌরী আবার সোফায় বসলেন। এমন সাদামাটা নাম হবে অনীশ ভাবেনি।

'বাবা আপনার কাছে বীমা করতে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, মানে, ওইরকমই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন।'

'আপনাকে চিনতেন ?'

'না। আমি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম কাগজে, তাই দেখে—।'

'আচ্ছা!' বেশ অবাক হলেন গৌরী, 'কি ধরনের বীমা করার কথা বলেছিলেন বাবা ? অবশ্য উত্তরটা আপনি না-ও দিতে পারেন।'

'না, মানে, উনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বীমা করাবেন বলেছিলেন।'

'পঞ্চাশ লক্ষ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'তা তো জানি না। তবে উনি ভয় পাচ্ছিলেন দুর্ঘটনার জন্যে।'

'দুর্ঘটনা ? কিরকম ?'

'তা জানি না।'

'বাবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আর হবেই বা না কেন ? ছেলেরা তো সব এক-একজন রত্ন বিশেষ। শুনুন, বাবার ফিরতে অনেক রাত হবে। আপনি বরং কাল সকালে একটা ফোন করুন। আচ্ছা, আপনার টেলিফোন আছে ?'

'আমার নেই, একটা নাম্বারে রিকোয়েস্ট করলে ডেকে দেয়।'

'ঠিক আছে, নাম্বারটা দিন।'

অনীশ নাম্বারটা বলল। এবং তখনই তার নজরে এল পেছনের দরজার পর্দার নিচে একটা শাড়ির অংশ। ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছে। দরজাটা পেছনে বলে গৌরী ব্যাপারটা জানতে পারছেন না।

গৌরী বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আপনাকে খবর দেব। ও হ্যাঁ, বাবার এই ব্যাপারটা এখন কোন স্টেজে আছে ? কাগজপত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে ?'

'না। সেটাই তো মুশকিল হয়েছে। ওঁর সঙ্গে কথা বলা তাই খুব জরুরি।'

'কি মুশকিল !'

'আমাদের কোম্পানি এত বয়সের মানুষের জীবন অত টাকায় বীমা করাতে সহজে রাজি হবে না। তাই আমি অন্য একটা রাস্তা ভেবেছি।'

'কি রাস্তা ?' গৌরী ঝুঁকে বসলেন।

জবাবটা দিতে গিয়ে আবার নজর পড়ল দরজার দিকে। পর্দার আড়ালে

যিনি আছেন তিনি প্রতিটি কথা শুনে যাচ্ছেন। নিজেকে সামলে নিল অনীশ। নাঃ, বড্ড বেশি কথা বলা হয়ে যাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়াল। গৌরী অবাক হয়ে তাকালেন। অনীশ বলল, 'নাঃ, আর একটু ভেবে দেখি তারপর বলব। আপনি মিস্টার মল্লিককে মনে করিয়ে দেবেন।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন গৌরী। মিষ্টি হেসে বললেন, 'আবার দেখা হবে।'

অনীশ পেছনে ফিরে খুশিমুখে তাকাতেই দেখতে পেল পর্দার নিচে কারো শাড়ির অংশ দেখা যাচ্ছে না। সে মাথা নাড়ল।

কাল শেষ রাতে বৃষ্টি নেমেছিল। জল পড়ছে এখনও। সাতসকালে অফিস-ঘরে নেমে এসেছিল অনীশ। গতরাত্রে তার ভাল ঘুম হয়নি। মুখের কাছে খাবার এসে চলে যাচ্ছে অথচ সে কিছুই করতে পারছে না। গতকাল বাড়িতে ফিরেই সে পাশের বাড়ির অরবিন্দবাবুকে বলে রেখেছে তার খুব জরুরি ফোন আসতে পারে। কিন্তু গতকাল কোনও ফোন আসেনি। অনীশ ভাবছিল এই বৃষ্টি মাথায় চলে গেলে কিরকম হয়! এখন নিশ্চয়ই আদিনাথবাবুকে পাওয়া যাবে। গৌরীদেবী সব কথা জানিয়ে রেখেছেন তাঁকে। কিন্তু গৌরীদেবীর মুখ মনে হতেই সে একটু আড়ষ্ট হল। ভদ্রমহিলার মধ্যে একধরনের রহস্য আছে। নিজের ভাইদের সম্পর্কে বিরক্তিপ্রকাশ করেছেন। বাবাকে সঠিক খবর দেননি। কেন? এইসময় বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। অনীশ দেখল ছাতা হাতে নিয়ে বছর তিরিশের এক যুবক এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসছে। যুবক দরজায় এসে জিজ্ঞাসা করল, 'মাপ করবেন, অনীশ দত্ত কোথায় থাকেন?'

'আমিই অনীশ।'

যুবক তাকে দেখল। ধীরে-সুস্থে ছাতা বন্ধ করে দরজার পাশে রাখল। বোঝা গেল সে ট্যাক্সি ছাড়েনি। অনীশের উল্টোদিকের চেয়ার টেনে বসে বলল, 'আমার নাম অমিতাভ মল্লিক। গতকাল আপনি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

'ওহো! হ্যাঁ।' অনীশ প্রফুল্ল হল, 'এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আপনার বাবা আপনাকে পাঠালেন কেন? ফোন করলে আমিই যেতে পারতাম।'

'বাবা আমাকে পাঠাননি।'

অনীশ অবাক হয়ে তাকাল।

'বাবা আপনাকে দিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বীমা করাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। সেইরকম কথা আছে।'

'আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন কেন করাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। উনি দুর্ঘটনার ভয় করছেন।'

'বাজে কথা। কোন কারণ নেই এইরকম ভয় পাওয়ার। নমিনি কে?'

'ভারত সেবাশ্রম।'

'আপনি সত্যি কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা ফর্মে সই করেছেন?'

'না। কাগজপত্র তৈরি হলে করবেন।'

'আপনিই তো জমা দেবেন ওসব?'

'এটাই আমার কাজ।'

'আপনি কত কমিশন পাচ্ছেন?'

'এ্যাঁ?'

'যা প্রশ্ন করছি জবাব দিন।'

'বুঝতেই পারছেন, মোটা টাকার বীমায় মোটা প্রিমিয়াম দিতে হবে। আমারও সেইমত কমিশন হবে।' অনীশ সরল গলায় জানাল।

'কোম্পানি আপনাকে যা দেবে আমি তার দ্বিগুণ দেব।'

'মানে?' অনীশ হতভম্ব।

'শুনুন মিস্টার দত্ত, আমি যা বলছি সেইমত কাজ করলে সারাজীবন আপনাকে টাকার চিন্তা করতে হবে না। পঞ্চাশ লাখ টাকার টোয়েন্টি পার্সেন্ট কত হয়?'

'দ-দশ লাখ।'

'তাই পাবেন। শুধু কথা শুনতে হবে।'

'কি কথা?'

'বাবা ফর্মগুলো সই করার পর আমি আপনাকে বলব।'

'কিন্তু কোন অন্যায় কাজ আমি করতে পারবো না।'

'আপনি অন্যায় কাজ করেন না?'

'জেনেশুনে করি না। তবে নিতান্ত বাধ্য হলে—।'

'এক্ষেত্রে বাধ্য হচ্ছেন।' শক্ত গলায় বলল অমিতাভ, 'ভেবে দেখুন, সারা জীবনের আরাম চান, না অনিশ্চিত জীবনে থাকবেন?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝবেন। শুনুন, বাবার অভ্যেস পকেটে কলম না রাখা। সবসময় অন্যের কাছ থেকে কলম চেয়ে নিয়ে সই করেন। আপনি বাবার জন্যে ভাল কলম রাখবেন।'

নিশ্চয়ই।'

'ফর্মটা নতুন করে ভর্তি করতে হবে আপনাকে। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে কি রাস্তা ভেবেছেন?'

'আজ্ঞে, একসঙ্গে পঞ্চাশ না করে দশ দশকরে পাঁচটা বীমা করাব।' দশ লক্ষ পর্যন্ত ম্যানেজ করা যাবে। কিন্তু আমি ভেবেছি তা আপনি জানলেন কি করে?'

'আপনার ঠিকানা আমি জানলাম যেভাবে।'

'হ্যাঁ। আপনার বাবার সঙ্গে যখন কথা হয়নি, ও, বুঝেছি।'

'কি বুঝেছেন?'

'গৌরীদেবী বলেছেন।'

'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। ও জিনিসকে আপনি চেনেন না। আপনার দেওয়া টেলিফোন নম্বরে ফোন করে ওদের ঠিকানা জেনেছিলাম। পাশের বাড়ি যখন তখন আপনাকে পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়। যাদের টেলিফোন তাদের অবশ্য আপনার কথা বলিনি। ব্যাপারটা অত সোজা নয় মশাই!' অমিতাভ উঠে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে একটা কলম বের করে বলল, 'এটা রাখুন। ফর্মগুলোয় যা লেখার তা এই কলম দিয়ে লিখবেন।'

অনীশ কলমটা নিল। কালির কলম। অমিতাভ এবার দশটা একশ টাকার নোট বের করে টেবিলে রাখল, 'মনে রাখবেন, ওই কলমে ফর্ম লিখে বাবাকে দিয়ে সই করাবেন অন্য কলমে। চেক এবং ফর্ম অফিসে জমা দেবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আর হ্যাঁ, এসব কথা যদি তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পারে তাহলে—,' একটু থামল অমিতাভ, 'আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেন কি হতে পারে।' দরজার পাশ থেকে ছাতা তুলে অমিতাভ বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে ট্যাক্সিতে উঠল। আর তখনই পাশের বাড়ির ছেলেটা জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'অনীশ কাকু, আপনার টেলিফোন এসেছে।'

তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল অনীশ। নোটগুলোর দিকে তাকাল। অমিতাভর ট্যাক্সি তখন বেরিয়ে যাচ্ছে। নোটগুলো এবং কলমটাকে পকেটে পুরে সে বৃষ্টি মাথায় করে দৌড়ে অরবিন্দবাবুর বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বাইরের ঘরেই টেলিফোন। রিসিভার টেবিলে নামানো আছে, ঘরে কেউ নেই।

'হ্যালো, আমি অনীশ বলছি।'

'বাব্বা। শেষ পর্যন্ত আপনার গলা পেলাম। আমায় চেনা যাচ্ছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গৌরীদেবী।' অনীশের জিভ শুকিয়ে যাচ্ছিল।

'এ্যাই। আবার আজ্ঞে? আপনি কি আমার কর্মচারী?'

একটুকরো হাসি ছিটকে উঠল। অনীশ জিভ চাটল। তারপর বলল, 'আদিনাথবাবু—?'

'হ্যাঁ। বাবাকে কাল বলেছি আপনি এসেছিলেন।'

'কি বললেন?'

'খুব বকলেন আমাকে। কেন দুপুরের ফোনের কথা বলিনি। তা বাবা চাইছেন আজই আপনি প্রথম প্রিমিয়ামটা জমা দিন।'

'আজই? অন্যান্য কাগজপত্র?'

'সেটা আপনার চিন্তা। কি একটা রাস্তা বের করবেন বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু টেলিফোনে বলা কি ঠিক হবে?'

'বাঃ, আপনি তো দেখছি বেশ বুদ্ধিমান। এক কাজ করুন, পার্ক স্ট্রিটে চলে আসুন। ফ্লুরিজে। আধঘণ্টার মধ্যে।' গৌরী কথা শেষ করেই লাইন কেটে দিলেন।

হতভম্ব অনীশ বাড়িতে ফিরে এল। বৃষ্টি পড়ছে এখনও। ভদ্রমহিলা তাকে কেন এই অবস্থায় পার্ক স্ট্রিটে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন? কিন্তু কৌতূহল বড় মারাত্মক জিনিস। ঠিক আধঘণ্টার মধ্যেই পার্ক স্ট্রিটে পেঁছে গেল অনীশ। ট্যাক্সির ভাড়াটা অবশ্য গায়ে লাগল না। একশ টাকার দশখানা নোট তার কাছে এসে গিয়েছে। রাস্তায় লোকজন নেই বলতে গেলে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখল চেয়ারগুলো ফাঁকা, কোন খদ্দেরই নেই। গৌরী আসেনি। সে একটা চেয়ারে বসে মেনু কার্ডে চোখ রাখল। এক কাপ চায়ের দাম প্রায় আট টাকা। সর্বনাশ। কিন্তু অপেক্ষা করতে গেলে অর্ডার দিতে হয়।

প্রায় মিনিট পনের বাদে দরজা ঠেলে গৌরী যখন ঢুকল তখন চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। গৌরীকে দেখেই মনে হল হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে চলে এসেছে। জিনসের প্যান্টের ওপর গেঞ্জি পরা সুন্দর ফিগারের গৌরী যে ভঙ্গিতে হেঁটে এল তাতে বেয়ারাদের চোখও ঘুরে গেল।

চেয়ারে বসে শরীরটাকে দুলিয়ে মিষ্টি হাসল গৌরী, 'সরি।'

'না, না, ঠিক আছে।'

'রাস্তাটা বলুন।'

'একসঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ না করে দশভাগে টাকাটা দেখাব।'

'গুড। কত দেরি হবে এতে?'

'ধরুন তিন মাস।'

'তিন মাস? অসম্ভব। অদ্দিন অপেক্ষা করতে পারব না। একমাসের মধ্যে করতে হবে। আপনাদের তো অনেকগুলো অফিস আছে, ম্যানেজ করুন।'

'চেষ্টা করব।'

'এক মাস। বাবা যেরকম অ্যাক্সিডেন্টের ভয় পাচ্ছেন তার বেশি ঝুঁকি নিতে পারব না।' গৌরী একটু ঝুঁকে বসলেন। অনীশ তাঁর বুক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। গৌরী বললেন, 'এক মাসের মধ্যে সবকটা ফর্ম ভর্তি করে চেক লিখিয়ে নেবেন, কিন্তু তার একটাও জমা দেবেন না। এবার বলুন এর বিনিময়ে আপনি কি চান?'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না অনীশ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ফর্মগুলো জমা দেব না? কি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। আপনাকে নকল রিসিট আনতে হবে বাবাকে বোঝানোর জন্যে। পলিসি পেতে তো দেরি হয়। রিসিট দেখেই উনি খুশি থাকবেন।'

'জমা না দিলে রসিদ পাব কোথায়?'

'ম্যানেজ করুন। অফিসে তো রসিদের ফর্ম থাকে।'

'এটা তো ক্রাইম।'

'সামান্য। আপনি কাঁচা রসিদ দিচ্ছেন।'

'অসম্ভব। আমি পারব না।'

'বেশ। জমা দিন, সত্যিকারের রসিদ নেবেন অফিস থেকে। কিন্তু জমা দেবার আগে প্রত্যেকটা চেকে গোলমাল করে দেবেন যাতে ওগুলো অকেজো হয়ে যায়। ব্যাঙ্ক চেক ফেরত দিতে দিতে মাসখানেক কেটে যাবে। আমার এক মাসই দরকার। বুঝতে পারছেন?'

অনীশের শিরদাঁড়ায় শীতল স্রোত বইল। সে তাকাল। গেঞ্জি উপচে আসা গৌরীর শরীর এখন আর কোন আকর্ষণ তৈরি করছে না। সে কোনমতে বলল, 'আদিনাথবাবু জানতে পারলে—।'

'জানবেন না। আর কোনমতে যদি জেনে যান তাহলে বলবেন নতুন চেক লিখে দিতে। বাবার সই না মেলার জন্যে এমন অভিজ্ঞতা প্রায়ই হয়।'

'উনি বীমা করুন তা আপনি চাইছেন না?'

'না।'

'কেন?'

'জবাবটা আপনাকে দিতাম না। কিন্তু আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। বাবা মারা গেলে ভারত সেবাশ্রম টাকাটা পাবে তা আমি চাই না। বাবা প্রিমিয়াম দেবেন যে টাকাটা থেকে তা ইতিমধ্যে আমার নামে উইল করে দেওয়া হয়েছে। বাবাই দিয়েছেন। টাকাটা কমে যাক আমি চাই না। গৌরী হাসলেন, 'আমি বুঝতে পারছি আপনি কমিশন হারাবেন বলে চিন্তা করছেন। এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'তার মানে?'

'আপনার কমিশনের টাকাটা আমি দিয়ে দেব।'

'কি ভাবে?'

'ক্যাশ।' উঠে দাঁড়ালেন গৌরী, 'গো এ্যাহেড। বাবা আজই সইসাবুদ করতে চান। কিপ ইট সিক্রেট। আপনি বিবাহিত?'

'আজ্ঞে না।'

'আবার আজ্ঞে! চলুন, আমাকে লেক ক্লাবে পৌঁছে দেবেন।' ব্যাগ খুলে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে গৌরী অনীশের হাত ধরে টানলেন। দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন, 'বি স্মার্ট। আমি সবসময় আপনার পাশে আছি। আপনাকে আমার ভাল লেগেছে।'

হঠাৎ অনীশের মনে হল তার চারপাশ জুড়ে মাকড়সার জাল এগিয়ে আসছে।

বীমা কোম্পানিতে অনীশ দত্তের যিনি বস, তাঁর নাম গৌরাঙ্গবাবু। খুব নিচু থেকে পরিশ্রম এবং বুদ্ধির জোরে ওপরে উঠে এসেছেন। অনীশ আদিনাথ-বাবুর প্রোপোজালগুলো নিয়ে তার কাছে এসেছিল, সই করাবার আগে দেখিয়ে নিতে। এই ভদ্রলোককে টপকে কোন কাজ করা অনীশের পক্ষে আপাতত সম্ভব নয়। গৌরাঙ্গবাবু ফর্মগুলো দেখলেন। তাঁকে একটু ভাবিত মনে হল। তিনি বললেন, 'অনীশ, পঞ্চাশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ হয় সেটা আমরা শৈশবেই শিখেছি।'

অনীশ এইরকম কথাই আশঙ্কা করছিল। গৌরাঙ্গবাবু পঞ্চাশ লক্ষ শুনেই নাকচ করে দিয়েছিলেন। সে বলল, 'দাদা, ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা, বীমা করাবেনই।'

'কেন ?' গৌরাঙ্গবাবুর চোখ ছোট হল।

'উনি দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন।'

'চমৎকার। লোকটার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

অনীশ ঢোক গিলল। গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে আদিনাথের আলাপ করিয়ে দিলে ঘটনা কোনদিকে গড়াবে কেউ বলতে পারবে না। বীমা করানোর ব্যাপারে মহা ত্যাঁদোড় মানুষ এই গৌরাঙ্গবাবু। কোম্পানি যাতে কোনভাবে বিপাকে না পড়ে সেই চেষ্টা করেন। সে কাতর গলায় বলল, 'দাদা, এত বড় একটা কেস পেলাম, বুঝতেই পারছেন, আপনি ম্যানেজ করে দিন। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য ভাল, প্রিমিয়াম দেবার ক্ষমতা আছে।'

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, 'ভাল কথা, উনি অ্যাকসিডেন্টের ভয় পাচ্ছেন, ওঁকে অ্যাকসিডেন্ট বীমা করতে বল! অল্প পয়সায় হয়ে যাবে।'

অনীশ মাথা নাড়ল, 'সেটা তো কিছুই না। একশ টাকায় ম্যাক্সিমাম দশ হাজার পাবেন। তার বেশি পাওয়া যাবে না। দাদা, প্লিজ, এটাই দেখুন।'

গৌরাঙ্গবাবু পাথরের মত মুখ করে বসে রইলেন। মনে মনে তাঁর মুণ্ডুপাত করছিল অনীশ। সে মোটা টাকা কমিশন পেলে গৌরাঙ্গবাবুও তো বঞ্চিত হবেন না, অথচ লোকটার কোন হুঁশই নেই। এইসময় চম্পাকলি ঘরে ঢুকল। ঢুকেই ক্যাটকেটে গলায় বলে উঠল, 'অনীশদা যে! এতদিন কোথায় ডুব মেরে-ছিলেন ? এ্যাঁ ?'

অনীশ কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'এই তো, মাঝে মাঝেই আসি!'

'ছাই আসেন। কাজকর্ম জোটাতে পারেন না তো আসবেন কি! আপনার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে। বাবা, তোমাদের কাজ হয়েছে?'

চম্পাকলি তার পিতৃদেবকে ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞাসা করল। গৌরাঙ্গবাবু চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়লেন, 'না।'

'তাড়াতাড়ি শেষ করে পাঠিয়ে দিও তো।' চম্পাকলি ভেতরে চলে গেল।

গৌরাঙ্গবাবু মেয়ের যাওয়া মুখ তুলে দেখলেন। তারপর বললেন, 'অনীশ, আমার মেয়ে সম্পর্কে তোমার ধারণা কি রকম?'

হকচকিয়ে গেল অনীশ। আমতা আমতা করে বলল, 'বেশ তো, ভালই।'

'মিথ্যে কথা বল না। ওরকম বিশাল চেহারা, লাবণ্যহীন মুখ, কর্কশ কণ্ঠস্বরকে অন্ধও ভাল বলবে না। এইরকম কোন মেয়েকে যখন একটি সুস্থ ছেলে বিয়ে করতে চায় তখন বুঝতে হবে পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে। তাই না?'

অনীশ জবাব দিল না। মৌন হয়েই সম্মতি জানাল।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, 'তেমনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বীমা যদি কেউ এই বয়সে করতে চায় তাহলে বুঝতে হবে পেছনের উদ্দেশ্যটা মারাত্মক।'

কি কথা হচ্ছিল, চলে এলেন কোন্ কথায়। গৌরাঙ্গবাবু বললেন, 'একটু ভাবতে দাও। ততক্ষণে তুমি চম্পাকলির আদেশ মান্য করে এস।'

একদম ইচ্ছে ছিল না। আদিনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করার সময়টা পেরিয়ে যাচ্ছে। তবু অনীশকে উঠতে হল। এ বাড়িতে সে কয়েক বছর আসছে। বেশির-ভাগ সময় গৌরাঙ্গবাবুর বাইরের ঘরেই তার সময় কাটে। সিঁড়ি ভেঙে সে দোতলায় উঠে একজন দাসীকে জিজ্ঞাসা করল। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের একটা ঘর থেকে চম্পাকলির কর্কশ গলা ভেসে এল, 'ওরে সুরবালা, বাবুকে এখানে পাঠিয়ে দে।'

সুরবালাকে বলতে হল না, অনীশই এগোল।

চম্পাকলি অনীশের প্রেমিকা নয়। সেরকম সম্পর্কও গড়ে ওঠার সুযোগ যা ইচ্ছে তার কোনকালে হয়নি। প্রথম দিকে একবার গৌরাঙ্গবাবুর স্নেহ পাওয়ার লোভে সে এক বাক্স মিষ্টি কিনে সুরবালার হাত দিয়ে চম্পাকলির কাছে পাঠিয়েছিল। অতএব চম্পাকলির কি কথা বলার আছে সে ঠাওর করতে পারছিল না।

ঘরে ঢুকে সে দেখল চম্পাকলি তার বিছানায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে। তার মাংসেঢাকা মুখে মায়াময় হাসি, 'বসুন অনীশদা। আপনাকে ক্যাবলা ক্যাবলা দেখাচ্ছে।'

অনীশ হজম করল। বসার জায়গা এই ঘরে শুধু ওই খাটটা। বসতে হলে চম্পাকলির ছড়ানো ঠ্যাঙের পাশে বসতে হয়। সে বলল, 'কি কথা আছে?'

'আগে বসুন তো। মেয়েছেলে দেখলে এত কুঁকড়ে যান নাকি আপনি?'

অগত্যা বসতে হল। খাটের প্রান্তে শরীরটা ছুঁইয়ে পা ঝুলিয়ে রাখল।

'আপনি মোটা কেস পেয়েছেন?'

চমকে উঠল অনীশ। চম্পাকলি জানল কি করে? সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'বাপ গোলমাল করছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কেসটা কি বলুন তো ?'

হঠাৎ অনীশের মনে হল চম্পাকলি তাকে উদ্ধার করতে পারে। গৌরাঙ্গ-বাবুর ওপরে চম্পাকলির প্রচণ্ড প্রতিপত্তি আছে। সে অনেকটা বাঁচিয়ে আদিনাথ-বাবুর ঘটনাটা বলল। সব শুনে চম্পাকলি জিজ্ঞাসা করল, 'মল্লিকমশাই এত টাকা দান করছেন অথচ তাঁর ছেলেমেয়েরা কিছু বলছে না ?'

'হ্যাঁ, ওদের আপত্তি আছে।'

'আপনাকে ওরা বলেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়ের বিয়ে হয়েছে ?'

'না।'

'দেখতে কেমন ?'

'ভাল।'

'ভাই-বোনে ভাব আছে ?'

'না।'

'অ। আপনি বোনের পক্ষ নিচ্ছেন ?'

'না, না। আমি কারও পক্ষ নিচ্ছি না।'

চম্পাকলি হাসল, 'যদি বাপকে রাজি করাই তাহলে আমি কি পাব ?'

যেন স্বর্গ পেল অনীশ, 'তুমি যা চাইবে।'

'আমাকে বিয়ে করবেন ?'

ঢোঁক গিলল অনীশ। এরকম প্রশ্ন চম্পাকলি করতে পারে তা সে ভাবতেও পারেনি। তখনই মনে হল একটা ছোট্ট মিথ্যে বললে দোষ কি ? এখন হ্যাঁ বলে পরে না বললে কেউ তো তাকে জোর করে বিয়ে করতে বাধ্য করবে না। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'ঠিক আছে।'

'আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে জানেন ? অনেকদিন থেকেই আপনার কথা ভাবছি। আর ভাবলেই শরীরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দেখুন, দেখুন, আমার পাদুটো দেখুন, একদম বরফ হয়ে গেছে।' চম্পাকলি তার একটা ঠ্যাং অনীশের দিকে সরিয়ে দিল।

অতএব বাধ্য হয়েই চম্পাকলির পায়ের পাতা স্পর্শ করল অনীশ। সত্যি, বেশ শীতল। সে না বলে পারল না, 'এত ঠাণ্ডা কেন ? ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'ওমা ! ডাক্তার কি করবে ? আপনি পাশে বসে আছেন বলে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। উঠে গেলেই গরম হয়ে যাবে। শুধু আপনার জন্যে এমন হয়, জানেন ?' চম্পাকলি জিজ্ঞাসাও করল, 'আচ্ছা, আপনার এরকম কিছু হয় না ?'

অনীশ চটপট বলল, 'হয়। তোমাকে দেখলে কথা খুঁজে পাই না। মানে, কথাগুলো কিরকম জমে জমে যায়। অন্য কারও ক্ষেত্রে হয় না।'

সঙ্গে সঙ্গে ঠ্যাং নামিয়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল চম্পাকলি, 'তুমি আমার গায়ে হাত দিয়েছ, এখন থেকে আর তোমাকে আপনি বলব না।'

প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল অনীশ, 'গা কোথায়? পায়ে।'

কথা থামিয়ে দিল চম্পাকলি, 'বাঃ, পা কি গায়ের অংশ নয়? শরীর থেকে আলাদা? ইয়ার্কি! চল, বাবাকে গিয়ে বলি।'

হকচকিয়ে গেল অনীশ, 'গৌরাঙ্গদাকে কি বলবে?'

'চল না।' চম্পাকলি দাপিয়ে নিচের তলায় চলল।

ঘরে ঢোকার আগেই অনীশ চম্পাকলির গলা পেল, 'তুমি আমার ভাল কোনকালে চাওনি, তাই আজও চাইবে না, এ আর নতুন কথা কি! মা বেঁচে থাকলে এমন হতে পারত?'

গৌরাঙ্গবাবু কুঁকড়ে গেলেন, 'আহা, কি হয়েছে বল না। কি করলাম আমি?'

'অনীশদার কাজটায় বাগড়া দিচ্ছ কেন? অ্যাঁ? অনীশদা ওপরে না উঠলে আমি সুখী হব? তোমার মতলবটা কি?'

চম্পাকলির শেষ কথা কানে আসা মাত্র অনীশ দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল। সর্বনাশ হয়ে গেল। গৌরাঙ্গদা ঘাড় ঘুরিয়ে এবার তাকে দেখলেন। এক চিলতে হাসি খেলে গেল যেন তাঁর ঠোঁটের কোণে।

'কি জবাব দিচ্ছ না কেন?' চম্পাকলি ঝাঁঝিয়ে উঠল।

গৌরাঙ্গদা বললেন, 'ঠিক আছে। আমি দেখছি কি করা যায়। তুই ভেতরে যা। এস অনীশ, বসো।'

চম্পাকলি সগর্বে তাকাল। তারপর শব্দ করে ওপরে চলে গেল অনীশের পাশ দিয়ে। যাওয়ার সময় হাওয়ার ঝাপটা পেল অনীশ। তার হঠাৎ শীত শীত করছিল।

গৌরাঙ্গদা কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমার আনন্দিত হওয়া উচিত, কি বল? কিন্তু তোমাকে একটু অন্য চোখে দেখতাম বলে— যাকগে! শোন, তুমি মিস্টার মল্লিককে দিয়ে পাঁচ লাখ টাকার একটা বীমা করাও। একবছর আমরা দেখব। এর মধ্যে কোন গোলমাল না হলে সামনের বছর বাকটা নিয়ে ভাবা যাবে। পাঁচ লাখ করাতে পারলেই তো তোমার কোটা পূর্ণ হয়ে যাবে।'

অনীশ বুঝল গৌরাঙ্গদাকে আর নড়ানো যাবে না। চম্পাকলির ধাক্কায় এটুকু পাওয়া গেল। সে বলতে চাইল, 'গৌরাঙ্গদা, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না —!'

মাথা নাড়লেন গৌরাঙ্গবাবু, 'না। না। ঠিকই বুঝেছি। ভবিষ্যৎ বুঝে নাও হে।'

আদিনাথ মল্লিকের ড্রইংরুমে বসে অনীশ ঘড়ি দেখল, প্রায় চল্লিশ মিনিট সে অপেক্ষা করছে। আদিনাথ গৌরী মল্লিকের সঙ্গে বেরিয়েছেন, বসতে বলে গেছেন। চাকরটার কাছে খোঁজ নিয়ে অনীশ জেনেছে অমিতাভও বাড়িতে নেই।

আজ অনীশের মন খুব খারাপ। প্রথমত, পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বীমা করাতে পারলে পায়ের ওপর পা তুলে থাকা যেত। আপাতত ওটা হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, চম্পাকলির হাত থেকে কিভাবে নিস্তার পাওয়া যায় তা তার মাথায় ঢুকছিল না। ওরকম জাঁহাবাজ মেয়েছেলে তাকে সহজে ছাড়বে না। সারা জীবন বিনা রোজগারে না খেয়ে মরা ঢের ভাল, তবু চম্পাকলিকে সে স্ত্রী হিসেবে ভাবতে পারবে না। অনীশ আবার ঘড়ি দেখল এবং তখনই ভেতরের দরজায় একজন এসে দাঁড়ালেন।

অনীশ দেখল মহিলার খোঁপায় ঘোমটা টানা, পোশাকে রুচির ছাপ স্পষ্ট। চেহারায় মল্লিকবাড়ির ছাপ রয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। মহিলা সামান্য এগিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'বসুন। আপনি তো বাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' অনীশ দাঁড়িয়েই রইল।

'উনি আমার শ্বশুরমশাই।'

'ও।'

'আমার স্বামী আপনার কাছে গিয়েছিলেন!'

'হ্যাঁ, উনিও তো বাড়িতে নেই।'

'বেরিয়েছেন। আমার ননদের সঙ্গে আপনার বাইরে দেখা হয়েছিল?'

অনীশ চমকে উঠল। তার মনে পড়ল এই ঘরে বসে গৌরী যখন সেদিন তার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন পর্দার নিচে সে শাড়ির অংশ দেখেছিল। ইনিই কি সেই মহিলা? সে বলল, 'মানে, একটু দরকার পড়েছিল, তাই।'

'দরকারটা কি বলতে আপনার অসুবিধে আছে?'

'এই বীমার ব্যাপারেই কথা বলছিলেন।'

'দেখুন, বাবা যখন চাইছেন তখন বীমাটা অবশ্যই করতে হবে। আর সেটা করলে আপনারও লাভ হবে। অন্য কোন কথায় কান দেবেন না।'

'সে তো নিশ্চয়ই।'

'বাবা ভয় পাচ্ছেন তাঁর অ্যাকসিডেন্ট হবে। কেন ভয় পাচ্ছেন, কাকে তাঁর ভয় একথা কাউকে বলছেন না। আমার স্বামী আপনাকে কি বলেছেন?'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন!'

এইসময় বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। ভদ্রমহিলা দ্রুত ভেতরের দরজায়

চলে গেলেন। চাপা গলায় বললেন, 'পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

অনীশ দেখল গৌরী মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে আদিনাথ মল্লিক ঘরে ঢুকলেন, 'সরি, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। আমার বিশ্বাস ছিল না, গৌরী একজন জ্যোতিষীর কাছে নিয়ে গেল জোর করে। যাক, কি ব্যাপার মশাই, বললাম ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি করতে, আপনার দেখছি কোন হুঁশই নেই। নাঃ, আমার পুরনো লোকের কাছে গেলেই ভাল হত।'

অনীশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনি শুধু একটা সময় দিন, আমাদের ডাক্তারকে দিয়ে আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেব।'

'আমার স্বাস্থ্য ? ও। সেটা আমার ডাক্তারের সার্টিফিকেটে কাজ হবে না ?'

'আসলে টাকার অঙ্কটা খুব বেশি তো! তাছাড়া আর একটা প্রবলেম হয়েছে—।'

'বলে ফেলুন।' আদিনাথ সোফায় বসলেন। গৌরীর পরনে এখন সাদা তাঁতের শাড়ি। চুপচাপ কথা শুনছেন দাঁড়িয়ে।

অনীশ বলল, 'প্রথমে পাঁচ লাখ টাকার বীমা করতে হবে।'

'পাঁচ কেন ? হোয়াই নট পঞ্চাশ ?' আদিনাথ বিরক্ত হলেন।

'একসঙ্গে অত টাকা না করে খেপে খেপে করতে হবে।'

'কিন্তু কেন ?'

মাথা চুলকাল অনীশ, 'আসলে টাকার অঙ্কটা খুব বেশি তো, তাই—।'

'বেশি বলেই তো আপনার কাছে গিয়েছিলাম। নইলে আমার এজেন্টই কাজটা পারত। আপনি যে এত ওয়ার্থলেস তা ভাবিনি। যাক, কেটে পড়ুন।' ধমকে উঠলেন আদিনাথ।

'আজ্ঞে।' হতভম্ব অনীশ, এ কি শুনছে সে।

এইসময় হাসিতে ভেঙে পড়ল গৌরী। যেন আচমকা ফোয়ারার মুখ খুলে গেছে। আদিনাথ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েকে, 'হঠাৎ এত হাসি কেন ?'

'উনি কিভাবে আজ্ঞে বললেন তা তুমি দেখলে না তো। আচ্ছা, খেপে খেপে মানে কতদিনের মধ্যে পুরো টাকাটা বীমা করা সম্ভব ?' শেষ প্রশ্ন অনীশের উদ্দেশে।

সে ঠোঁট কামড়াল। গৌরাঙ্গদা বলেছেন এক বছর দেখবেন। সেক্ষেত্রে এক থেকে দেড় বছর লাগবেই। সময়টা সেইরকম জানাল অনীশ।

সঙ্গে সঙ্গে হাত নাড়লেন আদিনাথ, 'ইম্পসিবল! তার মধ্যে আমার অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। যদি না বেঁচে থাকি তাহলে বীমা করবে কে ?'

ফাঁপড়ে পড়ল অনীশ। হঠাৎ তার মনে হল একমাত্র চম্পাকলি তাকে রক্ষা করতে পারে। পাঁচ যে পেরেছে পঞ্চাশও সে হয়ত পারবে। কিন্তু তার জন্যে তাকে বেশ মূল্য দিতে হবেই। সে মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, আমি পঞ্চাশই করব। কাল কখন আসব বলুন। আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।'

আদিনাথ এবার অনীশের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'গুড। কাউকে

নিয়ে আসতে হবে না। আমার পরিচিত এক ডাক্তার আছে যে বীমা কোম্পানির লিস্টে আছে। তার কাছ থেকেই সার্টিফিকেট নিয়ে নেব। আর ফর্মটা দিয়ে যান, ওখানে যদি সই করতে হয় তাকে, সে করে দেবে।'

হাতের ব্রিফকেস খুলে অনীশ ফর্মগুলো বের করে দিল। আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতগুলো দিচ্ছেন কেন ?'

'আজ্ঞে! পাঁচটা ফর্ম দিলাম। দশ করে পাঁচটা। ভয় নেই, একসঙ্গে জমা দেব।'

'কাল সকালে ঠিক সাড়ে আটটায় আসবেন। যান।'

অনীশ দ্রুত বেরিয়ে এল। বেরুবার সময় গৌরীর দিকে তাকাল না।

গৌরাঙ্গবাবুর বাড়ির একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল অনীশ। এখন সন্ধ্যে হয়েছে। এইসময় গৌরাঙ্গবাবু তাস খেলতে ক্লাবে যান বলে জানে সে। মিনিট দশেক দাঁড়ানোর পর সে গৌরাঙ্গবাবুকে গাড়ি নিয়ে বেরুতে দেখল। ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। এখন অন্তত ঘণ্টা তিনেকের জন্যে নিশ্চিন্ত। অনেকদিন রাত নটাতেও সে গৌরাঙ্গ-বাবুকে ক্লাবে তাসে মগ্ন হয়ে থাকতে দেখেছে।

আজ সুরবালা দরজা খুলল। তাকে দেখে সুরবালা অবাক। মুখের ওপর বলে দিল, 'ওমা, আপনি, বাবু তো বেরিয়ে গেছেন। কাল আসবেন।'

'দিদিমণির সঙ্গে দেখা করব।'

'দিদিমণি? এখন দেখা হবে না। সন্ধ্যের পর তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। এমনকি বাবুও তাঁর ঘরে যান না।' সুরবালা ঠোঁট বেঁকাল।

'কিন্তু আমার খুব জরুরি দরকার। তুমি একবার আমার কথা তাকে বল না।'

'আগ বাড়িয়ে বলতে গেলে ধমক খাব দাদাবাবু। ও ঘরে আমি ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না। আর সব কাজের লোক তো ঠিকের, বিকেল বিকেল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় তাদের। তা আপনি যখন বলছেন, সকালে ওঁর ঘর অবধি গিয়েছিলেন, তাই যাচ্ছি, তবে আমার কথাটা একটু মনে রাখবেন।' সুরবালা হাসল।

'তা আর বলতে। তোমাকে নিশ্চয়ই মনে রাখব।'

সুরবালা একগাল হেসে ভেতরে চলে গেল। বাড়িতে লোকজন নেই বলেই মনে হচ্ছে। চম্পাকলি সন্ধ্যের পর কারও সঙ্গে দেখা করে না কেন? ঠাকুর-পুজো করে নাকি? অনীশ উশখুশ করছিল। এইসময় সুরবালা ফিরে এল,

'আপনার ভাগ্যি ভাল। আসুন।'
'কি রকম?' ভেতরে ঢুকে প্রশ্ন করল অনীশ।
'সবে আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন, নাম শুনে বললেন নিয়ে আয়। আরম্ভ হয়ে গেলে আমাকে খিস্তি শুনতে হত। যা মুখ।' সুরবালা দরজা বন্ধ করে এগিয়ে চলল। খিস্তি শব্দটাকে খুব খারাপ লাগল অনীশের। চম্পাকলি খিস্তি করে? ছি ছি ছি।
পর্দা সরিয়ে অনীশ দেখল মেঝেতে গালচে পেতে বসে আছে চম্পাকলি। চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞাসা করল, 'এই অসময়ে কেন?'
অনীশ বলল, 'অসময় মানে, সবে তো সন্ধ্যে হয়েছে, একটু আলোচনা করার ছিল, অসুবিধে থাকলে না হয় চলে যাচ্ছি?'
'থাক, আর ধ্যাষ্টামি করতে হবে না। পা ছড়িয়ে বস। আবার আলোচনা কিসের? কথাবার্তা যা তা তো সকালবেলায় হয়ে গেল।'
'তারপরেও ঘটনা ঘটেছে।'
'বসো তো। উটমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। আজ বাদে কাল যার সঙ্গে ঘর করতে হবে তাকে খামোকা লজ্জা করে কোন লাভ নেই।'
একটু দূরত্ব রেখেই বসল অনীশ। এই সন্ধ্যেবেলায় চম্পাকলির পরনে পাশবালিশের খোলের মত একটা ম্যাক্সি ছাড়া কিছু নেই। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে।
'বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল। আমি বলে দিয়েছি কাজটা হয়ে গেলেই তুমি আর আমি বিয়ে করব। তুমি এখন চা-ফা খাও নাকি?' নাক কোঁচকাল চম্পাকলি।
'না, না।' মাথা নাড়ল অনীশ। 'আমার অন্য কথা ছিল।'
'এক মিনিট বললে যদি চুকে যায় তো বলে চলে যাও।'
অনীশ ভাবল, এক মিনিটে কি করে গুছিয়ে বলা যায়। সে বলল, 'একটু সময় লাগবে।'
'তালে আমি শুকনো মুখে বসে থাকতে পারব না বাবা। একসঙ্গে যখন ঘর করব তখন তো জানতেই পারবে। এই সন্ধ্যের পর একটু সিদ্ধি না খেয়ে আমি থাকতে পারি না। সুরবালা নিজের হাতে ঘন করে আমাকে সিদ্ধি বানিয়ে দেয়। তুমি খাবে?'
'সিদ্ধি?' হকচকিয়ে গেল অনীশ।
'ন্যাকু! সিদ্ধি জানো না? মৌজ হবে খেলে। অ্যাই সুরো, নিয়ে আয়।' গলা তুলে হুকুম দিল চম্পাকলি। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিনেমাটির বড় পাত্র এবং দুটো পাথরের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল সুরবালা। সেগুলো চম্পাকলির সামনে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদাবাবুকে পুরো দেব?'
'পুরো দিবি না তো কি! ব্যাটাছেলে বলে কথা। তোর গ্লাস কোথায়?'
'দাদাবাবুর সামনে খেতে লজ্জা করবে।' মুখ নিচু করল সুরবালা।
'আ মলো। পোঁদের কাপড় ঠিক নেই মাথায় ঘোমটা। যা নিয়ে আয় গ্লাস!'

সুরবালা উঠে গেলে অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'সিদ্ধি খেয়ে শরীর খারাপ হয় না ?'

'কেন ? আমায় দেখে মনে হচ্ছে তাই ? ও হ্যাঁ, তোমার বাড়িতে কে কে আছে ?'

'আমার মা আর আমি।'

'বাঃ। ভাল। তা সে-বুড়ি মানুষ কেমন ? টিকটিক করতে নিষেধ করে দিও। অবশ্য করলেই বা আমার কি ? সুরবালা সঙ্গে যাবে, সে আমার সব কাজ করে দেবে। ঘর কটা ?'

'পুরনো বাড়ি তো, অনেকগুলো আছে।' বলে দাঁতে দাঁত চাপল অনীশ। যাওয়াচ্ছি তোমায় ! এই লাশকে বিয়ে করা মানে গলায় দাঁড় দেওয়া। অতটা নির্বোধ হবার কোন চান্সই নেই।

সুরবালা গ্লাসে সিদ্ধি ঢেলে এক কোণে বসল। প্রথম গ্লাসটা চোঁ চোঁ করে গিলে ফেলল চম্পাকলি। ভয়ে ভয়ে চুমুক দিল অনীশ। সে শুনেছে বিজয়া দশমীর পর সিদ্ধি খেয়ে অনেকেই নাকি শুধু হাসতে থাকে। নেশা হয় খুব। একই সঙ্গে ক্ষীর বাদামের সুস্বাদ পেল সে। জিনিসটা দারুণ।

চম্পাকলি দ্বিতীয়বার গ্লাসে সিদ্ধি ঢেলে বলল, 'আমি বাবা মদ খাই না, অন্য কোন নেশা নেই, বড়লোকের বউদের মত বেলেল্লাপনা করি না, শুধু সিদ্ধিটুকু খাই। খেতে কেমন ?'

মাথা নাড়ল অনীশ, 'ভাল। বেশ ভাল।'

দ্বিতীয় গ্লাসটার আধখানা গলায় ঢেলে চম্পাকলি জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলবে বলছিলে ?'

অনীশ সুরবালার দিকে তাকাল।

চম্পাকলি মাথা নাড়ল, 'সুরোর সামনে বলতে পার।'

অনীশ বলল, 'গৌরাঙ্গদা একটা পাঁচ লাখের বীমা করাতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু পার্টি মিনিমাম দশ করে করবে। পাঁচবারে পঞ্চাশ। এটা না হলে কেস হাতছাড়া হয়ে যাবে।' গ্লাসে চুমুক দিল অনীশ, 'তোমাকে কাজটা করে দিতেই হবে।'

'লোকটার মেয়ের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছ ?'

'না, না। আর কথা হয়নি।'

'খবরদার। আর যেন না শুনি।'

'কিন্তু এই ব্যাপারটা— ।'

'আচ্ছা, কাজটা হয়ে গেলে তুমি তো আমাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পার ! তাই না ?'

'না, না, তা কেন দেখাব !' অনীশ প্রতিবাদ করল।

'ব্যাটাছেলে জাতটাকে আমার বিশ্বাস নেই।'

'কি করলে তুমি বিশ্বাস করবে বল ?'

চম্পাকলি মুখ ফেরাল, 'ও সুরো, কি করা যায় ?'

সুরবালা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। বলল, 'কালীঘাটে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলা যায়। কাগজে সইসাবুদ করতেও দু-তিন দিন সময় লাগে।'

'না না। কালীঘাট-ফালিঘাট নয়। কাগজে সই করাই ঠিক। তা তিনদিনের মধ্যে তো আর কাজটা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। না করলে কেঁচিয়ে দেব।'

অনীশের কানে কথাগুলো ঢুকছিল না। সে বলল, 'কিন্তু গৌরাঙ্গদাকে রাজি করানো—।'

হাত তুলল চম্পাকলি, 'হয়ে যাবে। আমার মা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। বাপের বারদোষ ছিল তখন। সেকথা বলে চেঁচালে কোন কিছুতে না বলতে পারবে না। কিন্তু বাপ সুপারিশ করলেই কোম্পানি শুনবে?'

'একশবার শুনবে। ওঁকে সবাই খুব শ্রদ্ধা বিশ্বাস করেন।'

'তাহলে তো হয়ে গেল। সইসাবুদের ব্যবস্থা কর।'

তৃতীয়বার গ্লাস ভরল চম্পাকলি।

অনীশ বলল, 'কিন্তু এত তাড়াহুড়োয় কি এসব হয়?'

সুরবালা ফুট কাটল, 'টোপ দিলে বাঘ আসে।'

অনীশ মুখ কাঁচুমাচু করল, 'সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।'

সুরবালা দুলে উঠল, 'দিদিমণি থাকতে টাকার অভাব হবে না।'

চম্পাকলি মাথা নাড়ল, 'এখন আমি টাকা দিতে পারব না। টাকা নিয়ে যে হাওয়া হয়ে যাবে না তা কে জানে। এখন ঘর থেকে টাকা ঢালতে বল, পরে আমি দিয়ে দেব। ব্যাস, হয়ে গেল। অনেক কথা বকর বকর করে নেশা ছুটে যায়! ও সুরো, একটু রসের কথা বল এবার।'

সুরবালা সুরে বলল, 'রসিকের সামনে বলব?'

অনীশ বলল, 'না, না। আমি এখন উঠি। গৌরাঙ্গদা এসে পড়তে পারে।'

সুরবালা বলল, 'আরও দু গ্লাস খেয়ে না হয় এখানেই থেকে যেতে। কেউ টেরটি পেত না।'

'না, না। গৌরাঙ্গদা জানতে পারলে, ওরে বাবা!' অনীশ দরজার দিকে পা বাড়াল।

চম্পাকলি শব্দ করে হাসল। তারপর হাত নেড়ে বলল, 'যেতে দে। ডরপুক।'

নিচের দরজা খুলে দিয়ে সুরবালা বলল, 'নিশ্চিন্তে বাড়ি যাও। তোমার ওপর মন পড়েছে দিদিমণির। বাবুর পক্ষে আর না বলার ক্ষমতা নেই গো।'

অনীশ চুপচাপ মাথা নেড়ে বেরিয়ে এসেছিল।

কেমন নিস্তেজ অবস্থায় বাড়ি ফিরছিল অনীশ। হঠাৎ পাশের বাড়ির অরবিন্দবাবু জানলা দিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বললেন, 'আপনার একটা ফোন আছে মশাই, ডাকতে গিয়ে দেখি আপনি সামনে।'

অনীশ ঘড়ি দেখল। এখন রাত সাড়ে নটা। সে অরবিন্দবাবুর বাড়িতে ঢুকল। রিসিভার তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে কথা বলছেন?'

'আমি আদিনাথ। আদিনাথ মল্লিক। একটু আগে আমি একটা দুর্ঘটনা

থেকে কোনমতে বেঁচে গেছি। তোমার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা হওয়ার দরকার।'

'এক্ষুনি? আপনার বাড়িতে যাব?'

'না। দমদম এয়ারপোর্টের ভেতরে পোস্ট অফিসটার সামনে চলে এস। ঠিক এগারটায়।' লাইনটা কেটে দিলেন আদিনাথ মল্লিক।

অনীশের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। পেটের জন্যে মানুষকে কত কি করতে হয়! এই রাত্রে কেন তাকে এয়ারপোর্টে ছুটতে হবে তা আদিনাথ বললেন না কিন্তু তবু তাকে সেখানে যেতে হবে। তিরিশের বি বাসে বসে অনীশ হাই তুলল। ঘুম পাচ্ছে। দিনটায় কত কি যে হল। মায় তার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা। কথাটা নিজের মাকেই যা জানানো হয়নি। চম্পাকলি সোজা মেয়ে নয়। বিয়ে না করলে সব চোটপাট করে দেবে। হঠাৎ তার মনে হল এক মামার কথা। তিনি বলতেন, দ্যাখো বাপু, বিয়ের সময় ঝাড়াই বাছাই করে ডানাকাটা বউ নিয়ে এসে ভাবলে ওহো কি পেলাম। দশবছর বাদে তার চেহারার হাল নিয়ে আর কি তুমি ভাববে? তাছাড়া সুন্দরী ঘরে ঢুকেই যে ছোবল মারতে আরম্ভ করবে না তা তোমায় কে বলল? মামী সুন্দরী ছিলেন। একেবারে অভিজ্ঞতা থেকে বলা কথা। সেক্ষেত্রে চম্পাকলিকে চোখ বন্ধ করে বিয়ে করে ফেললে কি এমন দোষের হবে। এক মেয়ে, গৌরাঙ্গদা ছবি হয়ে গেলে বাড়িঘর টাকা পয়সা সব তার। শুধু সুরবালাকে একটু হাতে রাখতে হবে। অনীশ মন স্থির করে নিল। কিন্তু আদিনাথ তাকে হঠাৎ এয়ারপোর্টে যেতে বললেন কেন? কলকাতায় এতকাল বাস করেও সে কখনও এয়ারপোর্টে যায়নি। প্রয়োজনই হয়নি। তার ওপর এত রাত্রে!

অনেকটা হাঁটতে হল। সুনসান রাস্তা। মাঝে মাঝে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে হুসহাস। ভেতরে ঢুকতে হলে পাঁচ টাকার টিকিট কাটতে হয়। সসঙ্কোচে পা বাড়াল সে। ঘড়িতে এখন পৌঁনে এগারটা। ফিরবে কি করে? পকেটে এত পয়সা নেই যে ট্যাক্সি করবে। লাস্ট বাস-এই ফিরে গেল ধর্মতলায়। চিন্তিত অনীশ হাঁটতে হাঁটতে পোস্টঅফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। কলকাতা বলে মনেই হয় না ভেতরটাকে। সব যেন ঠিকঠাক ছবির মত।

এইসময় সে আদিনাথ মল্লিককে দেখতে পেল। ইশারায় তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। খানিকটা দূরত্ব রেখেই সে হাঁটতে লাগল। আদিনাথবাবু সিঁড়ি ভাঙছেন। দোতলায় উঠে ডানদিকে মোড় নিলেন। আহা, এটা একটা রেস্তরাঁ। অনীশের পেট গুলিয়ে উঠল। আজ এক গ্লাস সিদ্ধি ছাড়া কিছুই পেটে পড়েনি।

কোণের দিকে একটা টেবিলে বসে আদিনাথ তাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। জড়সড় হয়ে বসতেই উর্দিপরা বয় এসে দাঁড়াল সামনে। আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডিনার করেছ? ডিনার? রুটি তরকারিকে ডিনার বলতে অভ্যস্ত নয় অনীশ, তবু বলল, 'না, সময় পাইনি।'

ঘড়ি দেখলেন আদিনাথ। তারপর এক প্লেট চিকেন ভর্তা আর তন্দুরি রুটি আনতে বললেন। বেয়ারা চলে গেলে আদিনাথ বললেন, 'আজ সন্ধ্যেবেলায়

ড্রাইভার গাড়ি বের করেছিল। আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম একটা কাজে। গাড়িটা এ্যাকসিডেন্ট করেছে। বেচারা হাসপাতালে।'

'কি করে?' অবাক হল অনীশ।

'ব্রেক কাজ করেনি। আমার সন্দেহ এটা ষড়যন্ত্র।'

'পুলিসকে জানিয়েছেন।'

'সেকথাই জিজ্ঞাসা করছি। পুলিসকে জানালে তোমার বীমাকোম্পানি জানতে পারবে?'

'তা তো পারেই।'

'তাহলে জানাচ্ছি না। আমি কোন চান্স নিতে চাই না।'

খাবার এল। আদিনাথ খাবেন না। হাত চালাল অনীশ। মুখে বলল, 'আচ্ছা, এসব না করে আপনি পুলিসকে জানিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছেন না কেন?'

আদিনাথ কোন জবাব দিলেন না। তাঁর চোখ বিরাট হল ঘরের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের ওপর ঘুরছিল। ইতিমধ্যে অনীশ বুঝে গেছে লোকটিকে এক প্রশ্ন দুবার করে কোন লাভ নেই। খাওয়া শেষ হলে আদিনাথ পকেট থেকে পাঁচটা ফর্ম বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন, 'একমাত্র এই জায়গাটাই নিরিবিলিতে কথা বলার পক্ষে ভাল। যাওয়া আসার মানুষ ছাড়া আড্ডা মারতে খুব কম মানুষ আসে। আমি এসেছি একজনকে রিসিভ করতে। সে পৌনে বারোটার ফ্লাইটে আসছে। লাস্ট ফ্লাইট, একা যেতে অসুবিধে হবে বলে আসা। আর এই ব্যাপারটা আমার কোন আত্মীয়স্বজন যেন না জানতে পারে। তোমার ক্লায়েন্ট হলাম আমি, ওরা নয়।'

অনীশ দ্রুত মাথা নাড়ল।

টেবিলে রাখা ফর্মগুলোর ওপর আঙ্গুল বুলিয়ে আদিনাথ বললেন, 'আমি তোমায় একটা সত্যি কথা বলিনি। আমার নমিনি হিসেবে ভারত সেবাশ্রমের কথা আমি ভাবিনি।'

'তাহলে?'

'আসলে আমি ব্যাপারটা আমার জীবিত অবস্থায় প্রকাশ করতে চাই না, তাই পরিচিত এজেন্টদের কাছে যাইনি।'

'আমি কথা দিচ্ছি এটা কখনই কেউ জানবে না।'

'গুড! তুমি এই পাঁচটা ফর্মে যেমন ভারত সেবাশ্রমের নাম রেখেছ তাই রাখবে। আমি সই করে দিয়েছি। আমি আরও পাঁচটা ফর্ম আনিয়েছি। তাতে নমিনি হিসেবে অন্য মানুষের নাম আছে। শেষ মুহূর্তে এই দ্বিতীয় ফর্ম জমা পড়বে। প্রথমটা ছিঁড়ে ফেলে দেবে। বুঝেছ?' আদিনাথবাবু দ্বিতীয় পকেট থেকে আরও পাঁচটা ফর্ম বের করলেন।

অনীশ নিজের হাতে ভর্তি করা ফর্মগুলো দেখল। সেগুলোতে আদিনাথবাবুর সই রয়েছে। সে এবার আদিনাথবাবুর হাতে লেখা ফর্মগুলো দেখল। তাতে নমিনি হিসেবে নাম আছে মিসেস চিত্রলেখা সেনের। বেশ অবাক হয়ে

তাকাল অনীশ। টেবিলে দুটো হাত দুবার মৃদু চাপড়ালেন আদিনাথ, 'ব্যাপারটা কেউ যেন জানতে না পারে।'

'জানবে না। ইনি কি আপনার আত্মীয় ?'

'মল্লিকদের আত্মীয় সেন ? না হে। তবে আত্মীয় বলতে পার। বেয়ারা— !' আদিনাথ বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিলেন। অনীশ ফর্মগুলো আলাদা করে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি ঘড়ি দেখলেন। নিজের মনে বললেন, 'আমার সময় তো হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে ভাই, তুমি এখন যেতে পার।'

'আজ্ঞে, চেকগুলো, জমা দিতে হবে তো।'

'সঙ্গে তো ডাক্তারের সার্টিফিকেট লাগবে। কাল সকালে বাড়িতে এসো।'

অনীশ মাথা নাড়ল। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আদিনাথ প্রশ্ন করলেন, 'কিছু বলবে ?'

'আজ্ঞে আমার মাথায় ঢুকছে না, এসব কি হচ্ছে !'

'কি হচ্ছে মানে ?'

'আপনি নমিনি নিয়ে এত লুকোছাপা করছেন কেন ? আপনি মারা না গেলে তো এরা কেউ টাকা পাবে না !'

'মারা গেলে যাতে পায় সেটার জন্যেই এই ব্যবস্থা।'

'তাহলে টাকাটা আপনি জীবিত অবস্থাতেও দিতে পারেন।'

বিরক্ত হলেন আদিনাথ, 'বড্ড বেশি কথা বল তুমি ! পৃথিবীর কিছু মানুষ অন্যরকম ধাতুতে গড়া। তাদের হাতে কিছু তুলে দিলেই তারা কৃতার্থ হয় না। কোন্ অধিকারে নেবে সেটা আগে ভাবে। আমি বেঁচে থাকতে যেটা পারব না, মরে গেলে সেটা হয়ত সম্ভব হবে। কাল সকালে কখন আসছ ?'

'আজ্ঞে নটা নাগাদ।'

'ওকে ! গুডনাইট।' আদিনাথ সটান তাকে এড়িয়ে অন্যদিকে হাঁটতে লাগলেন। অনীশ ঠোঁট কামড়াল। প্রায় বারোটা বাজে। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের শেষ ফ্লাইটগুলোর জন্যে বেশি কিছু মানুষ এখনও এই এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর মধ্যেও। বাইরে বেরুবার জন্যে পা বাড়িয়েও থেমে গেল অনীশ। এখন কোন বাস নেই। ট্যাক্সির পয়সাও তার পকেটে নেই। অন্তত পঞ্চাশ টাকা তো লাগবেই। কি করা যায়। সে আদিনাথবাবুকে কোথাও দেখতে পেল না। হঠাৎ তার মাথায় চিত্রলেখা সেনের নামটা চলকে উঠল। এই মহিলাকে নমিনি করে যাচ্ছেন আদিনাথ। কে এই চিত্রলেখা ? গৌরী কিংবা অমিতাভ এঁকে চেনেন ? হঠাৎ মাথায় মতলব খেলে গেল। মল্লিক পরিবারের সমস্ত ব্যাপারটাই প্যাঁচে প্যাঁচে পেঁচিয়ে আছে। এ ওর শত্রু, ও এর। সে নিজে কেন শুধু দর্শক সেজে থাকবে !

পাবলিক টেলিফোনে নাম্বার ঘুরিয়ে কান পাততেই ওপারে রিঙ হতে শুনল অনীশ। তিন-চারবারের পর রিসিভার তোলা হল। নারী কণ্ঠে প্রশ্ন এল, 'হেলো ?'

নাম্বার যাচাই করল অনীশ। ওপাশ থেকে সমর্থন আসতে আসতে সে আন্দাজ করার চেষ্টায় ছিল গলার স্বর গৌরীর কিনা। না পেরে জিজ্ঞাসা করল 'অমিতাভবাবু বাড়িতে আছেন?'

'আপনি কে বলছেন?'

'আমি অনীশ!'

বিস্ময় ছিটকে উঠল ওপাশে, 'ও, আচ্ছা! আপনি, এত রাত্রে?'

'একটু দরকার ছিল অমিতাভবাবুর সঙ্গে।'

'কিন্তু ও বাড়িতে নেই। ইনফ্যাক্ট বাবাও বাড়িতে নেই। দরকারটা জানতে পারি?'

'না। সেটা উনি এখন না থাকলে বলা যাবে না। ওঁকে আমি আসতে বলতাম।'

'কোথায়?'

'আমি এয়ারপোর্ট থেকে কথা বলছি।'

'এয়ারপোর্ট? এত রাত্রে। অদ্ভুত তো। এয়ারপোর্টে না গেলে আপনি বক্তব্য বলবেন না?'

'পরে ব্যাপারটার কোন মূল্য থাকবে না।'

হঠাৎ ওপাশে গলা পাল্টে গেল। এবং এটি যে গৌরী তাতে কোন সন্দেহ রইল না। গৌরী বেশ কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এত রাত্রে কি ইয়ার্কি মারছেন? বাবা আপনাকে কেসটা দিয়েছেন বলে যা ইচ্ছে তা করতে পারেন না নিশ্চয়ই।'

হকচকিয়ে গেল অনীশ, 'ঠিক আছে, আমি রাখছি।'

'না। রাখবেন না। কোত্থেকে টেলিফোন করছেন?'

'এয়ারপোর্টের এক পাবলিক বুথ থেকে।'

'ওয়েল আমি না যাওয়া পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করুন।'

লাইনটা কেটে গেল। কি করতে গিয়ে কি হয়ে গেল। এখন নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করছিল অনীশের। স্রেফ একটা কার লিফটের জন্যে অমিতাভকে এতদূরে ছুটিয়ে আনার মতলব ছিল তার। কিন্তু এখন তো ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। আদিনাথ ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছিলেন, কথাগুলো কানে গেলে কাল সকালে আর দেখা করবেন না। যেটা সে পারে না, চিরকাল সেই চালাকিটা করতে গিয়ে নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ে গেছে অনীশ অথচ তা থেকে শিক্ষা হয়নি। গুম হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে গালাগালি দিচ্ছিল সে, এইসময় মাইকের ঘোষণা কানে এল আই সি এত নম্বর এত এইমাত্র ল্যান্ড করেছে। সে অলস পায়ে হাঁটতে লাগল। বেশ কিছু মানুষ এরাইভ্যাল লাউঞ্জের সামনে ভিড় করেছে। সেদিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল অনীশ। ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আদিনাথ মল্লিক একদৃষ্টিতে ভেতরের দিকে তাকিয়ে আছেন যেদিক দিয়ে প্লেন থেকে নেমে যাত্রীরা ঢুকবে। অনীশ চট করে একটু আড়ালে সরে গেল। আদিনাথ নিশ্চয়ই কাউকে রিসিভ করবেন। মাঝে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে

নিলেন। রুমালে মুখ মুছলেন। অনীশ দেখছিল।

মিনিট পাঁচেক বাদে যাত্রীদের দেখা গেল। বেশিরভাগই হাতে সামান্য কিছু নিয়ে হনহনিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ রিসিভ করতে আসা মানুষদের দেখে খুশি হচ্ছেন। আদিনাথ দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ। হঠাৎই তাঁকে চঞ্চল হতে দেখল অনীশ। ডান হাত মাথার ওপর তুলে নাড়লেন। তাঁর লক্ষ্য নজর করে অনীশ চোখ ছোট করল। মধ্যবয়সিনী মহিলা, পঞ্চাশ হতে পারেন। কিন্তু তিনি এখনও ছিপছিপে এবং সুন্দরী। পরনে সাদা সিল্কের শাড়ি যার কালো পাড়ের ঘোমটা মহিলার কপালের প্রান্ত ছুঁয়েছে। বেল্টের পাশে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করছেন মালপত্রের জন্যে। অনীশ আবার আদিনাথবাবুর দিকে তাকাল। তুলনায় ভদ্রলোককে বেশ বয়স্ক বলে মনে হল।

অনীশ দেখল একটা মাঝারি স্যুটকেস ট্রলিতে চাপিয়ে ভদ্রমহিলা এগিয়ে আসছেন। ও'র হাঁটা, তাকানোর মধ্যে বেশ সম্ভ্রান্তভাব ফুটে উঠছিল। মহিলার নাক চিবুকে ঈশ্বর নিপুণ হাতে কাজ করেছেন। গেট পেরিয়ে আসতেই আদিনাথ ও'র মুখোমুখি হল। দূর থেকে অনীশ ও'দের কথা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু দুজনকেই হাসতে দেখল। এবার বেরিয়ে যাচ্ছে ও'রা। অনীশ দ্রুত অনুসরণ করল।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর বাইরে তখন ট্যাক্সিওয়ালারা হৈ চৈ করছে। এইসময় ওদের টাকা রোজগারের সুযোগ। অনীশ ভেবেছিল আদিনাথ তাঁর নিজস্ব গাড়ির দিকে এগোবেন। কিন্তু তাকে অবাক করে তিনি একটা ট্যাক্সি ডাকলেন। ডিকিতে স্যুটকেস তুলে দিয়ে মিটার ডাউন করে ট্যাক্সিওয়ালা ও'দের দুজনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল অনীশ। আদিনাথ তাহলে নিজের গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে আসেননি! কেন? ও'র মত অর্থবান মানুষ কেন ট্যাক্সিতে চড়ছেন যখন দুর্ঘটনার ভয় প্রতি পায়ে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ওই মহিলাকে, যিনি অবশ্যই চিত্রলেখা সেন, নিয়ে নিজের বাড়িতে যাচ্ছেন না। এই মহিলার সঙ্গে আদিনাথের সম্পর্ক কি? একেবারে কাছের মানুষ না হলে কেউ অত লক্ষ টাকার নমিনি করে না।

ঘড়িতে যখন পোনে একটা তখন একটা প্রাইভেট গাড়ি এয়ারপোর্টে ঢুকল। দূর থেকে অনীশ দেখল গাড়ির সামনের আসনে দুজন বসে আছে। দুজনই মহিলা। ড্রাইভিং সিট থেকে গৌরী মল্লিককে নামতে দেখল সে সালোয়ার কুর্তা পরে। হাতে কালো ব্যাগ। দ্বিতীয়জন গাড়িতেই বসে রইল। হন্তদন্ত হয়ে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এ ঢুকে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে গৌরী সটান চলে এলেন সামনে, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'আপনি? মানে, একাই চলে এলেন?'

'সেটা আপনাকে ভাবতে হবে না। কি হয়েছে?'

'আজ্ঞে—।'

'আবার আজ্ঞে আজ্ঞে করছেন?'

'যদি কাউকে না বলেন তাহলে বলতে পারি।'

'দাদাকে ফোনে ডেকেছেন কেন ? ওর সঙ্গে এত পীরিত কিসের আপনার ? আপনি আমাকে বিব্রত করতে চাইছেন ? স্পষ্ট করে বলুন।'

মাথা নাড়ল অনীশ, 'আজ্ঞে এসব বলছেন কেন ?'

'অদ্ভুত তো। আপনি এই মাঝরাতে দাদাকে কেন এয়ারপোর্টে আসতে বললেন ?'

অনীশ ভেবে পাচ্ছিল না কি উত্তর দেবে ? সত্যি কথা বলতে হলে সব কথাই জানাতে হয়। সেটা তার নিজের পক্ষে সুখের হবে না। আবার জুতসই মিথ্যা কথা মুখে আসছিল না। তার দিকে তাকিয়ে গৌরী গলা পাল্টালেন, 'আপনি কেন এসেছিলেন এয়ারপোর্টে ?'

আর তখনই অনীশের মনে পড়ল অমিতাভ তাকে হাজার টাকা আগাম দিয়ে গিয়েছিল। টাকাটা কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খরচ করবে না বলে সে তুলে রেখেছে। সঙ্গে থাকলে এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে স্বচ্ছন্দে ফিরে যাওয়া যেত, ফোন টোন করতে হত না।

নিরুপায় অনীশ বলল, 'সত্যি কথা বলব ? আপনি কাউকে বলবেন না তো !'

খুব পাল্টে গেলেন গৌরী। চট করে অনীশের হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'প্রমিস !'

'আসলে টেলিফোনে আমি আপনাকে চাইছিলাম। কিন্তু আর এক ভদ্রমহিলা লাইনটা ধরতে—।'

কথা শেষ করল না অনীশ। গৌরী তার হাতে চাপ দিলেন, 'সত্যি ?'

মাথা নাড়ল অনীশ, 'হ্যাঁ।'

'ওঃ কি সুইট ! তা ফোন করেছিলেন কেন ?'

গলে যাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। বলব না বলব না করেও বলে ফেলল অনীশ, 'আপনার বাবা এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। এখানে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে সোজা হয়ে গেলেন গৌরী, 'বাবা।'

'হ্যাঁ। প্লিজ কাউকে বলবেন না।'

'আমি যে বাবার চেকে গোলমালের কথা বলেছিলাম তা কাউকে বলেছেন ?'

'না তো !'

'তাহলে একথা আমিও কাউকে বলব না। শুনুন, বাইরে গাড়িতে বউদি বসে আছে। ওর সামনে এসব কথা একদম বলবেন না। বাবা কি বললেন ?'

'বউদি ? মানে অমিতাভবাবুর স্ত্রী ?'

'হ্যাঁ। এত রাত্রে একা আসা ঠিক নয় বলে ওকে সঙ্গে আনতে হল।'

'উনি যদি অমিতাভবাবুকে বলে দেন।'

'জানবে না কিছু তো বলবে কি ? আর আপনি আমার সঙ্গে বেরুবেন না। বলব এয়ারপোর্টে এসে আপনাকে খুঁজে পাইনি। পরে আপনি অস্বীকার করবেন টেলিফোনের কথা।'

'অস্বীকার করব ?'

'হ্যাঁ, বলবেন, টেলিফোন আপনি করেননি।' গৌরী চারপাশে তাকালেন, 'তাড়াতাড়ি বলুন, বেশি দেরি হলে ও চলে আসতে পারে।'

'আদিনাথবাবু আমাকে ডেকে বললেন আপনাদের কারোর সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা না করতে। জায়গাটা নিরিবিলি তাই ডেকেছিলেন।'

'আপনি চেপে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, কাল দুপুর দুটোয় যোধপুর পার্কে এই বাড়িতে আসুন। বাড়িটা আমাদের।' গৌরী ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে ধরলেন। অনীশ সেটা নিল। কার্ডের ওপর থেকে চোখ সরানোর আগেই গৌরীর শরীরটাকে ঢেউ তুলে তুলে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল সে। আহা, মহিলা বটে। কলেজে পড়ার সময় ইংরেজি সিনেমায় দেখা নায়িকাদের স্মৃতি চলকে চলকে উঠছিল মনে। সে নিঃশ্বাস ফেলল। কি করবে এখন? অমিতাভর কথা শুনে কাজ করলে দশ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। আহা। দশ লক্ষ। সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দেওয়া তখন কোন সমস্যাই নয়। আর গৌরী—! গৌরী কি কিছু টাকা দেবে না। যদি পাঁচও দেয় তাহলে ওর সঙ্গে সে আলাস্কায় গিয়ে বাস করতে পারে!

এয়ারপোর্ট বিল্ডিং এখন প্রায় ফাঁকা। অনীশ বেরল। মনে মনে আওড়াল, আমি কোনও ফোন করিনি। কাউকে নয়। কিন্তু বাড়ি ফিরব কি করে? হঠাৎ খেয়াল হল, নিজেকে ভীষণ বোকা মনে হল আর একবার। যেকোন একটা ট্যাক্সিতে উঠে বাড়ি ফিরে গিয়ে ওই হাজার টাকা থেকেই তো ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া যেত। ট্যাক্সিতে তো বাসের মত ওঠামাত্র ভাড়া দিতে হয় না। অনীশ দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সি ডাকল। মিটারে নয়, ড্রাইভার একশ টাকার নিচে যাবে না। অনীশ রাজি হল।

ডান দিকে এয়ারপোর্ট হোটেল রেখে ভি আই পি রোড ধরল ট্যাক্সি। রাস্তা ফাঁকা। আলো কম। আশি কিলোমিটার স্পিডে ট্যাক্সি ছুটছে। ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'মাঝরাত্রে এদিকে প্রায়ই ডাকাতি হয়, সাবধানে বসবেন, স্পিড বাড়াচ্ছি।' অনীশ কিছু বলেনি। ডাকাত তার কাছে শুধু ফর্মগুলো পাবে। বয়েই গেল তার। কৈখালি ছাড়িয়ে কিছুটা দূর আসতে দূরে একটা লোককে দেখা গেল হাত নাড়তে। ড্রাইভার বলল, 'এই হল কায়দা স্যার। হাত নেড়ে গাড়ি থামিয়ে ডাকাতি করবে। আমি গাড়ি থামাচ্ছি না।' লোকটা এগিয়ে আসছিল। এখন হেডলাইটের আলোয় বৃদ্ধ মানুষটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ট্যাক্সি ড্রাইভার চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, করিমচাচা।' বলেই ব্রেক কষল। কিন্তু ট্যাক্সির গতি এত বেশি ছিল যে করিম চাচাকে পেরিয়ে অনেকটা এগিয়ে সে চাকাগুলোকে নিশ্চল করতে পারল। তারপর ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে এল, 'কি ব্যাপার করিম চাচা?'

'ও তুমি! গাড়িটা ফেঁসে গিয়েছে। অনেক চেষ্টা করলাম। কোন দিকে যাচ্ছ?'

'পার্ক সার্কাস দিয়ে ঢুকব।'

'বাঃ, আমার গাড়িতে দুজন প্যাসেঞ্জার আছে। সাউথে যাবে। অনেকক্ষণ

থেকে চেষ্টা করছি কিন্তু খালি ট্যাক্সি পাচ্ছি না। তুলে নেবে ?'

'নিশ্চয়ই ! কি দাদা, আপত্তি নেই তো আপনার ?'

'অজানা লোক নেবেন, যদি কিছু হয় ?' অনীশ ভীতু গলায় বলল।

করিম চাচা বলল, 'না বাবু, ভয় নেই। এরা একদম শরীফ আদমি। এত বছর ধরে ট্যাক্সি চালাচ্ছি, লোক চিনতে ভুল করব না।'

বৃদ্ধ নিজের ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেল। সেদিকে তাকাতেই চমকে উঠল অনীশ। আদিনাথবাবু প্রথমে নামলেন। তাঁর পেছনে চিত্রলেখা সেন। নির্জন ভি আই পি রোডের আলোয় দুজনকেই খুব বিব্রত দেখাচ্ছিল। সে চট করে ট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল। বৃদ্ধ ভদ্রমহিলার স্যুটকেস এ গাড়ির ডিকিতে তুলে দিলে আদিনাথ তাকে কিছু টাকা দিলেন। তারপর গম্ভীর মুখে চিত্রলেখাকে নিয়ে পেছনে উঠে বসলেন। ড্রাইভার করিম চাচাকে জানাল সে ফিরে গিয়েই গ্যারেজে খবর দিচ্ছে।

ট্যাক্সি চালু হল। অনীশ প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিল আদিনাথ কিছু বলবেন। এইভাবে ধরা পড়ার পর তিনি নিশ্চয়ই সুব্যবহার করবেন না। কিন্তু মিনিট পাঁচেক চলে গেল, আদিনাথ কোন কথাই বললেন না। চিত্রলেখা বললেন, 'তুমি মিছিমিছি নার্ভাস হচ্ছ। ট্যাক্সিটা তো অ্যাকসিডেন্ট করেনি। আর ওই ভদ্রলোককে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

আদিনাথ তাও মুখ খুললেন না।

রাত বেশি বলেই বাইপাসে ট্যাক্সি ঝড়ের মত ছুটছিল। কেঁচো হয়ে বসেছিল অনীশ। সে বুঝতে পারছিল আদিনাথ মহিলার সামনে তার সঙ্গে কথা বলবেন না। হঠাৎ চিত্রলেখা বললেন, 'আমাদের তো আর একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। ভুল হল, দুটো ট্যাক্সি ?'

আদিনাথের গলা শোনা গেল, 'দুটো কেন ?'

'শহরের মধ্যে আমি একাই ট্যাক্সি নিয়ে যেতে পারব। তুমি আর খামোকা রাত করবে কেন ? এমনিতেই নিশ্চয়ই বাড়িতে চিন্তায় পড়ে গেছে সবাই।'

'আমার জন্যে কারও মাথা ব্যথা নেই।' কথাটা বলেই চুপ করে গেলেন আদিনাথ।

'আহা তাই হয় নাকি ! তুমি ওদের জন্যে এত করছ, টাকা পয়সা সিকিউরিটি সব উজাড় করে দিয়েছ আর ওরা তোমার জন্যে ভাববে না ?' একটু শ্লেষ ছিল চিত্রলেখার গলায় ! সামান্য থেমে তিনি যোগ করলেন, 'আমি তো রাস্তার লোক হয়ে পড়ে রইলাম।'

আদিনাথ চাপা গলায়, হয়ত অনীশের কান বাঁচাতেই নিচু স্বরে বললেন, 'চিত্রা, আমি তোমাকে হাজারবার বলেছি কি চাই বল, তুমি মুখ খোলনি।'

'কেন খুলব ? তুমি চোরের মত দেবে আর আমি ভিখিরির মত নেব। সারা পৃথিবীকে জানিয়ে যখন দিতে পারবে কিছু তখন তা মাথায় তুলে নেব।'

আদিনাথ বললেন, 'এবার তাই দেব।'

চিত্রলেখা হাসলেন, 'এই জন্মে পারবে না।'

পার্ক সার্কাস এসে গিয়েছিল। গোল চত্বরে পেঁছনো মাত্র অনীশ ট্যাক্সি থামাতে বলল। আদিনাথ বোধহয় ড্রাইভারকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই অনীশ বলল, 'আপনি ভাই ওঁদের পেঁছে দিন। আমি এইখানেই নেমে যাচ্ছি। কত দিতে হবে?' দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল সে।

পেছন থেকে আদিনাথ ট্যাক্সির ড্রাইভারকে হুকুম করলেন, 'কিছু নেবার দরকার নেই, যা দেবার আমিই দিয়ে দেব। চলুন—'

মধ্যরাত্রে পার্কসার্কাসের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অনীশ ট্যাক্সির চলে যাওয়া দেখল। হঠাৎ তার মনে পড়ল ওই একই পথে গৌরী মল্লিক তার বউদিকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসেছে কিছু আগে। তারা কেন দেখতে পেল না আদিনাথবাবুকে। প্রায় ঘণ্টা খানেক ভদ্রলোককে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে হয়েছিল। ড্রাইভার কি গৌরীর গাড়িকে হাত দেখিয়ে থামায় নি? এমন হতে পারে সঙ্গে কোন পুরুষ নেই বলেই গৌরী গাড়ির গতি কমায়নি। আর যেহেতু আদিনাথ চিত্রলেখার সঙ্গে গাড়িতেই বসেছিল তাই অল্প আলোয় দূর থেকে তাঁদের দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। একেই বলে কাকতালীয় যোগ, নইলে এত গাড়ি থাকতে তারটাতেই ওঁদের উঠতে হল কেন? অনীশের মনে হল ওই ভদ্রমহিলা প্রচুর দুঃখ পেয়েছেন এবং সেই কারণেই ওঁর কাছে আদিনাথ বেশ অসহায় থাকেন। নইলে এত রাত্রে ওঁর মত অর্থবান মানুষ এই বয়সে ট্যাক্সি নিয়ে একা ছোটাছুটি করতেন না। ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে থাকল অনীশ।

নিজের পাড়াটা কি শান্ত। এ পাড়ার নেড়ি কুকুরগুলো পর্যন্ত চমৎকার নিরীহ। নিজের বাড়ির সামনে এসে অনীশ থমকে গেল। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পাশের বাড়ির অরবিন্দবাবুর কোন গাড়িওয়ালা বন্ধু আছে বলে সে দ্যাখেনি। গাড়ির কাঁচ কালো। ভেতরে কেউ আছে কিনা বোঝার উপায় নেই। সে গাড়ির পেছন দিক দিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির দরজার কড়া নাড়ল।

দোতলার জানালায় আলো এল এবং সেই সঙ্গে অনীশের মায়ের গলা শোনা গেল, 'কে? কে?'

'চাবিটা ফেলে দাও। আমি।' অনীশ জবাব দিল।

'রাত কত হল খেয়াল আছে?' মায়ের গলায় বিরক্তি।

'কাজ করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।' অনীশ একটু অপরাধীর গলায় জানাল।

এরপরে দড়িতে ঝোলানো চাবি ওপর থেকে সড়সড় করে নেমে এল। তাই দিয়ে দরজার গা-তালা খুলতে খুলতে অনীশ ঠিক করল এবার থেকে ডুপ্লিকেট-টাকে সবসময় সঙ্গে রাখবে। চাবিটা ওপরে উঠে যাওয়া মাত্র সে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল। ব্যাগটা টেবিলে রেখে নিজের চেয়ারে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে এখন। খিদেও পেয়েছে খুব। চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে সামনের খোলা দরজায় শব্দ হল। চমকে চোখ খুলল অনীশ। প্রায় ভূত দেখার মত সে দরজায় অমিতাভ মল্লিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তার মুখ হাঁ হয়ে গেল, কোনরকমে উঠে দাঁড়াল সে। 'আমি আপনার

জন্যে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি। শুনলাম একটা টেলিফোন পেয়ে আপনি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেছেন, কিছু বলে যাননি, তাই ফিরে আসবেন এমন আশা ছিল। ভেতরে এসে বসতে পারি ?' কথাগুলো শেষ করে নিজেই এগিয়ে এল অমিতাভ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' অনীশ প্রায় দিশেহারা।

অনীশের উল্টোদিকের চেয়ার টেনে বসল অমিতাভ। বসে সময় নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা আপনার ফর্মে সই করে দিয়েছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গুড। যেভাবে বলেছিলাম সেইভাবেই করেছেন ?'

'না, মানে, আমি আপনার দেওয়া কলমে ফর্ম ভর্তি করে ওঁকে দিয়েছিলাম। উনি নিজের কলমে সই করে দিয়েছেন।'

'দেখি।' হাত বাড়াল অমিতাভ।

ঝট করে ব্যাগটা নিয়ে ফর্মগুলো বের করতে গিয়ে অনীশের মনে পড়ল একই সঙ্গে আদিনাথবাবুর নিজের হাতে ভর্তি করা পাঁচটা ফর্মও আছে। সে সন্তর্পণে ভারত সেবাশ্রমের নামে নমিনি করা ফর্মগুলো বের করল।

'পাঁচটা ? একসঙ্গে জমা দেবেন ?'

'না, একটার পর একটা।'

'কদ্দিন পরপর ?'

'এই ধরুন মাসখানেক।'

পাঁচটা ফর্ম খুঁটিয়ে দেখল অমিতাভ, 'পাঁচটাতেই সই আছে দেখছি। এগুলো আর বাবার কাছে ফেরত যাওয়ার কোন চান্স আছে ?'

'আজ্ঞে না। কাল সকালে উনি চেক আর সার্টিফিকেট দেবেন, কালই প্রথমটা জমা পড়বে।' অনীশ চটপট জবাব দিল।

পকেট থেকে লাইটার বের করল অমিতাভ। তারপর ফর্মের যে অংশে নমিনির লাইন ছাপা আছে তার পাশে কলমে লেখা ভারত সেবাশ্রমের ওপর লাইটারের আগুন একটু একটু করে ছোঁয়াতে লাগল। অনীশ অবাক হয়ে দেখল ধীরে ধীরে কাগজ অবিকৃত রেখে ভারত সেবাশ্রমের নাম ফর্ম থেকে উবে গেল। এবার অমিতাভর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সাফল্যের হাসি। ফর্মটাকে এগিয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'দেখুন তো, আপনাদের অফিসের লোক বুঝতে পারবে কিছু ?'

অনীশ মাথা নাড়ল, 'না এখানে কোন লেখা ছিল বলে মনেই হচ্ছে না।'

'এবার আপনি ওই জায়গায় আমার নাম লিখুন। রিলেশন, ছেলে।'

অনীশ একটু প্রতিবাদ করতে চাইল, 'ব্যাপারটা—।'

'কোন কথা নয়। নিজের বাপের আপত্তি আমি কখনও মানিনি।'

'আজ্ঞে এটা একেবারে জালিয়াতি হয়ে যাচ্ছে।'

'তার জন্যে ভাল দাম পাচ্ছেন।' পকেট থেকে কিছু একশ টাকার নোট বের করে কুড়িটা টেবিলে রাখল অমিতাভ, 'দুহাজার হল। সব কাজ ঠিকঠাক হলে

আরও নয় লক্ষ আটানব্বই হাজার পাবেন।'

'কিন্তু স্যার, একটা কথা—'

'বলে ফেলুন।'

'আমি পাঁচটা ফর্মই জমা দিলাম। আপনার বাবা বছর তিনেক প্রিমিয়াম দিয়ে মারা গেলেন। তখন নমিনি হিসেবে আপনি পুরো টাকা পেয়ে যাবেন। আমি তো বাদ পড়ে যেতে পারি। মানে, আমার কথা আপনি শুনবেন কেন?'

'আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয় না আমি ভদ্রলোকের ছেলে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না কেন?'

'তবু?'

'ঠিক আছে। আপনাকে আমি এখন দশ হাজার দেব। আগামী কাল আমি আপনার সঙ্গে একটা লিখিত চুক্তি করতে পারি যাতে বলা থাকবে— না, সেটা ঠিক হবে না।' টেবিল বাজাল অমিতাভ, 'কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। এই মুহূর্তে আপনাকে দশের বেশি আমি কিছুতেই দিতে পারছি না। আমার হাতে আর দেওয়ার মত টাকা নেই।'

'তাহলে তো ভয়টা থেকেই যাচ্ছে।'

'ভয় ভাবলেই ভয়। বিশ্বাস করলে সব চুকে যায়। আমার নাম লিখে ফেলুন।'

অনীশ ইচ্ছের বিরুদ্ধে ড্রয়ার থেকে কলম বের করল। এবার হেসে উঠল অমিতাভ, 'না মশাই। আমার কলমে আর নয়। ওটা দিন তো।' হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল সে কলমটাকে, 'নিজের কলমে লিখুন। কায়দাটা জেনে নিয়েছেন। জমা দেয়ার আগে আবার নামটা যে মুছে যাবে না সে গ্যারান্টি কোথায়?'

'তার মানে আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?' কাতর গলায় বলল অনীশ।

'করছি। নিন, আর রাত করবেন না।' কলমটা পকেটে রেখে দিল অমিতাভ।

অগত্যা নিজের কলমে আদিনাথবাবুর ফর্মে নমিনির জায়গায় অমিতাভর নাম লিখল অনীশ। সেটা খুঁটিয়ে দেখে অমিতাভ উঠে দাঁড়াল, 'কাল যখন বাবার কাছে চেক আনতে যাবেন তখন এই ফর্মটাকে সঙ্গে নেবেন না। এর পরে যখন দ্বিতীয় ফর্ম জমা দেবার সময় হবে তখন আমি এসে আরও দুই হাজার দিয়ে যাব। গুড নাইট।' অমিতাভ আর দাঁড়াল না। সোজা বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। সাত সকালে জেগে উঠে তৈরি হয়ে নিচ্ছিল অনীশ। এইসময় একটা ট্যাক্সি এসে থামল।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে অনীশের মা বললেন, 'দুটো মেয়েছেলে আসছে এ বাড়িতে।'

'মেয়েছেলে?' চুল আঁচড়াচ্ছিল অনীশ, তার কপালে ভাঁজ পড়ল।

'কি ধুমসো চেহারা একটার। রক্ষে কালী।' জানলায় দাঁড়িয়ে মা রিলে করছিলেন।

মেয়েছেলে শুনেই অনীশের গৌরী মল্লিকের কথা মনে এসেছিল। কিন্তু রক্ষেকালী শুনে সেটা উড়ে গেল। মা বিরক্ত গলায় বললেন, 'অত মেয়েছেলের সঙ্গে মেশার কি দরকার?'

অনীশ নিচে নেমে এল। ততক্ষণে দরজার কড়া নাড়া চলছে। সেটা খুলতেই সে হকচকিয়ে গেল। সুরবালাকে এগিয়ে দিয়ে চম্পাকলি দাঁড়িয়ে আছে।

'আমরা কি পেত্নী, ওভাবে দেখার কি আছে? চোখ দ্যাখো!' চম্পাকলি ঝাঁঝিয়ে উঠল।

সুরবালা বলল, 'এ মা, ভেতরেও আসতে বলে না যে।'

অনীশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এসো, এসো। আসলে আমি এখনই বেরুব তো।'

ঘরে ঢুকে চম্পাকলি চারপাশে তাকাল, 'হুম। একেবারে সাদামাটা। এটা তোমার বসার ঘর?'

'হ্যাঁ। মানে—।'

'শোয়ার ঘর কোনটা?'

'মানে?'

'আমাদের শোওয়ার ঘর হবে কোনটা?'

'ও, ওটা ওপরে।'

'চল দেখি। যেঘরে সারাজীবন থাকতে হবে সেই ঘরটা চোখে দেখে নিই।'

'ও। আচ্ছা, ওটা পরে দেখলে হত না, মানে, মা আছে তো ওপরে!'

'মাকেও তো দেখতে হবে। কিরে সুরো?'

'ঠিক কথা।' সুরবালা সায় দিল, 'কোন দিক দিয়ে যাব দাদাবাবু?'

দাদাবাবু ডাকটা বড় কানে লাগল। অনীশ ভেবে পাচ্ছিল না সে কি করবে। এইসময় ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন তার মা। তাঁকে দেখে অনীশ বলল, 'মা, গৌরাঙ্গদার কথা বলি তোমায়, ইনি গৌরাঙ্গদার মেয়ে আর ও ওই বাড়িতে

কাজ করে।'

সঙ্গে সঙ্গে চম্পাকলি এগিয়ে নিয়ে নিচু হল। অনীশের মা 'থাক থাক' বলে সরে গেলেন। চম্পাকলি বলল, 'আমি চম্পাকলি। আপনার ছেলে কি কিছুই বলেনি ?'

'কি ব্যাপারে ?' অনীশের মা গম্ভীর।

'আমাকে তো এবাড়িতে এসে থাকতে হবে।'

'এ বাড়িতে ? কেন ?'

'ওমা, আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। আচ্ছা, এখানে রান্নাবান্না কে করে ?'

'আমি।'

'ও। আমি এখানে এলে সুরবালা সব করবে। ওর হাতের রান্না ছাড়া আমি কিছুই খেতে পারি না। আচ্ছা, আপনি কি খুব বেশি কথা বলেন ?'

'কেন ? বেশি কথা বলতে যাব কেন ?' ভদ্রমহিলা ঠিক ঠাওর করতে পারছিলেন না।

'যাক বাঁচা গেল। বকর বকর করা আমি একদম পছন্দ করি না। সন্ধ্যের পরে তো নয়ই। আচ্ছা, আপনার শাশুড়ী কি আপনার ওপর খুব অত্যাচার করত ?'

'শাশুড়ী ? তিনি আমার বিয়ের আগেই মারা গিয়েছিলেন।'

'বাঃ। তাহলে আপনার মনে প্রতিশোধ নেবার কোন ইচ্ছে নেই। আপনার যা ইচ্ছে করবেন যখন ইচ্ছে বেরিয়ে যাবেন। আমিও আমার মত থাকব। হ্যাঁ ?'

অনীশের মা আর পারলেন না, ছেলের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'এ কি বলছে ?'

'ওমা ! আমি খারাপ কিছু বললাম নাকি ?'

'তুমি এসব বলছ কেন ?'

এবার সুরবালা বলল, 'ও দাদাবাবু, বলে দিন না মাকে। আচ্ছা, আমিই বলি। আপনার ছেলের আমার দিদিমণিকে ভারি মনে ধরেছে। আজ-কালের মধ্যে বিয়ে করবেন। তাই দিদিমণি বললেন, সুরো চল, আমার দ্বিতীয় মায়ের সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

'বিয়ে ? ওমা একি কান্ড, তুই একে বিয়ে করবি ? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে খোকা ?'

'মা শোন, ঠিক তা নয়, মানে, একটা বিপাকে—।' অনীশ তোতলাতে লাগল।

'আমি কোন কথা শুনতে চাই না। ওই ধুমসো রক্ষেকালীকে ছেলের বউ করতে আমি কিছুতেই পারব না। হায় আমার কপাল, তোর চোখ কি গেছে রে খোকা ?'

'কি ? আমি ধুমসো ? রক্ষেকালী ?' চিৎকার করে উঠল চম্পাকলি, 'এ্যাই, তোমার মাকে মুখ সামলে কথা বলতে বল। লজ্জা করছে না ভাবী স্ত্রীর নামে বদনাম শুনতে ?'

অনীশ চোখ বন্ধ করল।

'ভাবী স্ত্রী ?' শিউরে উঠলেন অনীশের মা, 'কে তোমাকে বিয়ে করছে ?'

'আপনার ছেলে।'

'খোকা, তুই যদি একে বিয়ে করিস তাহলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।'

'সেই ভাল। মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা যাবে না। শোওয়ার ঘরটা দেখে আসি, চল সুরো।' সুরবালাকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে ওঠার জন্যে পা বাড়াল চম্পাকলি।

'অনীশের মা ছুটে এলেন ছেলের কাছে, 'কিরে, তুই কি মুখ বন্ধ করে থাকবি।'

চম্পাকলি তখন চোখের আড়ালে, অনীশ মাকে জড়িয়ে ধরল, 'মাথা ঠাণ্ডা কর মা। কে বিয়ে করতে যাচ্ছে ওকে। আমার একটা কাজে ফেঁসে গেছি বলে এসব হজম করতে হচ্ছে।'

'কিন্তু রক্ষেকালী যে বলল—'

'বলতে দাও। দশ লাখ টাকা আয় হবে বলে মুখ বন্ধ করে আছি। দশ লাখ।'

'দশ লাখের জন্যে ওকে তুই বিয়ে করবি ?'

'মাথা খারাপ। কান বন্ধ করে থাক।'

'তুই সত্যি কথা বলছিস খোকা ?'

'হ্যাঁ গো।'

এইসময় ওপর থেকে নেমে এল চম্পাকলি। মুচকি হেসে বলল, 'ঘর দোর তো মন্দ নয় কিন্তু বাথরুমটাকে পরিষ্কার করতে হবে। আমার আবার অনেকক্ষণ সময় লাগে সেখানে। কি কথা হচ্ছিল মায়ের সঙ্গে ?'

'এই মানে, আমি তোমার কথা মাকে বুঝিয়ে বলছিলাম আর কি !'

'বুঝেছেন ?'

'হ্যাঁ। মাথার ঠিক ছিল না, তাই—!'

'ঝগড়াঝাঁটি একদম পছন্দ করি না আমি। তা না করলে এ বাড়িতে থাকতে পারেন, বুঝলেন ?' রায় দেবার ভঙ্গিতে বলল চম্পাকলি। তারপর এগিয়ে এল অনীশের সামনে, 'কাল পারিনি, আজ সকালে উঠেই বাবার সঙ্গে কথা বলেছি। বাবা সন্দেহ করছে তোমার ব্যাপারটায় খুব বড় গোলমাল আছে। কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করে দেবে বলল।'

এরকম অবস্থাতেও হাসি ফুটল অনীশের মুখে, 'যাক্‌ বাঁচা গেল।'

'আর একটা সুখবর আছে।'

'কি ?'

'পাঁচটা ফর্মে পাঁচবারে নয়, বাবা বলছে ওতে কোম্পানি পরে বেশি সন্দেহ করবে, একটা ফর্মেই প্রপোজাল জমা দিতে। যেমনটি তুমি প্রথমে চেয়েছিলে।'

'সত্যি ?' চম্পাকলিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছিল অনীশের।

'হ্যাঁ, গো !' হেসে অনীশের মায়ের দিকে তাকাল চম্পাকলি, 'দেখুন,

আপনার ছেলের জন্যে আমি কি করছি! বাবা বলল, খুব ঝুঁকি থাকছে তবু একবার পাস হয়ে গেলে আর ভয় নেই। শুধু ভদ্রলোকের ইনকাম ট্যাক্সের লাস্ট ইনকাম সার্টিফিকেট চাই।'

'দিয়ে দেব।' দ্রুত মাথা নাড়ল অনীশ।

'এ তো হল, আপনি আপনার ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন কখন?'

'কখন মানে?'

'আজকালের মধ্যে কাজটা হয়ে যাবে। আমরা আগামীকাল সই করছি। সামনের সপ্তাহে একটা দিন দেখে ব্যবস্থা করুন। কিছু দিতে হবে না আমাকে, আমার বাবার সব আমি পাব।' চম্পাকলি দরজার দিকে এগল, 'বাবা বলেছেন ভদ্রলোকের প্রপোজাল নিয়ে তুমি যখন জমা দিতে যাবে তখন আমি যেন তোমার সঙ্গে থাকি।'

'কেন? সঙ্গে থাকবে কেন?'

'তার উত্তর পরে দেব। আয় সুরো।'

সুরবালা তার দিদিমণির সঙ্গ নিল। তারা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর অনীশের মা পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেকে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে এই বিয়েটাকে মেনে নিলে ভাল হয় সব দিক থেকেই।'

'তার মানে?' চমকে উঠল অনীশ।

'ওরকম এক শক্ত হাতে তোর পড়া দরকার।' ভদ্রমহিলা ওপরে উঠে গেলেন।

বেরুবার আগে কাজ নিয়ে টেবিলে বসল অনীশ। পুরো ব্যাপারটা ঢেলে সাজাতে হবে। ফর্মে কাটাকুটি করে কোন লাভ নেই। দশ লক্ষ করে পাঁচটা ফর্ম ভর্তি করা হয়েছিল, তার বদলে একটা ফর্ম ভর্তি করতে হবে। তার মানে আগের দশটা ফর্মে আদিনাথবাবুর সই-এর কোন দাম থাকছে না। ওগুলো ভদ্রলোককে দেখিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হবে! কিন্তু সেটা করতে গিয়ে একটা ফর্মে ভারত সেবাশ্রমের বদলে যদি নিজের ছেলের নাম দেখেন ভদ্রলোক তাহলেই দফা রফা। অনীশ গত রাত্রে অমিতাভর সামনে বসে যে ফর্মটায় নাম পাল্টেছিল সেটা বের করে একটু কালি ঢেলে দিল নামের ওপরে। এখন আর স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। অমিতাভ তার কলম নিয়ে গিয়েছে। এখন পঞ্চাশ লক্ষ টাকার যে ফর্মটা সে ভর্তি করতে যাচ্ছে এবং যাতে আদিনাথবাবু সই করবেন তার কালি তো পরে আগুন ছোঁয়ালে উবে যাবে না। ওটা করতে পারলে কিস্তিতে নয়, একেবারে হাতে গরম আরও আট হাজার পাওয়া যাবে।

বুকের ভেতর লোভের আঁচড় তীব্র হল। ফর্মের সবকটা লাইন নিজের কলমে ভর্তি করে নমিনির জায়গাটা সে ফাঁকা রাখল। তারপর ওটা ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়ল। পাড়ার মোড়ে গিয়ে সে প্রথমে একটা পাবলিক বুথ থেকে আদিনাথবাবুর বাড়িতে টেলিফোন করল। তিনবার রিং হতে না হতেই যিনি রিসিভার তুললেন তাঁকে চিনতে ভুল হল না। গম্ভীর গলায় সে অমিতাভর স্ত্রীকে বলল, 'অমিতাভবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কে বলছেন?'

'স্বপন দাশগুপ্ত।'

'ধরুন।'

অনীশ হাসল। যাক, ভদ্রমহিলা তার গলা চিনতে পারেনি। একটু বাদেই অমিতাভর গলা পাওয়া গেল। অনীশ বলল, 'সরি স্যার, আপনার বাড়ির কাউকে জানাতে চাইনি যে আমি অনীশ দত্ত ফোন করছি। খুব জরুরি দরকার।'

'কি ব্যাপার?'

'আপনি আজ আট হাজার টাকা দিতে পারবেন?'

'কেন? ওটা তো ইনস্টলমেণ্টে—।'

'কোম্পানি পঞ্চাশ হাজার একসঙ্গে নিয়ে নেবে। শুনুন, আপনি আপনার সেই কলমটা নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কোয়ালিটির সামনে চলে আসুন। নতুন ফর্মে লিখতে হয়েছে।' লাইনটা কেটে দিল অনীশ।

আজ ট্রাম বাস নয়। ট্যাক্সি নিল সে। টাকায় টাকা আসে। রোজগার করতে হলে কিছু খরচ করতে হয়। ট্যাক্সিতে বসে সে অনেকদিন বাদে শিস দিচ্ছিল।

কোয়ালিটির সামনে পৌঁছে সে দেখল অমিতাভ ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। তাকে দেখে সে উত্তেজিতভাবে ব্যাপারটা জানতে চাইল। অনীশ অল্প কথায় সব বুঝিয়ে বলল।

অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল, 'কাল রাত দুপুরে যেটা হয়নি তা আজ সকালে হল কি করে?'

'বলিদান দিতে হচ্ছে স্যার, বলিদান।'

'বলিদান মানে?'

'আমার বসের মেয়েকে বিয়ে করতে হচ্ছে এর জন্যে।'

'আপনার প্রেমিকা?'

'দূর! যমরাজও অমন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে না।'

'তাহলে? আপনি কেন বিয়ে করছেন?'

'আমি কি করছি? আমাকে ঘাড় ধরে করাচ্ছে। কাজটা তো সে-ই করিয়ে দিল?'

'সেকি? তা—তাহলে আমার ব্যাপারটা আপনার ভাবী স্ত্রী জানে?'

'না শুনে ছাড়বে এমন মাল নাকি সে?'

'খুব অন্যায় করেছেন আপনি তাকে কথাটা বলে। এসব ব্যাপারে তৃতীয়

পক্ষ রাখা উচিত নয়।'

'সে তো হক কথা। কিন্তু তা নাহলে কাজটা হত না। দিন কলমটা।'

অমিতাভ তাকে কলম দিল। ট্যাক্সিতে বসে একটু আড়াল করে সেই কলমে ও নমিনির জায়গায় নাম লিখল। লিখে কলম ফেরত দিল।

অমিতাভ ঝুঁকে পড়ল, 'আমার নাম এখন লেখেননি তো ? বাবা দেখে সই করবেন।'

'জানি। ভারত সেবাশ্রমের নাম লিখেছি।' ফর্মটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল অনীশ, 'চলি।'

'শুনুন। ওই ভদ্রমহিলার নাম কি ?'

'আজ্ঞে ?'

'আপনি যাকে বিয়ে করবেন তার নাম কি ?'

'চম্পাকলি।'

'আপনাকে বিয়ে করতেই হবে ?'

'না করে উপায় নেই। বললাম না ঘাড় ধরে করাবে।'

'আপনার ইচ্ছে নেই বলুন।'

'এক ফোঁটা নয়।'

'আমি যদি, মানে, এমন কিছু করি যাতে বিয়েটা না হয় ?'

'ওঃ, কি বলে যে ধন্যবাদ দেব আপনাকে।'

'ধরুন ভদ্রমহিলার একটা অ্যাকসিডেন্ট হল !'

'অসম্ভব। কদাচিৎ বাড়ি থেকে বের হয়। অবশ্য আমার সঙ্গে ফর্ম জমা দিতে কোম্পানিতে যাবে। সন্ধ্যেবেলায় সিদ্ধি খায় তো !'

'সিদ্ধি খায় ?'

'আর বলছি কি ! যারা ডেইলি সিদ্ধি খায় তাদের জান খুব কড়া হয়ে যায়।'

'যাওয়াচ্ছি। আজ আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করছে, কাল আমাকে করবে। একবার মাথা তুলতে দিলে আর রক্ষে নেই। ঠিকানা কি ?'

'ঠিকানা নিয়ে লাভ নেই। কাল সকাল দশটায় আমার সঙ্গে ওকে বীমা অফিসে যেতে দেখবেন। দেখেই বুঝতে পারবেন, অসুবিধে হবে না।'

অমিতাভ মাথা নাড়ল। সে জানাল রাত দশটায় বাকি আট হাজার নিয়ে অনীশের বাড়িতে যাবে। ট্যাক্সি চললে মেজাজটা বেশ ফুরফুরে হয়ে গেল অনীশের। লোভ মানুষকে খুব ভীতু করে। অমিতাভ ভয় পেয়েছে। তাই প্রয়োজন বুঝলে চম্পাকলিকে সরিয়ে দিতে দেরি করবে না। আহা, তেমন হলে তারই তো লাভ। পরক্ষণেই মনে হল, এর পরে একমাত্র সাক্ষী হিসেবে অমিতাভ তার মুখও বন্ধ করতে পারে। হাড়ে হিম লাগল যেন। কিন্তু অমিতাভ কি এত বোকা ? যতক্ষণ বীমা কোম্পানি থেকে টাকাটা না পাচ্ছে ততক্ষণ তার ক্ষতি নিশ্চয়ই করবে না।

বাইরের ঘরেই বসেছিলেন আদিনাথবাবু। অনীশকে দেখে গম্ভীর মুখে

বসতে বললেন। গতরাত্রে ট্যাক্সিতে চিত্রলেখা সেনের সঙ্গে শহরে ফিরেছেন তিনি, এই ঘটনার একমাত্র সাক্ষীর সামনে একটুও বেচাল হলেন না। যেন গতরাত্রে কিছুই দেখেনি এমন ভঙ্গিতে অনীশ বলল, 'একটু সুখবর আছে স্যার।'

আদিনাথ কিছু না বলে তাকিয়ে রইলেন।

অনীশ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'দশ লাখ করে নয়, কোম্পানি আপনার পুরো টাকার প্রপোজাল একসঙ্গে অ্যাকসেপ্ট করছে।'

'সেকি ? এটা কি করে সম্ভব হল।'

'চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই স্যার।'

'গতরাত্রেও তো একথা শুনিনি।'

'না হওয়া অবধি বলব না ভেবেছিলাম। শুধু আপনার লাস্ট ইনকামট্যাক্স সার্টিফিকেট লাগবে। সেই সঙ্গে হেলথ সার্টিফিকেট !'

'দিয়ে দিচ্ছি।'

অনীশ ব্যাগ খুলল, 'আপনি তো ইয়ার্লি প্রিমিয়াম দেবেন।'

'হ্যাঁ।'

'এখানে লেখা আছে অ্যামাউন্টটা।' একটা কাগজ এগিয়ে দিল সে। আদিনাথ দেখে চোখ কোঁচকালেন। অনীশ সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'আপনার বয়স একটা ফ্যাক্টর, তার ওপর পিরিয়ড্ও কম, তাই প্রিমিয়াম বেশি পড়ে যাচ্ছে। ও হ্যাঁ, আপনার বার্থ সার্টিফিকেট চাই এই সঙ্গে। চেক যে নামে লিখবেন তা ওই কাগজে লেখা আছে।'

'দশ বছর বেঁচে থাকলে যা পাব তার থেকে প্রিমিয়াম বেশি দেব দেখছি।'

'তা স্যার রিস্কটার কথা ভাবুন। একবছর পর আপনি চলে গেলে—?'

'চুপ কর।' উঠে দাঁড়ালেন আদিনাথ, 'আগের ফর্মগুলো দেখি।'

অনীশ ব্যাগ থেকে দশখানা ফর্ম বের করে দিল। নিজের হাতের লেখা যেগুলোতে সেইগুলো আগে দেখে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন ভদ্রলোক। তারপর ভারত সেবাশ্রমকে নমিনি করা ফর্ম অনীশকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এগুলো নষ্ট করে ফেল।'

ফর্ম পাঁচটা হাতে নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল অনীশ। হাতের ছেঁড়া টুকরো-গুলো পাঞ্জাবির পকেটে নিয়ে আদিনাথ ভেতরে চলে গেলেন। অনীশ এখন ঘরে একা। হঠাৎ তার চোখ পর্দার নিচে যেতেই সে শাড়ির অংশ দেখতে পেল। মুখ তুলতেই অমিতাভর স্ত্রীর সঙ্গে চোখাচোখি। ভদ্রমহিলা ইশারায় কাছে ডাকছেন। সে চট করে উঠে এগিয়ে গেল। চাপা গলায় ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, আমার স্বামী যেন কোন বিপদে না জড়িয়ে পড়েন তা একটু দেখবেন।'

'না না বিপদ হবে কেন ?'

'ওর লোভ বড় বেশি, প্লিজ।' ভদ্রমহিলা চট করে পর্দার আড়াল ছেড়ে ভেতরে চলে গেলেন। অনীশ ধীরে ধীরে চেয়ারের কাছে ফিরে এল। তাহলে অমিতাভর পরিকল্পনা এই ভদ্রমহিলা আঁচ করেছেন। কেউ যদি নিজেকে বুদ্ধি-

মান মনে করে তাহলে তাকে কে ভুলটা বোঝাতে পারে।

আদিনাথবাবু ফিরে এলেন। চেয়ারে বসে বললেন, 'দেখি ফর্মটা।'

অনীশ ব্যাগ থেকে ফর্মটা বের করে এগিয়ে দিল। নমিনির জায়গায় চিত্রলেখা সেনের নামটা দেখে একটু হাসলেন। পরক্ষণেই গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন, 'আর কেউ এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানে না।'

'না। সবাইকে বলেছি ভারত সেবাশ্রমকে নমিনি করছেন।'

'আগ বাড়িয়ে বলার দরকারটা কি?'

চুপ করে রইল অনীশ। আজ অমিতাভকেও সে মিথ্যে কথা বলেছে এটা আর আগ বাড়িয়ে এখন বলল না। সই করা চেক, বয়স, স্বাস্থ্য এবং রোজগারের সার্টিফিকেট এগিয়ে দিয়ে ফর্মে সই করলেন আদিনাথ মল্লিক। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'কেউ যেন জানতে না পারে। এমনকি নমিনিও নয়।'

'ওঁকে আমি বলব কি করে?'

'আমি জানি না। এই কাজটা করে তুমি কত কমিশন পাবে?'

'তা পাব কিছু।'

'কিছু মানে? সে তো অনেক টাকা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মুখ বন্ধ থাকে যেন। কবে জমা দেবে? আজ?'

'আজ না স্যার। আজকের দিনটা ভাল নয়। কাল সকালে জমা দেব।'

'দেরি করছ কেন? ধর, আজই যদি আমার অ্যাকসিডেন্টটা হয়ে যায়।'

'তাহলে আজ আপনি বাড়ি থেকে বেরুবেন না স্যার। আজ কেন, দিন দশেক বাড়িতেই থাকুন। প্রপোজাল অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেলে—!'

'ওঠ। আমাকে দশটায় বেরুতেই হবে।' আদিনাথ নিজেই উঠে দাঁড়ালেন।

যেন স্কি করছে এমন ভঙ্গিতে বড় রাস্তায় চলে এল অনীশ। এখন তার হাতের মুঠোয় পৃথিবী। আর কোন কাজ না করে দশ বছর বসে থাকলেও কমিশনের টাকায় নিশ্চিন্তে চলে যাবে তার জীবন। আর অমিতাভ যদি দশ লক্ষ দেয়—। না, হঠাৎ নিজের মন শক্ত করল সে। কোনরকম জুয়োচুরি নয়। দশ লক্ষ একবারে দরকার নেই। বছর বছর যে প্রিমিয়াম জমা পড়বে তার কমিশনই তো অনেক টাকা, তার স্বপ্নের বাইরে। কিন্তু তখনই মনে হল যদি একবছর বাদেই আদিনাথ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান তাহলে? প্রিমিয়াম জমা পড়বে না, চিত্রলেখা সেন সব টাকা পেয়ে যাবেন এবং সে কাঁচকলা চুষবে। ভদ্রলোক যেরকম অ্যাক্সিডেন্টের আতঙ্কে ভুগছেন তাতে এমনটা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা না করে হাতে গরম যা পাওয়া যায় তাই নেওয়াই ভাল। এবার তার মাথায় দ্বিতীয় চিন্তা এল। যদি কোনমতে চিত্রলেখা সেনের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায় এবং এই বীমার ব্যাপারটা জানিয়ে একটা কিছু প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে আর জুয়োচুরি করার দরকার হয় না। কিন্তু চিত্রলেখা কোথায় থাকেন?-মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল অনীশ। তার মন

খুব অশান্ত।

এইসময় সে আদিনাথের গাড়িকে গলি থেকে বেরুতে দেখল। সামনে ড্রাইভার বসে। কি মনে হতে সে ছুটে গিয়ে একটা খালি ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলা যায় না যে সে কাউকে অনুসরণ করছে। সোজা চলুন, বাঁদিকে ঘুরুন বলে সে আদিনাথের গাড়ির পেছনে যাচ্ছিল। ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের মোড়ে পোঁছে আদিনাথের গাড়ি থামতেই তিনি নেমে পড়লেন। গাড়িটা এক-পাশে পার্ক করল। ভাড়া মিটিয়ে অনীশ দেখল আদিনাথ রাজা বসন্ত রায় রোডে ঢুকছেন পায়ে হেঁটে! অর্থাৎ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে গাড়ি নিয়ে যাবেন না। অনীশ নিঃসন্দেহ হল, চিত্রলেখার বাড়িতেই যাচ্ছেন ভদ্রলোক। খানিকটা এগিয়ে ডান হাতে ঘুরে একটা তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে গেলেন আদিনাথ। বাড়িটা থেকে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখে নিল অনীশ। চিত্রলেখা নিশ্চয়ই এই বাড়িতে থাকেন। সে এগিয়ে গিয়ে গেটের ভেতরে টাঙানো লেটার বক্সের নাম পড়তে লাগল। দোতলার একটা ফ্ল্যাটে মিস্টার বিশ্বনাথ সেন থাকেন। চিত্রলেখা বিশ্বনাথের কে হন? অনীশ সরে এল।

প্রপোজাল আজই জমা দেওয়া যেত কিন্তু একদিন সময় নিল অনীশ। জমা দিলে তো সব চুকেই যাবে। কিন্তু তার আগে কিছু রোজগার করে নেওয়া দরকার। আদিনাথবাবুকে ঘিরে এতগুলো মানুষের লোভের জিভ যখন লকলক করছে তখন সে কেন সাধু হয়ে বসে থাকবে। রাত দশটায় অমিতাভর কাছ থেকে আট হাজার পাওয়া যাবে। তার আগে চিত্রলেখা সেনের সঙ্গে দেখা করে একটা টোপ ফেলতে হবে। আর গৌরী মল্লিক, যোধপুর পার্কের মুখে দাঁড়িয়ে। ঘড়ি দেখল সে, দুটো বাজতে দশ মিনিট, গৌরী মল্লিক কি বলে সেটাও দেখা দরকার।

গৌরী মল্লিকের দেওয়া কার্ডের ঠিকানা মিলিয়ে সে একটা চারতলা বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটের দরজায় হাজির হল। দরজার গায়ে লেখা আছে 'লেডিস ওনলি।' গৌরী মল্লিকের কার্ডেও ঠিকানার ওপরে ওই শব্দদুটো রয়েছে। সে বেল টিপল। এখনও তিনটে মিনিট বাকি দুটো বাজতে। ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। ফ্ল্যাট বাড়িটা খুব নির্জন। কোন মানুষকে সে ওঠার সময় দেখতে পায়নি। সবকটা ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। লেডিস ওনলি কি কোন সংস্থা?

এক মিনিট পর পর বেল বাজাবার পর তিনবারের বার দরজা খুলল একটি নেপালি মেয়ে। অনীশ তাকে গৌরীর দেওয়া কার্ডটাই বাড়িয়ে দিল। মেয়েটি চলে গেল। ভেতর থেকে বাজনা ভেসে আসছে। মহিলাদের গলার স্বর পাওয়া যাচ্ছে। গৌরী তার সঙ্গে মেয়েদের ক্লাবে দেখা করতে চাইল কেন? অস্বস্তি হল অনীশের।

একটু বাদে নেপালি মেয়েটি ফিরে এল, 'কাম ইন প্লিজ।'

ভেতরে ঢুকল অনীশ। গোটা ছয়েক মেয়ে একটা হলঘরে নাচ অভ্যাস

করছে। ওকে দেখেও থামল না তারা। নেপালি মেয়েটি ঘরটা পেরিয়ে একটা প্যাসেজের শেষে এসে বন্ধ দরজা দেখিয়ে বলল, 'প্লীইজ দেয়ার।' অনীশ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। একটা অফিসঘর। কিন্তু ঘরে কেউ নেই। এখানে হল-ঘরের বাজনা আসছে না। অর্থাৎ শব্দ নিয়ন্ত্রিত। বোঝাই যাচ্ছে এটি একটা নাচের স্কুল আর এইখানে গৌরী মল্লিকের অফিস।

'আপনি তিন মিনিট আগে পৌঁছেছেন।'

পেছনের দেওয়ালটার একটা অংশ দরজা হয়ে সরে গেল এবং সেখানে গৌরী মল্লিক দাঁড়িয়ে হাসলেন, 'এস, এখানে বসে কথা বলা যাক।'

অনীশের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ। কী দারুণ দেখাচ্ছে গৌরীকে। লাল টকটকে ভেলভেটের গাউন পরেছে গৌরী, যার কোন হাতা নেই। দুপাশ থেকে স্ট্র্যাপ উঠে কাঁধটাকে পেঁচিয়ে ধরে শরীরে ঝুলে রয়েছে। শাঁখের মত ধবধবে দুটো পেলব হাত কাঁধ পর্যন্ত উন্মুক্ত। গাউন অবশ্য নেমে গিয়েছে পায়ের পাতা পর্যন্ত। অনীশ কোনক্রমে পা বাড়াল। আর তখনই গৌরী পেছন ফিরলেন ঘরে ঢোকার জন্যে। প্রায় সমস্ত কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেল অনীশের। গৌরীর টানটান পিঠে কোন আড়াল নেই।

কার্পেটে মোড়া ভেতরের ঘরে তখন টিভি চলছিল। একটা বড় পুকুরে শ-খানেক হিংস্র কুমির। পুকুরের মাঝখানে ছোট্ট বাঁধানো চাতালে নায়ক দাঁড়িয়ে। কুমিরগুলো তাকে খাওয়ার জন্যে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। পালাবার পথ নেই, নিরুপায় নায়ক লাফিয়ে কুমিরের পিঠে পা ফেলে ডাঙ্গায় উঠে এল। গৌরী মল্লিক বললেন, 'ফ্যান্টাস্টিক। বসুন। কি খাবেন বলুন, ঠাণ্ডা না গরম?'

কোনরকমে কথা বলল অনীশ, 'না, কিছু না।' সে ডিভানের পাশের সোফায় বসল।

গৌরী মল্লিক ডিভানে এলিয়ে পড়লেন, 'এইটে আমার নাচের স্কুল, কেমন লাগছে?'

'ভাল, খুব ভাল।'

'বাবা তাহলে একসঙ্গে পঞ্চাশ লাখের ইন্সুরেন্স করাচ্ছেন? চেক দিয়ে গেছেন আজ, তাই?'

'হ্যাঁ। হয়ে গেল।' অনীশ যোগ করল, 'আপনাকে উনি বলেছেন?'

'জেনেছি। আমার জানার ব্যবস্থা আছে।' হাত বাড়ালেন গৌরী, 'দেখি চেকটা।'

অনীশ গুটিয়ে গেল, 'কেন?'

'আরে, আপনার সঙ্গে তো কথাই আছে, চেকে গোলমাল করে দেব যাতে ক্যাশ না হয়।'

'আশ্চর্য! এতে কি লাভ হবে? চেক বাউন্স হলে উনি আবার নতুন চেক দেবেন।'

'তাতে তো সময় লাগবে।'

'কদ্দিন ? বড়জোর দিন পনের।'

'তাই বা কম কি!' গৌরী হাসলেন, 'বাবা যেরকম অ্যাকসিডেন্টের ভয় পাচ্ছেন তাতে পনের দিনের মধ্যেই একটা কিছু হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।' গৌরী উপুড় হলেন। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়েও মেরুদণ্ডে বরফের স্পর্শ পেল যেন অনীশ। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'তার চেয়ে অন্য একটা ব্যবস্থা করা যায় না ?'

'কি ব্যবস্থা ?'

অনীশ ব্যাগ থেকে ভারত সেবাশ্রমকে নমিনি করা ফর্মগুলোর একটা বের করল। তারপর দেশলাই জেবলে অমিতাভর কলমে লেখা অক্ষরগুলোর ওপর ধরল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লেখাগুলো মিলিয়ে গেলে সে ফর্মটা এগিয়ে দিল গৌরী মল্লিকের সামনে, 'এখানে আপনার নাম লিখে দিলেই তো হয়।'

গৌরী ফর্মটা তুলে নিল। অদ্ভুত হাসি ফুটল তার ঠোঁটের কোণে, 'এ তো মাত্র দশ লক্ষ। নো। আমি যখন চাই তখন পুরোপুরি চাই। এরকম কটা ফর্ম আছে আপনার কাছে ?'

'পাঁচ, না, চারটে।'

'পাঁচটা থাকার কথা। বাবা পাঁচটা ফর্মেই সই করেছিল।'

'একটায় কালি পড়ে গেছে।'

'আচ্ছা, অনীশবাবু, এই যে আপনি আমার এত উপকার করছেন, এর বদলে কি পেলে খুশি হন ?'

'আমি, আমি আবার কী চাইব ?'

গৌরী মল্লিক উঠে দাঁড়ালেন। তিন পা এগিয়ে সামান্য ঝুঁকে অনীশের দুটো কাঁধে হাত রাখলেন, 'কিছুই চাওয়ার নেই ? আমার চোখে চোখ রেখে বলুন তো! উম্! প্লিজ। তুমি যদি আমাকে পাও, সারাজীবনের জন্যে, আমি, আমার টাকা, তুমি খুশি হবে না ?'

অনীশ যেন গলে গলে যাচ্ছিল। আর তখনই দরজাটা শব্দ করে খুলে গেল। ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল গৌরী মল্লিক। অনীশ দেখল দরজায় একটা শক্ত-সমর্থ লোক দাঁড়িয়ে। দাঁতে দাঁত চেপে লোকটা বলল, 'ইউ বিচ! প্রেম করা হচ্ছে ? প্রেম ?'

'শাট আপ।' চিৎকার করে উঠলেন গৌরী, 'আমার ফ্ল্যাটে এসে চোখ রাঙাবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ছুটে এসে অনীশের কলার ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ওকে তুলে ধরল। অনীশ কিছু বলার আগেই তার পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে পড়তেই সে ছিটকে গেল ডিভানের ওপর। গৌরী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও, ববি, প্লিজ, ও আমার সঙ্গে প্রেম করছে না।'

যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল অনীশের, সেই অবস্থায় সে শুনল গৌরী বলছেন, 'ও একটা অর্ডিনারী ইন্সুওরেন্স এজেন্ট, ও কি প্রেম করবে আমার সঙ্গে ?'

'দেন, হোয়াই হি ইজ হিয়ার। ইন্সওরেন্স এজেন্ট? ওর কি দরকার এখানে? টেল মি!'

'না, আমি বলব না।'

'তোমাকে বলতে হবে।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না! ডোন্ট টাচ্ মি।' গৌরী চিৎকার করলেন। অনীশ ডিভানে শায়িত অবস্থায় কোনরকমে মুখ ঘুরিয়ে দেখল লোকটা গৌরীর চুলের মুঠো ধরে কাছে টেনে নিয়ে এল, 'ইউ ব্লাডি হোর, তুমি আমাকে ডিচ করেছ—।' লোকটা গর্জে উঠল।

'নো নেভার। আমি কখনও করিনি। তুমি আমার নাচের স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে যা ইচ্ছে করেছ, আমি চুপ করে ছিলাম।' গৌরী আর্তনাদ করে উঠলেন।

হঠাৎ লোকটা গৌরীকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারতেই তাঁর শরীর দেওয়ালে ছিটকে পড়ল। মাথাটা দেওয়ালে লাগায় ঠক্ করে শব্দ হল এবং গৌরীর গলা থেকে কঁক্ করে আওয়াজ বেরুল। অনীশ দেখল গৌরীর শরীরটা কাটা ডালের মত কার্পেটের ওপর লুটিয়ে পড়ল। লোকটা একটু থিতিয়ে গেল। তারপর দৌড়ে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এখন এই ঘরে টিভির আওয়াজ। জেমস বন্ড ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে তার প্রেমিকার থাই-এ বাঁধা ছোট্ট রিভলভার বের করে তার কানের কাছে ধরেছে। অনীশের চোখ সেখান থেকে গৌরীর ওপর চলে আসতেই সে কোন-ক্রমে উঠে দাঁড়াল। গৌরী কি মরে গিয়েছেন? অত সুন্দর পেলব চেহারার মেয়ে গৌরী নড়ছেন না কেন? কাছে এগিয়ে দেখার সাহস হল না। চট করে নিজের ব্যাগটা তুলে সে দরজার দিকে এগোতে লাগল।

অফিসঘরে কেউ নেই। অনীশ নিঃশ্বাস নিল। সন্তর্পণে হলঘরের দরজা ঠেলে দেখল তুমুল নাচ চলছে। সেই নেপালি মেয়েটি তাকে দেখে হাসল। অনীশ দ্রুত হলঘর পেরিয়ে বাইরের দরজা ঠেলে সিঁড়িতে পা রাখল। হঠাৎ একটা আতঙ্ক তাকে ঘিরে ধরেছিল। যদি গৌরী মারা গিয়ে থাকেন তাহলে কি হবে? সে যে এই বাড়িতে এসেছিল তা তো অনেকেই দেখেছে। খুনী লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর সে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে এবং কাউকে কিছু বলেনি। তাই অপরাধটা তো তার ঘাড়েই পড়বে। দৌড়ে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল সে।

রাস্তায় নেমে সে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। কেউ ছুটে আসছে না। অর্থাৎ গৌরীর অবস্থা এখনও ওরা জানতে পারেনি। সে একটা ট্যাক্সি নিল। ঘটনাস্থল থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে সরে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। না, এখান-কার কেউ তাকে চিনতে পারবে না। নেপালি মেয়েটা তো তার নাম পর্যন্ত জানে না। একমাত্র খুনী তাকে ইন্সুওরেন্স এজেন্ট হিসেবে জেনেছে। কিন্তু কথাটা প্রকাশ করে সে নিশ্চয়ই নিজের বিপদ ডেকে আনবে না। হঠাৎ তার খেয়াল হল ডিভানের ওপর ভারত সেবাশ্রমকে নমিনি করা ফর্মগুলো পড়ে আছে। গৌরী দেখতে চেয়েছিলেন বলে সেগুলো বের করেছিল সে, আসার সময় তুলে নেবার কথা খেয়াল হয়নি। পুলিস ওগুলো পেলে দশ মিনিট লাগবে

তাকে খুঁজে বের করতে। সে অস্বীকার করলেও পুলিসের কাছে নেপালি মেয়েটা সত্যি কথাই বলবে। হাড়ে কাঁপুনি লাগল তার। সে কি করবে ? লোভ, বড় লোভ তার। নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করছিল। না, এই ঝুঁকি নিতেই হবে। হয়ত এখনও নেপালি মেয়েটা ভেতরের ঘরে যায়নি, নাচের মহড়া এখনও চলছে। ফর্মগুলোকে নিয়ে আসার সুযোগ হয়ত আছে। ট্যাক্সি ঘোরাতে বলল অনীশ।

তিনবার বেল বাজাবার পর দরজা খুলল সেই নেপালি মেয়েটি। অনীশকে দেখতে পেয়ে সে হাসল। বুকের ভেতর কলজেটা এতক্ষণ লাফাচ্ছিল, হাসি দেখে একটু স্থির হল। যাক, এখনও ওরা গৌরীর ঘরে ঢোকেনি ! অনীশ হাসার চেষ্টা করল, 'গৌরীর ঘরে একটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলাম—মানে—।'

নেপালি মেয়েটি বলল, 'কাম ইন প্লিজ।'

অনীশ ভেতরে ঢুকতেই সে হাত বাড়িয়ে অফিসরুম দেখিয়ে দিল। মেয়েরা এখনও নাচছে। বাজনা বাজছে টেপ রেকর্ডারে। অর্থাৎ বাইরের পৃথিবীটা এখনও যেমন ছিল তেমনই আছে। সে আড়ষ্ট পায়ে হলঘর পেরিয়ে অফিস-রুমের দরজা ঠেলল।

অফিসরুম আর ভেতরের মাঝখানের দেওয়াল-সরা দরজাটা এখনও খোলা। সে যেভাবে রেখে গিয়েছিল তারপর আর কোন পরিবর্তন হয়নি। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া যায় তত নিজের জন্যে ভাল। জড়তা কাটিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকতেই চোখ গেল গৌরীর দিকে। গৌরী নেই সেখানে।

অনীশ হতভম্ব। যেভাবে আঘাত খাওয়ার পর মেয়েটি পড়ে গিয়ে শব্দ করেছিল তাতে ওর বেঁচে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। অন্তত অনীশের দৃঢ় বিশ্বাস গৌরী মারা গিয়েছে। তাহলে ওর মৃতদেহ গেল কোথায় ? হঠাৎ কেমন শীত করতে লাগল তার। চুলোয় যাক গৌরী, অনীশ ফর্মগুলো নেবার জন্যে সোফার দিকে এগলো। সঙ্গে সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ড আবার নড়ে উঠল। ফর্মগুলো নেই। না সোফায় না ডিভানে। অনীশ ঝুঁকে মেঝেতে দেখল। কার্পেট-মোড়া মেঝেতে একটা কুটো পর্যন্ত পড়ে নেই।

অনীশের মনে হল তার শরীরের সব রক্ত নেমে এসেছে পায়ে। ভীষণ ভারি হয়ে উঠেছে সে-দুটো। ধপ করে বসে পড়ল ডিভানে। এই ঠাণ্ডা ঘরে বসেও তার কপালে ঘাম জমছিল। তাহলে কি সেই লোকটা, যার নাম ববি, ফিরে এসে-ছিল ? এসে গৌরীর দেহ সরিয়ে ফর্মগুলো নিয়ে গিয়েছে ? কিন্তু গৌরীর শরীর কোথায় সরাবে ? নিয়ে যেতে হলে বাইরের হলঘর দিয়ে সবার সামনে বের করতে হবে। সেটা যে করেনি তা বোঝাই যাচ্ছে। তাহলে কি—। ভেতরের দরজাটা দেখল অনীশ। ওটা নিশ্চয় টয়লেট। নির্ঘাত ওখানেই শরীরটাকে রেখে দিয়েছে। অনীশ সাহস পাচ্ছিল না উঠে টয়লেটের দরজা খুলে দেখতে। সে পকেট থেকে রুমাল বের করল।

ঠিক এই সময় অফিসঘরের দরজা খুলে গেল। একটি নারীকণ্ঠের ডাক ভেসে এল, 'গৌরী, খুব ব্যস্ত ?'

অনীশ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একটি চেনা নারী সেখানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কোথায় দেখেছে তা সে চট করে খেয়াল করতে পারল না। ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন। পরনে নীল শাড়ি, নীল হাতকাটা জামা, সুন্দর মেকআপ। অনীশকে দেখে একটু ঠোঁট মুচড়ে হাসলেন, 'আমি হয়ত ডিস্টার্ব করলাম। গৌরী কি টয়লেটে ?'

অনীশ কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না। ভদ্রমহিলা জবাবের জন্যে অপেক্ষাও করেননি। সোফায় বসেই তাঁর নজর গেল টিভির ওপর। জেমস বন্ডের ক্যাসেট কখন শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভি সি আর এবং টি ভি বন্ধ করা হয়নি। আলো কাঁপছে সেখানে। ভদ্রমহিলা বললেন, 'একি, টিভিটা বন্ধ করা হয়নি কেন ?' বলে উঠে গেলেন সেটাকে বন্ধ করতে। টিভি শব্দ কানে আসামাত্র অনীশ সচকিত হল। সে চটজলদি ভদ্রমহিলাকে দেখল। হ্যাঁ, কেন চেনা চেনা লাগছিল এবার বুঝতে পারছে সে। ইনি প্রিয়ংবদা মুখার্জি, টিভিতে অভিনয় করেন। প্রায় স্টার পর্যায়ে চলে গেছেন বাংলা সিরিয়ালের দৌলতে। কাজ কম থাকায় সন্ধ্যের পরে টিভির সামনে বসে থাকত অনীশ। বাংলা সিরিয়ালের নব্বুইভাগ খারাপ লাগত কিন্তু হিন্দি চমৎকার। তবু প্রিয়ংবদা মুখার্জির চেহারা কথা বলা তার পছন্দ হত। কাগজে ছাপা ইন্টারভিউতে ইনি বলেছেন, 'সিনেমা করার ইচ্ছে নেই, আমি টিভিতেই থাকতে চাই।'

সেই প্রিয়ংবদা এখন টিভি বন্ধ করে তার পাশে এসে বসেছেন। চমৎকার মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছে তাঁর শরীর থেকে। অনীশ সোজা হল। এসব কি ভাবছে সে। তার এখনই এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কয়েক মিনিটের মধ্যে এই ভদ্রমহিলা টয়লেটের দরজায় নক করবেন। তারপর যা ঘটবে—।

অনীশ উঠতে যাচ্ছিল, প্রিয়ংবদা বললেন, 'আপনি বসুন, আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। বি ইজি ! আপনাকে কিন্তু এর আগে এখানে দেখিনি।'

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, অনীশ কোনমতে বলল, 'আ-আমি আজই এলাম।'

'আচ্ছা। গৌরী আমার কলেজের বন্ধু। অনেকদিন এদিকে আসা হয় না। ওঁর সঙ্গে আপনার কাজ হয়ে গেছে ?' প্রিয়ংবদা ঘাড় কাত করলেন।

'হ্যাঁ, না মানে, ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।'

'না না। বসেছিলেন আচমকা চলে যাবেন কেন ? ও বেরিয়ে এলে কথা বলে যান। কি ছবি দেখছিলেন ?'

'ছবি ? ও, জেমস বণ্ডের ছবি চলছিল।'

'তাই ? আমার বাবা খুব ভাল লাগে। যতই আজগুবি হোক দেখার সময় বেশ টেনশন হয়। বাংলায় এরকম একটা ছবিও হল না। আপনি বাংলা সিরিয়াল দ্যাখেন ?'

'কম। কিন্তু আপনাকে আমি কয়েকটা সিরিয়ালে দেখেছি।'

'খারাপ লেগেছে ?'

'না, না। খুব ভাল।'

'ধন্যবাদ।'

'আমি উঠি।' অনীশ উঠে দাঁড়ানো মাত্র টয়লেটের দরজায় শব্দ হল। অনীশ চমকে সেদিকে তাকাতেই গৌরীকে দেখতে পেল। প্রিয়ংবদা চিৎকার করে ওর দিকে ছুটে গেলেন। গৌরীর মাথায় মুখে তখনও জলের ছাপ। কোনক্রমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। প্রিয়ংবদা তাকে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে তোর ? শরীর খারাপ ?'

মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ল গৌরী। প্রিয়ংবদা তাকে ধরে ধরে নিয়ে এনে ডিভানে শুইয়ে দিলেন। অনীশের মনে হল কয়েক মণ পাথর নেমে গেল মাথার ওপর থেকে। সে কি করবে বুঝতে পারছিল না।

মিনিটদুয়েক থাকার পর গৌরী জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এলি ?'

'এইমাত্র। এসে দেখি ইনি বসে আছেন। ও যে এত অসুস্থ তা আপনি আমাকে বলেননি তো?' সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন অনীশকে প্রিয়ংবদা মুখার্জি। অনীশ জবাব দিতে পারল না। গৌরী বলল, 'উনি চলে গিয়েছিলেন।'

একটু সামলে নিয়েছিল গৌরী। এবার ধীরে ধীরে উঠে বসল।

প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছিল ?'

'মার খেয়েছি।'

'মার ? সেকি ? তোকে কে মারল ?'

'নাম শুনতে তোর ভাল লাগবে না।'

'ববি ?' প্রিয়ংবদা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি মরে যেতে পারতাম। অকারণে মারল। ঘরে ঢুকে ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখে খেপে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই করল।'

'জন্তু। কেন এত প্রশ্রয় দিস। এত সাহস তোর গায়ে হাত তোলে ?'

'দেখছি তাই। এবার শিক্ষা দেবার সময় হয়েছে। গৌরী মল্লিকের গায়ে হাত তুলে কেউ নিস্তার পাবে না। প্রিয়া, আমি কি অলআউট যেতে পারি ?'

এক পলক থমকালো প্রিয়ংবদা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কি করবি ?'

'দেখি।'

'পুলিসের কাউকে বলবি ?'

'ভাবছি।'

'যা ইচ্ছে কর। আমার কোন আপত্তি নেই।'

'তোর সঙ্গে কথা বলে ?'

'আমি নিষেধ করেছি। তোমার মত তুমি থাক কিছু বলব না, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না। আমি তোকে অনেকবার সতর্ক করেছি গৌরী। ওকে বিয়ে করে আমি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলাম। তুইও সেইদিকে যাচ্ছিলি।'

অনীশ চুপচাপ শুনছিল। তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। একি সম্ভব ? সেই ববি লোকটা প্রিয়ংবদার স্বামী ? অথচ সে এসে যে বীরদর্পে গৌরীকে মেরে গেল তাতে মনে হয়েছিল গৌরী ওর প্রেমিকা! অদ্ভুত। তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার দুই বান্ধবীর মধ্যে এ নিয়ে কোন বিরোধ নেই। স্বামীর

প্রেমিকাকে কি করে সহ্য করছে প্রিয়ংবদা। বড়লোকদের ব্যাপার তার বোধগম্য নয়। উসখুস করল অনীশ। তারপর বলল, 'আচ্ছা, এখানে যে ফর্মগুলো ছিল সেগুলো কোথায় ?'

'ফর্ম ? কিসের ফর্ম ?' ক্লান্তগলায় জানতে চাইল গৌরী।

'আপনি দেখতে চেয়েছিলেন।'

'ও। সেগুলো তো ওখানেই পড়েছিল। ও এসে যা করল তারপর আমি আর কিছুই জানি না। জ্ঞান হলে মাথার যন্ত্রণা নিয়ে টয়লেটে গিয়েছিলাম। কোনদিকে তাকাবার মত শক্তি ছিল না আমার।'

'কিন্তু সেগুলো এখানে নেই।'

'আপনি কখন গিয়েছিলেন ? জ্ঞান ফেরার পর আপনাকে এখানে দেখিনি।'

'উনি বেরিয়ে যাওয়ার পরে।'

এবার প্রিয়ংবদা বলল, 'আপনি দেখলেন ও মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল আর কিছু করলেন না ? ওকে ওই অবস্থায় ফেলে চলে গেলেন ?'

অনীশ জবাব দিতে পারল না। প্রশ্নটা এখন ওঠা স্বাভাবিক কিন্তু যদি গৌরী মারা যেত তাহলে ? গৌরী বলল, 'উনি প্রথমবার এসেছেন, নার্ভাস হয়ে যেতেই পারেন। কিন্তু ববি কি আবার ফিরে এসেছিল ?'

অনীশ খুব নার্ভাস বোধ করল। গৌরী ডিভানের পাশে রাখা ইন্টারকামে সম্ভবত নেপালি মেয়েটাকেই জিজ্ঞাসা করল, 'আমি টয়লেটে ছিলাম। আমার ঘরে ববি আর এক ভদ্রলোক ছিলেন। ওরা দুজনেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর কি কেউ ফিরে এসেছিলেন ?'

উত্তরটা শোনা গেল, 'একজন একটু আগে ভেতরে গিয়েছেন। কিছু ফেলে গিয়েছেন বলছিলেন। ববিদাও ফিরে এসেই আবার চলে গিয়েছেন।'

সুইচ অফ করে গৌরী বলল, 'কিন্তু ফর্মগুলো নিয়ে ববি কি করবে ?'

প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের ফর্ম ?'

'ইন্সুওরেন্সের।'

'মাই গড্। তুমি ওসবে ঝুঁকলে হঠাৎ ?'

'আমি নই। অনীশবাবু, আমি নিশ্চিত, ববি ওগুলো নিয়ে গেছে।'

'কি করা যাবে ?' অনীশ চিন্তিত হল। এমনিতে ওই ফর্মগুলোর এখন কোন মূল্য নেই। একটাতে অবশ্য নমিনির জায়গায় আগুন ছোঁয়ানোয় ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রিমিয়াম দিতে গেলে মোটা টাকা বের করতে হবে। তাছাড়া দিতে যাবেই বা কেন ? কিন্তু সমস্যাটা অন্যত্র। কোন এজেন্টের কাছ থেকে সই করা ফর্ম চুরি যাওয়া উচিত নয়। এতে দুর্নাম বাড়ে। আদিনাথ মল্লিক জানতে পারলে রক্ষা থাকবে না। ফর্মগুলো তাই ফেরত পাওয়া উচিত।

গৌরী বলল, 'আপনি ববির সঙ্গে দেখা করুন। ফেরত চান।'

'উনি আমাকে পাত্তা দেবেন কেন ?'

'দেবেন। আমরা আপনাকে সাহায্য করব।'

অনীশ খুব ঘাবড়ে গেল। সাহায্য করবে মানে ?

গৌরী এবার প্রিয়ংবদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকি দুপুরে বাড়ি থাকে ?'

'জানি না। জানার দরকারও নেই।'

'কিন্তু এটা জানা দরকার।'

'মাঝে মাঝে দেখেছি। বসে বসে ভদকা খায়। তারপর ঘুমোয়।'

'ঠিক আছে। আপনি দুপুর দুটো নাগাদ ওর বাড়িতে চলে যাবেন। সেই-সময় নেশা করে থাকবে মনে হয়। চাপ দিয়ে আদায় করে নেবেন।'

'কি চাপ দেব ?'

'বলবেন, বলবেন ও আমাকে মেরেছিল তার সাক্ষী আপনি।'

'তাতে উনি ভয় পাবেন কেন ?'

'পাবেন। কারণ আপনি দেখেছেন আমি মারা গিয়েছি।'

'কিন্তু আপনি তো মারা যাননি।'

'ঠিক। কিন্তু কথাটা আপনি বলবেন। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম সেটা-ববি জানে। তাই বিশ্বাস করবে আপনার কথা। আর প্রিয়ংবদা, তুই তখন ফিরবি। তুইও ববিকে শাসাবি। বলবি ব্যাপারটা সত্যি।'

'তাহলে বলতে হবে আমি এখানে এসেছিলাম।' প্রিয়ংবদা বললেন।

'না। বলবি তুই আমাকে ফোন করে জেনেছিস যে খুন হয়েছি।'

প্রিয়ংবদা মাথা নাড়লেন, 'এতে ওর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।'

'সেটা আমি বুঝব।' চোখ বন্ধ করল গৌরী।

অনীশ বলল, 'এবার আমি উঠি।'

'না ! বসুন। কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

প্রিয়ংবদা বলল, 'তোর সঙ্গে আমারও কথা ছিল।'

'বল।'

প্রিয়ংবদা অনীশের দিকে তাকাল। সেটা দেখে গৌরী জিজ্ঞাসা করল, 'খুব ব্যক্তিগত কিছু ? তেমন না হলে তুই ওঁর সামনে বলতে পারিস। উনি অনীশ-বাবু, বাবার টাকা পয়সার ব্যাপারটা দেখছেন। আর ও আমার বন্ধু প্রিয়ংবদা, চিনতে পারছেন ?'

'হ্যাঁ।' অনীশ ছোট্ট করে বলল। গৌরী যে তাকে একটু সম্মান দিল বুঝে ভাল লাগল তার। গৌরীকে এখন অনেক স্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

'অর্জুন বক্সীকে তুই চিনিস ?'

'না।'

'সরকারি কর্তা। দিল্লির মান্ডি হাউসে আছে।'

'মান্ডি হাউস !'

'হ্যাঁ, দিল্লিতে দূরদর্শনের হেডকোয়ার্টার। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে।'

'হ্যান্ডসাম নাকি ?' গৌরী হাসল।

'দূর ! বছরখানেকের মধ্যে রিটায়ার করবে। ওর হাত আছে টিভি সিরিয়ালের অ্যাপ্রুভাল বের করার। লাখখানেক টাকা খরচ করতে হবে।'

'বাবা ! তারপর।'

'তেরটা এপিসোড। অন্তত তিনলাখ করে পাওয়া যাবে পার এপিসোড। টেনেটুনে খরচ করলে উনিশ কুড়ি লাখ প্রফিট।'

'এত ?'

'হ্যাঁ। আমি একটা স্ক্রিপ্ট জমা দিয়েছিলাম। নায়িকা-প্রধান গল্প। করতে পারলে দারুণ নাম হবে। সেইসঙ্গে টাকাও। নেটওয়ার্ক বলে কথা।'

'তুই হিন্দি বলতে পারবি ?'

'বাঃ, আমি এলাহাবাদের স্কুলে পড়েছি না।'

'তা আমাকে কি করতে হবে ?'

'তুই আমার পার্টনার হ। এরকম সুযোগ কেউ পায় না। এখন এক লাখ, প্রথম চারটে এপিসোডের জন্যে লাখছয়েক, ধর সবসমেত সাতলাখ খরচ করতে পারলেই কেল্লা ফতে।' প্রিয়ংবদার চোখ চক চক করতে লাগল।

হাসল গৌরী, 'এত টাকা আমি কোথায় পাব ?'

'তোর বাবাকে বল। তুই নাহয় সিক্সটি পার্সেন্ট অফ প্রফিট নিস।'

'বাবা রাজি হবে না। এখন মোটা টাকার ইন্সুওরেন্স করাচ্ছে বাবা। পঞ্চাশ লাখ।'

'সেকি ? অত টাকা ?'

'হুঁ। বাবার ধারণা যে কোনদিন অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যেতে পারে।'

'তুই নিশ্চয়ই নমিনি ?'

'না। ভারত সেবাশ্রম।'

'সেকি ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল প্রিয়ংবদা।

'বাবার ইচ্ছে। যদি তিনি এটা করে শান্তি পান করুন।'

'কি আশ্চর্য ! অতগুলো টাকা চলে যাবে তুই প্রতিবাদ করবি না ?'

'বাবার টাকা তিনি যেভাবে খুশি খরচ করতে পারেন।'

'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। আপনি ওঁকে বোঝাতে পারছেন না ?'

প্রশ্নটা অনীশকে। সে ঢোঁক গিলল, 'আমি ?'

গৌরী হাসল, 'বাবা ইন্সুওরেন্স করলে ওঁর লাভ। মোটা কমিশন পাবেন।'

'তাই বলুন। আপনি এজেন্ট ?' প্রিয়ংবদা যেন এতক্ষণে বুঝতে পারল।

গৌরী বলল, 'কিন্তু মানুষটি ভাল।'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার প্রপোজালটার কি করবি ?'

'তুই ববিকে বলেছিস ?'

'মাথা খারাপ। বললাম না আমাদের মধ্যে টকিং টার্মস নেই।'

'আমাকে একটু ভাবার সময় দে।'

'কতদিন ?'

'ধর, দিন পনের।'

'ঠিক আছে। আমি তোর ওপর খুব ভরসা করে থাকব গৌরী।'

জবাবে গৌরী শুধুই হাসল। প্রিয়ংবদা উঠে দাঁড়াল, 'আমি চলি।'

'আয়। সোজা বাড়ি চলে যা। অনীশ গেলে নাটকটা করবি।'

মাথা নেড়ে প্রিয়ংবদা চলে গেল। এবার গৌরী তাকাল অনীশের দিকে, 'কেমন দেখলেন আমার বান্ধবীকে? টিভি স্টার।'

'ভালই।'

'আমার চেয়ে ভাল?'

অনীশের জিভে কথা এল, 'দুজনে দুরকম।'

'গুড। মন রেখে কথা বলতে জানেন। শুনুন, চেকটা দিন। বাবার চেকটা।'

'কিন্তু—।'

'কোন কিন্তু নয়। টাকা আমার দরকার। দেখলেন তো বান্ধবীকে সাতলাখ দিতে হবে। নিজের কানেই শুনলেন।'

'কিন্তু যদি মিস্টার মল্লিকের অ্যাকসিডেন্ট হয়, উনি যদি মারা যান—।'

'আমি কোন যদিতে বিশ্বাস করি না মশাই।' গৌরী উঠে দাঁড়াল।

অনীশ ভেবে পাচ্ছিল না তার কি করা উচিত। যখনই সে কোন সমস্যায় পড়ে তখনই তার এমনটা হয়। মিস্টার মল্লিকের চেক কিছুতেই সে বের করবে না। চেক নষ্ট হয়ে গেলে তারই ক্ষতি সবচেয়ে বেশি। প্রথম প্রিমিয়াম বাবদ কোন কমিশন সে পাবে না। দ্বিতীয়ত মিস্টার মল্লিক নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবেন এবং থাকলে দোষটা তার ওপরেই পড়বে এবং কেসটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। সে গৌরী মল্লিকের দিকে তাকাল। যা হয় হোক স্পষ্ট কথা বলাই ভাল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার সঙ্গে যদি আমি সহযোগিতা করি তাহলে আমার কি লাভ?'

'দাদা আপনাকে যা দিতে চাইছে তার থেকে বেশি পাবেন।'

'এ তো কথার কথা। চেক নষ্ট করার পর মিস্টার মল্লিক মারা গেলে আপনি আমাকে থোড়াই পাত্তা দেবেন।' অনীশ তার হারানো নার্ভ ফিরে পাচ্ছিল।

'কি করলে আপনি বিশ্বাস করবেন?'

'টাকাটা আগে দিতে হবে।'

'কত টাকা?'

অনীশের গলা কাঁপল, 'দশ লক্ষ।'

হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠল গৌরী। তার হাসি কিছুতেই যেন থামতে চায় না। অনীশ চুপচাপ চেয়ে রইল। হাসি থামিয়ে গৌরী বলল, 'এখন আমার কাছে দু-হাজার আছে। দশ লক্ষ কোথায় পাব?'

'তাহলে সম্ভব নয়।'

'বোকামি করবেন না। দাদা আপনাকে কত দিয়েছে?'

'সেটা বলতে পারব না।'

'আমার কাছে টাকা নিয়ে যদি আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন?'

'আপনার সামনেই তো চেকের সই অন্যরকম করে দেওয়া হবে।'

'কবে জমা দেবেন চেক?'

'আজকেই ইচ্ছে ছিল, হবে না। আমার সিনিয়ারকে সন্ধ্যেবেলায় সব দেখিয়ে আগামীকাল জমা দেব।'

'ঠিক আছে। তার আগে আপনি এখানে আসবেন। আপাতত পাঁচ হাজার দেবার চেষ্টা করব। তারপর সব চুকে গেলে যা দেব তা একটা কাগজে লিখে পাকা করে রাখব। ভবিষ্যতে আমি অস্বীকার করলেও আপনি মামলা করতে পারবেন।'

'অসম্ভব। মামলা কি করে করব। যদি মল্লিকসাহেব মারা যান এবং আমি পরে মামলা করি তাহলে কোর্ট ধরে নেবে ওই মৃত্যুর পেছনে আমিও আছি। লেখা ফেকা চলবে না। অন্যকিছু ভাবুন।' এক নিঃশ্বাসে বলল অনীশ।

খুব অবাক হল গৌরী, 'বাঃ, আপনি দেখছি বেশ সাজিয়ে কথা বলতে পারেন। ঠিক আছে, ভেবে দেখব। আমি ভেবেছিলাম আমাকে আপনার পছন্দ হয়েছে।'

'পছন্দ হলেও কিছু করার নেই।' বেজার গলায় বলল অনীশ।

'কেন? নেই কেন? আমি প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে। বাবার অবর্তমানে আমি যাকে খুশি তাকে বিয়ে করতে পারি।'

'তা পারেন। কিন্তু আমাকে দু-তিনদিনের মধ্যে রেজিস্ট্রি করতে হবে।'

'সেকি? কাকে?'

'একটি ধুমসো কালো থ্যাবড়া মুখো রোজ সন্ধ্যায় সিদ্ধির সরবত খাওয়া মহিলাকে। তিনি আমার বস্-এর মেয়ে। আপনার বাবার ইন্সুওরেন্স করানো হত না যদি মহিলা তার বাবাকে রাজি না করাতেন।'

'আপনার সঙ্গে প্রেম ছিল?'

'মাথা খারাপ আমার?'

'গায়ে-ফায়ে হাত দিয়েছেন?'

'আমার ওইরকম চরিত্র নয়। তাছাড়া ওর গায়ে অন্ধকারেও কেউ হাত দেবে না।'

'আপনি ওই পেত্নী ঘাড় থেকে নামাতে চান?'

'অবশ্যই।'

'তারপর যদি আমি আপনাকে বিয়ে করি?'

আবার গলা শুকিয়ে গেল অনীশের। সে কোনমতে বলল, 'কেন, আপনি আমাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন? বামন হয়ে চাঁদ ধরা সম্ভব নয়।'

গৌরী সরে এল কাছে। অনীশের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চাঁদ যে দূরত্বে থাকে তাতে তার কাছে ছ-ফুট লম্বু আর তিন ফুট বামনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই অনীশ।'

'কিন্তু ববিবাবু।'

'সেইজন্যে তুমি তো এখন ওখানে যাচ্ছ।'

'সেইজন্যে মানে?'

'তুমি ফর্ম আদায় করার পর বলবে আমি মরিনি আর তুমি আমায় বিয়ে

করবে। বুঝতে পেরেছ। অ্যানাউন্স দিস।'

গৌরীর শরীর থেকে দারুণ একটা বিলিতি গন্ধ বের হচ্ছে। ব্যাটা ববি কতবড় পাষণ্ড নইলে এমন শরীরে হাত তোলে? গৌরী ঠিকানাটা বলে দিল। গড়িয়াহাট রোডে দশতলা বাড়ির টপফ্লোরে থাকে ববি আর প্রিয়ংবদা। কোন বাচ্চা নেই। সকালে একটা পার্ট টাইম মেইড এসে কাজ করে দিয়ে যায়। ঠিকানা নিয়ে আগামীকাল গৌরীর সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে এল সে। গৌরী বেরুবার আগে তার হাত ধরে বলল, 'সেই ধুমসো মেয়েটাকে নিয়ে তুমি কিস্যু ভাববে না। আমি আছি। দেখি কিভাবে তোমাকে বিয়ে করে সে!'

হৃদয় একেবারে ফুরফুরে হয়ে গেল। গৌরী যদি তার স্ত্রী হয়! ভাল শাড়ি পরলে ওকে দেখে মা একেবারে গলে যাবে। কিন্তু তাদের ওই পুরনো ছোট বাড়িতে কি গৌরী থাকতে পারবে? এ নিয়ে কথা বলা দরকার।

গড়িয়াহাটে নেমে বেশ কিছুটা হেঁটে যাওয়ার পর দশতলা বাড়িটার সামনে পেঁছিল সে। লোকটা যা রাগী মেরে-টেরে দেবে না তো! একেবারে খালি হাতে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? আত্মরক্ষা করার জন্যে একটা অস্ত্র সঙ্গে থাকা দরকার। খুব স্মার্ট হয়ে সে পাশের দোকানটায় ঢুকে বলল, 'একটা ছুরি দিন তো!'

'ফল কাটার?' দোকানদার জানতে চাইল।

'না, তার থেকে বড়।'

'কি করবেন বলুন, সেই বুঝে দেব।'

অনীশ ফাঁপরে পড়ল। তারপর বানিয়ে বলল, 'পাড়ায় খুব চুরি হচ্ছে। রাত্রে বাড়িতে রেখে দেব। চোর যদি অ্যাটাক করে, বুঝতেই পারছেন।'

'সেরকম জিনিস আমার দোকানে পাবেন না।'

'কোন ধারাল ছুঁচলো কিছু নেই?'

'না।'

অগত্যা বেরিয়ে এল সে দোকান থেকে। কি করা যায়? যা হয় হোক তাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দোকানদার তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অনীশ পা চালাল।

উঠন্ত লিফটে দাঁড়ানো অনীশকে লিফটম্যান জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ ফ্লোর?'

'দশতলা।'

'কার কাছে যাবেন?'

'ববিবাবু।'

দশতলায় উঠে লিফটম্যান দরজা দেখিয়ে দিল। কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল সে। দরজায় লেখা আছে প্রিয়ংবদা মুখার্জি। ববির নাম নেই। দ্বিতীয়বার চাপ দেওয়ার পর ববি দরজা খুলল। তাকে দেখে অদ্ভুত চোখে তাকাল, 'কি চাই?'

'আমার ফর্মগুলো।' কোনরকমে বলে ফেলল অনীশ।

মদ্যপানের লক্ষণ ববির মুখে চোখে স্পষ্ট। বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'মানে ?'

'যে ফর্মগুলো গৌরী মল্লিকের ওখান থেকে এনেছেন সেগুলো ফেরত দিন।'

'আচ্ছা!' ববি চোখ ছোট করল, 'আপনিই ওখানে ছিলেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'ভেতরে আসুন।' দরজা বন্ধ করল ববি, 'বসুন।'

'আপনার সঙ্গে ওর কতদিনের আলাপ ?'

'দিন তিনেক।'

'সত্যি ?'

'মিথ্যে বলার কোন প্রয়োজন নেই। ফর্মগুলো দিন।'

'কি তখন থেকে ফর্ম ফর্ম করছেন বলুন তো ? আমি কোন ফর্ম দেখিনি।'

'আপনি বিপদে পড়ে যাবেন।'

'মানে ?'

'ফর্মগুলো না দিলে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন।'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ? ববি মুখার্জিকে ভয় দেখানো। ড্রিঙ্ক করেন ?'

'না।'

'আচ্ছা, আপনি আমাকে কিভাবে বিপদে ফেলবেন ?'

'আমি পুলিসকে বলে দেব যে আপনার হাতে গৌরী খুন হয়েছে।'

'হো-য়া-ট ? কি আজেবাজে বলছেন ?'

'আজেবাজে নয়। সত্যি।' নিজের গলা যতটা সম্ভব শক্ত রাখল অনীশ।

'অসম্ভব। কে খুন করল ওকে ?'

'আপনি। আমি দেখেছি। কেন, খুন করার পর আপনি তো আবার ফিরে গিয়েছিলেন। দ্যাখেননি ? আমি মুখ বন্ধ করে রাখব যদি ফর্মগুলো দেন।' অনীশ কথা শেষ করা মাত্র প্রিয়ংবদা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?'

সঙ্গে সঙ্গে ববি ছুটে গেল তার কাছে, 'প্রিয়া, এই লোকটা আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে। বলছে আমি নাকি গৌরীকে খুন করেছি।'

'কি বলছেন আপনি ?' প্রিয়ংবদা এগিয়ে এল, 'আপনি কে ?'

ভদ্রমহিলা শুধু টিভিতে নয় বাস্তবেও ভাল অভিনেত্রী তা বুঝতে পারল অনীশ, সে বলল, 'আমি গৌরীদেবীর ইন্সুওরেন্স এজেন্ট। আমার সামনে এই ভদ্রলোক গৌরীদেবীকে এমন মেরেছেন যে তিনি মারা গিয়েছেন ?'

'সেকি ? তুমি গৌরীকে মেরেছ ?' চিৎকার করে উঠলেন প্রিয়ংবদা।

'ও মরে যায়নি। মিথ্যে কথা।'

প্রিয়ংবদা সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের কাছে ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। ওরা শুনল তিনি গৌরীর খবর নিচ্ছেন। ধীরে ধীরে তিনি রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, 'হ্যাঁ। গৌরী খুন হয়েছে। ওরা তাই বলল।'

ববি ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে, 'ইম্পসিবল। আমি খুন করিনি।'

প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ঘটনা ঘটেছিল ওখানে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।'

'আমাকে ?' অনীশ প্রায় তোতলালো, 'আমি গৌরী দেবীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। উনি ঘরে ঢুকে তাই দেখে খেপে গিয়ে ওঁকে খুব মেরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমি দেখলাম গৌরী দেবী শব্দ করে পড়ে গেলেন।'

ববি মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ। কিন্তু তার মিনিট পাঁচেক বাদে আমি ফিরে গিয়ে দেখি আপনি ঘরে নেই আর গৌরীও মেঝে থেকে উঠে গিয়েছে।'

প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'উঠে গিয়েছে মানে ?'

'মানে ওই ঘরে ছিল না সে।'

'মিথ্যে কথা।'

'না, এটা সত্যি। প্রিয়া, বিশ্বাস কর আমাকে।'

'আঃ, তুমি আমাকে প্রিয়া বলে ডাকবে না।' প্রিয়ংবদা এবার ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনি যখন দেখলেন ওর হাতে মার খেয়ে গৌরী পড়ে গেল তখন চিৎকার করে লোক ডাকলেন না কেন ? পাশের ঘরেই তো নাচের স্কুল।'

'আমি খুব নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। পরে ফিরে গিয়েছিলাম ফর্ম আনতে। ববিবাবু, আপনি ওগুলো দিন।' অনীশ অনুরোধ করল।

'কি করে বোঝাই আমি খুন করিনি, ফর্মগুলোও নিইনি।'

'তুমি ওকে মারলে কেন ?' প্রিয়ংবদা প্রশ্ন করল।

'দ্যাটস মাই প্রবলেম প্রিয়ংবদা।'

'নো। এখনও তুমি আমার স্বামী। আমার বান্ধবীকে তুমি মারলে কেন ?'

'ওয়েল, আমি গৌরীকে ভালবাসি। ও কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বললে আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু সত্যি মেয়েটা মরে গেল ! আমি কি করব ?' হঠাৎ ববি ছুটে গেল ভেতরের ঘরে। প্রিয়ংবদা এবং অনীশ পরস্পরকে দেখল।

প্রিয়ংবদার মুখ গম্ভীর। এবং তখনই ভেতর থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

প্রিয়ংবদা নড়লেন না। ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। অনীশ অবাক। শব্দটা যে গুলির তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে ব্যস্ত গলায় জানতে চাইল, 'শব্দটা কিসের ? আপনাদের বাড়িতে বন্দুক আছে ?'

'আছে। ওর কাছে একটা বেআইনি রিভলবার আছে।'

'মনে হল ববিবাবু গুলি ছুঁড়লেন। তাই না ?'

'যান না, গিয়ে দেখুন। আমার আর ওর ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই।'

কৌতূহল সেই বিষাক্ত সাপ যে অযথাই ছোবল মারে অনীশকে। গুটি গুটি অনীশ ভেতরের ঘরে ঢুকল। ঘরে কেউ নেই। মদের বোতল, গ্লাস। বাথরুমের দরজা খোলা। সেখানে গিয়ে উঁকি মারতেই চমকে উঠল অনীশ। বাথরুমের মেঝেতে পাশ ফিরে পড়ে আছে ববি। তার মাথা থেকে রক্তের ধারা বেরিয়ে আসছে। দরজার গোড়ায় পড়ে আছে রিভলভারটা। ছোট্ট, কালো, চকচকে

কালো। অনীশ চিৎকার করে ডাকল, 'মিসেস মুখার্জি', তাড়াতাড়ি আসুন, ববিবাবু সুইসাইড করেছেন। ওঃ ভগবান।'

বাইরে থেকে কোন সাড়া এল না। অনীশ ছুটে গেল বাইরের ঘরে। মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন প্রিয়ংবদা। অনীশ ডাকল, 'প্রিয়ংবদা দেবী, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? ববি নিজের মাথায় গুলি করেছে।'

'বেঁচে আছে?' মুখ না তুলে প্রশ্ন করলেন প্রিয়ংবদা।

'বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে—!' থেমে গেল অনীশ।

'রিভলভারটা কোথায়?'

'বাথরুমের দরজার সামনে।'

'ওটা নিয়ে আসুন।'

'কেন?'

'আঃ বললাম না, ওটা বেআইনি জিনিস!'

অনীশ আবার ছুটে গেল! বাথরুম রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সে ঝুঁকে রিভালভারটা তুলল। রিভলভারের গায়েও রক্ত লেগে গিয়েছে এরই মধ্যে।

'মারা গিয়েছে?' পেছন থেকে শীতল গলা ভেসে আসতেই ঘুরে দাঁড়াল অনীশ। তার ডানহাতের মুঠোয় রিভলভার। 'হ্যাঁ। এখনই পুলিসকে ফোন করা দরকার।'

'করছি। আপনি এই ঘরে থাকুন।' প্রিয়ংবদা বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'রিভলভার যখন আপনার হাতে তখন খুনীকে খুঁজে পেতে পুলিসকে একটুও কষ্ট করতে হবে না।'

পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রিয়ংবদা, 'ওর মধ্যে আর গুলি নেই। আপনি চেষ্টা করলেও আমাকে গুলি করতে পারবেন না।'

রিভলভার হাতে নিয়ে দাঁড়ানো অনীশ মিউ মিউ করল, 'আমি কেন খুন করব?'

'যেহেতু ববিকে আপনি খুন করেছেন এবং আমি দেখেছি তাই সাক্ষীকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছে আপনার হতেই পারে। কিন্তু ববির অভ্যেস রিভলভারে মাত্র একটা গুলি ভরা। যা হোক, যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তেমনি থাকুন, আমি থানায় ফোন করছি।'

প্রিয়ংবদা ঘুরে দাঁড়াতেই অনীশের সমস্ত চেতনা নাড়া খেল। সে আর্তনাদ করে উঠল, 'এসব কি বলছেন আপনি? আমি খুন করেছি? ববিবাবু আত্মহত্যা করেছেন আপনি জানেন না?'

প্রিয়ংবদা দাঁড়ালেন, 'স্বামী আত্মহত্যা করেছে পুলিসকে জানালে তারা স্ত্রীকে সন্দেহ করবেই। আমার কাছে আত্মহত্যা আর খুনের মধ্যে কোন ফারাক নেই। খুন হয়েছে এবং সেটা তৃতীয় ব্যক্তির হাতে একথা পুলিস জানলে আমি স্বস্তিতে থাকব।'

একটানে রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলল অনীশ। মেঝেতে পড়ে ছিটকে গেল ববির মৃতদেহের পাশে। অনীশ ছুটে গেল প্রিয়ংবদার সামনে, 'আপনি এমন

করছেন কেন ? আমি তো কোন অন্যায় করিনি। মানুষ খুন দূরের কথা আমি একটা পতঙ্গকেও কখনও মারিনি। প্লিজ, আপনি এইভাবে আমাকে ফাঁসিয়ে দেবেন না।'

প্রিয়ংবদা কাঁধ ঝাঁকালেন, 'আমার কিছু করার নেই।'

এই অবস্থাতেও রাগ হয়ে গেল অনীশের, 'অদ্ভুত ব্যাপার। আপনার স্বামী ওখানে মরে পড়ে আছেন আর আপনি, আপনি—।' কথা খুঁজে পেল না সে।

'আমি কি ? কাঁদছি না ? শোক করছি না ? মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছি না ? তাই ? ওগুলো মেয়েরা কখন করে জানেন না ? যাকে ভালবাসে, যে নিজের, সে চলে গেলে বুকের ভেতর থেকে ওই কান্না আপনাআপনি ছিটকে বেরিয়ে আসে। আর ওই লোকটা, আট বছর আমাকে জ্বালিয়েছে, আমার সারল্য নিয়ে খেলা করেছে, একটার পর একটা মেয়ের সঙ্গে শুয়েছে, ওর জন্যে আপনি আমাকে কাঁদতে বলছেন ?' তীক্ষ্ন গলায় বললেন প্রিয়ংবদা, 'গৌরীর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক ছিল তা আমি জানি না ? তবু বলতে হয়েছে ওই লোকটা আমার স্বামী ছিল।'

অনীশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ববি লোকটার চরিত্র খারাপ এটুকু সে বুঝেছে। কিন্তু প্রিয়ংবদাকে সে বুঝতে পারছে না। প্রিয়ংবদা একটু এগিয়ে একটা বেতের চেয়ারে বসল, 'আমার সঙ্গে ববির সম্পর্ক খারাপ একথা সবাই জানে। ওর ভাইরাও খবর রাখে। গৌরী আমার বন্ধু ছিল। কিন্তু দস্যু পুরুষ মানুষ ওর পছন্দ। তাই বন্ধুর স্বামীকে ভালবাসতে কুণ্ঠা করেনি। একথা ও আমার কাছে স্বীকার করেছে। বলেছে তুই তো ববিকে ভালবাসিস না, আমি যদি ভালবাসি তাহলে আপত্তি কীসের ? আমি আপত্তি করিনি কারণ ওইজন্যে আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতাম। আজ যদি গৌরী শোনে ও আত্মহত্যা করেছে তাহলে আমাকেই দায়ী করবে। যতই মার খাক, পুলিসকে ও এই কথাই বলবে। আমাকে বাঁচতে হবে। আমি অভিনয় করতে চাই। ক্যারিয়ার নষ্ট করার কোন ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।' মাথা নাড়তে লাগলেন প্রিয়ংবদা।

'কিন্তু আমি তো নিরপরাধ। এইভাবে সারাজীবনের জন্যে আমাকে শাস্তি দেবেন ?'

কাতর গলায় প্রশ্নটা করল অনীশ। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'উনি যদি ইনসুওরেন্সের ফর্মগুলো না নিয়ে আসতেন তাহলে আমি আসতামই না।'

'ও যে এনেছিল তার প্রমাণ কি ?'

'গৌরী আমাকে বলেছেন। আমি গৌরীর ঘরে ফেলে এসেছিলাম।'

মাথা নাড়লেন প্রিয়ংবদা, 'আমি ববির স্বভাব জানি। ও যদি নিয়ে আসত তাহলে মুখের ওপর বলতে সেকথা। বলত, আমি এনেছি কিন্তু আপনাকে দেব না।'

'তাহলে ফর্মগুলো গেল কোথায় ?'

'কি ছিল ফর্মে ?' হঠাৎ প্রিয়ংবদা নড়েচড়ে বসলেন।

'গৌরীর বাবার সই।' অনীশ জবাব দিল।

'তা একটা সই করা ফর্ম হারিয়ে গেলে আর একটাতে সই করানো যায় না?'

'যায়। কিন্তু—।' অনীশ সত্যি কথাটা বলতে পারল না।

'মনে হচ্ছে খুব দামী ফর্ম। বসুন ওখানে।' হাত বাড়িয়ে দ্বিতীয় চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন প্রিয়ংবদা, 'আমাকে খুলে বলুন সব।'

'এ তো খুলে বলার ব্যাপার নয়।' হঠাৎ বিপদের গন্ধ পেল অনীশ।

'শুনুন, আপনার আর গৌরীর মধ্যে ওই ফর্ম নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র চলছে। আমার মনে হচ্ছে গৌরী নিজেই ওগুলোকে লুকিয়ে রেখে ববির নামে দোষ দিয়েছে। পুরো ব্যাপারটা আমাকে বললে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। নইলে পুলিসকে খুনের কথাটা না বলে আমার উপায় থাকবে না।' প্রিয়ংবদা বললেন।

'সব কথা বললে আপনি আমাকে যেতে দেবেন ?'

'ভেবে দেখব।'

'ভেবে দেখবেন ? তারপর না বললে আমি কোথায় দাঁড়াব ?'

প্রিয়ংবদা ববির মৃতদেহের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, এই ফ্ল্যাট থেকে চলে গেলেও আমি অভিযোগ করলে পুলিস আপনাকে ঠিক খুঁজে বের করবে।'

এই সময় বাইরের ঘরে বেল বাজল। মুহূর্তেই সচকিত হয়ে গেলেন প্রিয়ংবদা। চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করলেন। তারপর অনীশকে বললেন, 'ওপাশের ঘরে গিয়ে বসুন। কে এসেছে জানি না, না চলে যাওয়া পর্যন্ত কোন সাড়াশব্দ করবেন না। যান।' দৃঢ় পায়ে সে চলে গেল বসার ঘরের দিকে।

প্রিয়ংবদার দেখানো ঘরটির দিকে এগতে গিয়েও থেমে গেল অনীশ। ভদ্রমহিলা তাকে ফাঁদে ফেলেছেন। যে এসেছে তাকে নিয়ে এসে বলতে পারেন সাজানো খুনের গল্প। সে পা টিপে টিপে বাইরের ঘরের দরজার আড়ালে পৌঁছে গেল। প্রিয়ংবদা ততক্ষণে দরজা খুলে ফেলেছেন, 'আরে, কি খবর ?'

গৌরীর গলা পাওয়া গেল, 'ববি কোথায় ?'

'কেন ?' সামান্য হাসলেন প্রিয়ংবদা।

'খুব দরকার আছে।'

'ও তো বাড়িতে নেই। বস।'

'কখন ফিরবে কিছু বলেছে ?' সোফায় বসতে বসতে গৌরী জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। আধঘণ্টার মধ্যে। সময় হয়ে গেছে।'

'কার সঙ্গে বের হল ? সেই ইনসুওরেন্সের দালালটা কি এসেছিল ?'

'হ্যাঁ। ববির সঙ্গে খুব ঝগড়া করছিল।'

'তারপর ?'

'ববি অস্বীকার করল। সে কোন ফর্ম নিয়ে আসেনি।'

অনীশ সরে এল। তার বুকে তখন হৃৎপিণ্ড প্রচণ্ড জোরে লাফিয়ে যাচ্ছে। সে বাথরুমের দিকে তাকাল। মৃত ববি ওখানে শুয়ে আছে। মার খাওয়ার

পরেও গৌরী ওরই কাছে চলে এল ? আবার তাকে দালাল বলছে ? এজেন্ট মানে অবশ্য কেউ কেউ দালাল বলে। কিন্তু সেটা হেনস্তা করতে বলা হয়। তার মানে অত যে মিষ্টি মিষ্টি কথা তাকে বলেছে সব বানানো ? কাজ হাসিল করতে ?

না। তাকে বাঁচতে হবে। সে বাথরুমের দিকে তাকাল। এবং রিভলভারটার কথা মনে পড়ল। রিভলভারের গায়ে তার হাতের ছাপ আছে। সে ধীরে ধীরে বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ঢুকে দরজা বন্ধ করল। রিভলভারের নলে রক্ত লেগে গিয়েছে। সন্তর্পণে সেটাকে তুলে সে বেসিনের ওপর নিয়ে গিয়ে কল খুলল। জলে রক্ত ধুয়ে যাচ্ছে। অনেকটা ধোয়ার পর সে কল বন্ধ করল। বাইরের ঘরের কথার আওয়াজ বাথরুমে পৌঁছচ্ছে না। যদি হঠাৎ গৌরী বাথরুমে আসতে চায় ? গায়ে কাঁটা ফুটল তার। আবার তখনই মনে পড়ল প্রিয়ংবদা গৌরীকে মিথ্যে কথা বলেছেন। তার মানে ববির কথাটা তিনি বলতে চাননি। তাই গৌরী এদিকে আসতে চাইলে নিশ্চয় তিনি বাধা দেবেন। গৌরীর মনের কথা জানার পর অনীশ খুব দুঃখ পাচ্ছিল। সুন্দরী মেয়ে দেখে সে কি পরিমাণে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল বলে এখন আক্ষেপ হচ্ছিল তার। চম্পাকলির সঙ্গে গৌরীর তফাতটা কোথায় ? দুজনেই হয়ত আড়ালে হাসে। একজন সুন্দরী অন্যজন কুশ্রী। নিজের ওপর ধিক্কার জন্মাচ্ছিল তার। পুরুষ হিসেবে সেকি অপাঙক্তেয় ?

রিভলভার ধুয়ে রুমালে ভাল করে পরিষ্কার করল অনীশ। ঘষে ঘষে নিশ্চিত হতে চাইল যাতে তার আঙুলের দাগ কোথাও না লেগে থাকে। ডিটেকটিভ বইতে সে পড়েছে ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টই নাকি পুলিসকে বেশি সাহায্য করে। রুমালে ধরা রিভলভারটাকে সে মৃতদেহের পাশে শুইয়ে দিতেই দরজাটা খুলে গেল শব্দ করে।

চমকে উঠে মুখ তুলে অনীশ দেখল প্রিয়ংবদা তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছেন। কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা, তারপর প্রশ্ন, 'এখানে কি করছেন ?'

অনীশ কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না।

'বেরিয়ে আসুন। আপনাকে আমি ওই ঘরে যেতে বলেছিলাম।'

প্রিয়ংবদা ঘুরে দাঁড়াতে অনীশ তাকে অনুসরণ করল। চেয়ারের কাছে পৌঁছে প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করল, 'কে এসেছিল বলুন তো ?'

নামটা বলতে গিয়েও সামলে নিল অনীশ। চুপচাপ মাথা নাড়ল।

'গৌরী আপনার খোঁজে এখানে এসেছিল।'

'আমার খোঁজে ?' অনীশ হতভম্ব।

হাসলেন প্রিয়ংবদা, 'খেলা অনেক জমেছে। আপনার ভয় নেই, আমি বলিনি যে আপনি এখানে আছেন এবং ববিকে খুন করেছেন।'

'আমি খুন করিনি।' প্রতিবাদ করল অনীশ।

'পুলিস সেটা বিশ্বাস করবে না।'

'আপনি কি করে ভাবলেন পুলিস আপনার কথা বিশ্বাস করবে ?'

'আমার কথা নয়। রিভলভারে আপনার হাতের ছাপ পাবে ওরা।'

'পাবে না।' মাথা নাড়ল অনীশ।

'তার মানে? আপনি ওটা ধরেছিলেন।'

'ছিলাম। কিন্তু ছাপ মুছে ফেলেছি।' অনীশ আত্মবিশ্বাসে বলল।

'বাঃ। চমৎকার। আপনাকে আমি বোকা বলে ভাবিনি কিন্তু এমন চালাক অনুমান করিনি। নিশ্চয়ই রিভলভারের গায়ে কোন দাগ নেই?'

'না। নেই।'

'গুড। একটা লোক আত্মহত্যা করল কিন্তু তার হাতের ছাপ রিভলভারে রইল না, পুলিস এই ব্যাপারটা কিভাবে নেবে অনীশবাবু?'

হঠাৎ মেরুদণ্ডে চিনচিনে অনুভূতি ছড়াল অনীশের। সত্যি কথা। নিজের কথা ভাবতে গিয়ে সে কি করে ফেলেছে। ববির হাতের ছাপের ওপর তার হাতের ছাপ পড়েছিল। এখন দুটোই উধাও। তবু সে গম্ভীর গলায় বলল, 'এ থেকে প্রমাণ হয় না আমি খুন করেছি। খুন আপনিও করতে পারেন, করে মুছে ফেলতে পারেন।'

প্রিয়ংবদা কিছুক্ষণ চুপচাপ অনীশকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'এসব বলে আপনি পার পাবেন না। গৌরী বলল আপনি ক্রিমিনাল।'

'আমি ক্রিমিনাল?'

'হ্যাঁ।'

'আমি জীবনে কোন ক্রাইম করিনি।'

'শুনুন অনীশ গৌরী বলল আপনি চলে আসার পর ওর দাদার সঙ্গে কথা হয়েছে। তার কাছ থেকে আপনি আগাম টাকা নিয়েছেন কাজ করে দেবার জন্যে। ব্যাপারটা সত্যি কিনা সে জানতে চায়। আমাকে আপনি বলুন, মিস্টার মল্লিক একটা ইনসুওরেন্স করবেন। ভাল কথা। কিন্তু তার জন্যে কেন আপনি একজনের কাছ থেকে টাকা নেবেন? কেন তার মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবেন?'

'আমি ভাব করতে চাইনি। উনি নিজেই এগিয়ে এসেছেন।'

'কেন?'

'নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে। ওঁরা দুজনেই মিস্টার মল্লিকের একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে চান। আদিনাথবাবুর ছেলে অমিতাভ তবু অপেক্ষা করতে রাজি আছেন বাবার কোন দুর্ঘটনা ঘটা পর্যন্ত কিন্তু গৌরী চান না ইনসুওরেন্সের প্রিমিয়াম জমা পড়ুক। সেটাও তাঁর কাছে ক্ষতি বলে মনে হচ্ছে।'

'ওই বয়সে কত টাকার বীমা করছেন আদিনাথ মল্লিক?'

'পঞ্চাশ লক্ষ।' উত্তেজিত অনীশ বলে যাচ্ছিল।

'পঞ্চাশ ল-ক্ষ।' হতভম্ব হয়ে গেলেন প্রিয়ংবদা।

'হ্যাঁ। অথচ এরা আসল ব্যাপারটা জানে না।'

'কি?'

'আদিনাথ মল্লিক মারা গেলে কেউ এই টাকা পাবে না।'

'কে পাবে?'

বলতে গিয়ে থমকে গেল অনীশ। তারপর বলল, 'বলা যাবে না।'

'বসুন।' হঠাৎ প্রিয়ংবদার গলার স্বর পাল্টে গেল।

অনীশ সম্মোহিতের মত বসল।

'অনীশ। বুঝতেই পারছেন আত্মহত্যা করে ববি আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। আমার সমস্ত কেরিয়ার এতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর আপনিও খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই। গৌরীকে আমি জানি। ও করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। ববি মারা গেছে জানলে পুলিসের আগে আপনাকে ও ছিঁড়ে খাবে! তাই বলছি, আসুন, আমরা পরস্পরকে সাহায্য করি।' প্রিয়ংবদা নরম গলায় এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে খুব আন্তরিক শোনাল।

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।' অনীশ বলল।

'না বোঝার কিছু নেই। আপনার টাকার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই। কার নেই?'

'আমার আছে। আমি নেটওয়ার্কের জন্যে একটা সিরিয়াল করতে চাই। নিজে প্রোডিউস করতে গেলে প্রচুর টাকার দরকার। আপনার এই ইনসুওরেন্সের ব্যাপারটা থেকে আমরা দুজনেই টাকা রোজগার করতে পারি। আপনার একার বুদ্ধিতে যেটা সম্ভব হবে না, আমি পাশে থাকলে তা হবে।'

'টাকা? কিভাবে রোজগার করব? যে কমিশন আমি পাব তাই তো অনেক টাকা। সেটা তো এমনিতেই পাব।'

'আপনি আশুতোষ মানুষ। ওটা আবার অঙ্ক নাকি? আমরা দুজনে পুরো পঞ্চাশই পেতে পারি। আমার বুদ্ধিমত চললে আপনার পঁচিশ আমার পঁচিশ। রাজি আছেন?' আলতো হাসলেন প্রিয়ংবদা।

'সেটা কি করে সম্ভব?'

'ভাবতে হবে। রাস্তা বের হবেই। আগে আপনি রাজি হন।'

'আমি কি করব?'

'আগে আমাকে সাহায্য করবেন।'

'আপনাকে? কিভাবে?'

'ববি ওখানে সারাজীবন পড়ে থাকতে পারে না নিশ্চয়ই।'

'তা তো বটেই।'

'ব্যাপারটা আমি পুলিসকে জানাতে চাই না। লোকে জানবে ববি হারিয়ে গেছে। ওর শরীরটা এমন জায়গায় ফেলে আসতে হবে যে কেউ কোন হদিস পাবে না। আমিও রক্ষে পাব। আপনি সাহায্য করবেন!'

এমন অদ্ভুত প্রস্তাব শুনবে বলে আশা করেনি অনীশ। সে রাজি আছে কিনা না জেনেই ভদ্রমহিলা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন?

সে পিটপিট করে তাকাল, 'ওর শরীরটাকে ফেলতে যাবে কে?'

ব্যাপারটা সম্ভবত আন্দাজ করতে পারলেন প্রিয়ংবদা। হেসে বললেন, 'আমরা কিন্তু এখনও ঝগড়া করে যাচ্ছি। আচ্ছা, এখান থেকে চলে আসুন। এই জায়গাটা আর পবিত্র নেই।'

কথা শেষ করে প্রিয়ংবদা হাঁটতে লাগলেন। পবিত্র শব্দটি খুব নরম বলে মনে

হল এই মুহূর্তে। অনুসরণ করে অনীশ প্রিয়ংবদার নিজের ঘরে এল। দেওয়াল জুড়ে প্রিয়ংবদার নানান ভূমিকায় অভিনীত চরিত্রের ছবি। আজকের অভিনেত্রীরা সম্ভবত বুকের ওপরের অংশ দেখাতে খুব ভালবাসেন। অনীশ নানান সিনেমার কাগজে সেইরকম প্রচুর ছবি দেখেছে। সুচিত্রা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়রা যা কখনই ভাবতে পারতেন না তা আজকের পুঁচকে অভিনেত্রী অনায়াসে করতে পারে। টেবিলের পাশে প্রিয়ংবদার সেইরকম একটা ছবি ছিল। সেদিকে তাকাতেই প্রিয়ংবদা বললেন, 'ভাবতে অবাক লাগে ওটা ববি তুলেছে। বসুন আরাম করে।' খাটের পাশে একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে বসতে বলে তিনি বসলেন খাটেই।

অনীশ বসল। এবং তার মনে পড়ল কোন কাজই হয়নি। ইস্, খুব দেরি হয়ে গেছে। গৌরাঙ্গদার কাছে যাওয়ার সময় পেরিয়ে গেল। কাল সকাল দশটায় ইনসুওরেন্স অফিসে গিয়ে প্রপোজাল জমা দেওয়া উচিত। কিন্তু তার আগে গৌরাঙ্গদাকে সব দেখাতে হবে।

'মানুষ মরে গেলে কতক্ষণে তার শরীর পচে?'

প্রশ্নটা কানে যেতেই চমকে উঠল অনীশ। এবং ববির কথা মনে পড়ল। সে মাথা নিচু করল, 'আমি জানি না। আপনার কিন্তু পুলিসকে জানানো উচিত।'

'আঃ। আমি সেটা পারি না।'

'তাহলে কি করবেন?'

'আর একটু রাত হোক, ভাবা যাবে।'

'রাত?' অনীশের সময়টা খেয়ালে এল।

'শুনুন, আদিনাথ মল্লিকের টাকাটা আমাদের চাই। আপনি আর আমি ভাগাভাগি করে নেব। বুঝতে পারছেন?' প্রিয়ংবদা সরে এলেন।

'আশ্চর্য! আপনি এখনও এসব ভাবতে পারছেন? আপনার স্বামী ওইখানে মরে পড়ে আছে! অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত? ফুলশয্যার রাতে যদি জানা যায় পাড়ার তিনটি সমাজবিরোধী গুলি খেয়ে মরেছে তাহলে কেউ ফুলশয্যা বাতিল করে?'

'বাঃ। এ দুটো এক হল?'

'একশবার। লোকটাকে আমি ঘেন্না করতাম। আপনাকে তো বলেছি, ও মরে যেতে আমার আনন্দ হচ্ছে। শুনতে খারাপ লাগলেও এটা সত্যি।'

'আপনি অন্য কাউকে ভালবাসেন?'

'মাথা খারাপ? একবারে যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। আমার এখন টাকা চাই। প্রচুর টাকা। যাতে আমি একটা বড় বাজেটের সিরিয়াল করতে পারি। ফিল্মে আমি যাব না। কিন্তু টিভি সিরিয়াল করতেই হবে। তাই বলছিলাম আসুন দুই মাথা এক করে কিছু ভাবি। গৌরী চাইছে পুরো টাকার মালিক হতে, ওর দাদা চাইছে ইনসুওরেন্সের টাকাটা, আচ্ছা, উনি এই বয়সে অত টাকার ইনসুওরেন্স করাচ্ছেন কেন?'

এই প্রশ্নটা আমিও করেছিলাম। বলেছেন যে কোন মুহূর্তে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।'

'আশ্চর্য ? কেউ এরকম ভয় পায় নাকি ?'

'উনি পাচ্ছেন। আজও বলেছেন।'

'কেউ নিশ্চয়ই ভয় দেখাচ্ছে ?'

'হয়ত। যাদের স্বার্থ আছে তারাই ভয় দেখাবে।'

'তা কিছু হয়ে গেলে কাকে নমিনি করতে চেয়েছেন মিস্টার মল্লিক ?'

'প্রথমে ভারত সেবাশ্রমকে।'

'আচ্ছা ! মহানুভব মানুষ ! তারপর ?'

'সেই নামটা বলতে পারব না।'

'পুরুষ না মহিলা ?'

'মহিলা।'

'নাটক জমেছে।'

'উনি কি সব কিছু সই করে দিয়েছেন ?' প্রিয়ংবদার টেলিফোন বাজল। ইশারায় চুপ করতে বলে তিনি উঠে রিসিভার তুললেন, 'হ্যালো ! হ্যাঁরে। না, ববি এখনও আসেনি। কোথায় গেল কে জানে ! মারপিট করে বোধহয় লজ্জায় পড়েছে। কি বললি ? হ্যাঁ। তুই অনীশবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলি ? ওর বাড়ি থেকে কি বলল ? আচ্ছা ! ঠিক আছে, ববি ফিরলে তোকে টেলিফোন করতে বলব।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে চট করে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রিয়ংবদা, 'আপনার বাড়িতে গৌরী গিয়েছিল। খুব খুঁজছে আপনাকে এবং ববিকে।'

'আমাকে উনি খুঁজছেন কেন ?'

'সেটা বলল না। গৌরী কি চেয়েছিল। অনীশ, স্পষ্ট বলুন।'

'বললাম তো, বাপের সম্পত্তি কারো সঙ্গে ভাগ না করতে। এমনকি উনি ইনসুওরেন্সের প্রিমিয়াম জমা দিতে চাননি।'

'আপনাকে কি বলেছিলেন ?'

হঠাৎ অনীশের মনে হল কাউকে তো সত্যি কথা বলা দরকার। এই ঘটনায় সবাই নিজের স্বার্থ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ তার সঙ্গী হবে না। গৌরী তো তাকে দালাল বলে সম্বোধন করেছে। এই অবস্থায় প্রিয়ংবদাকে বিশ্বাস না করে কোন উপায় নেই। অন্তত মুখে যা বলেছিলেন কাজে তা করেননি প্রিয়ংবদা, তাহলে এতক্ষণে তাকে থানায় বসে প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। দালাল শব্দটি মনে পড়তেই রাগ হল খুব। অনীশ বলল, 'উনি মিস্টার মল্লিকের চেকে উল্টোপাল্টা লিখে দিতেন যাতে ব্যাঙ্ক প্রপোজালের টাকা দিতে রাজি না হয়।'

'এতে ওর কি লাভ হবে ?'

'মল্লিক সাহেব নাকি ওঁর নামে উইল করেছেন। পুরোটাই থাকল, এটাই লাভ।'

'কিন্তু মিস্টার মল্লিক তো জানতেই পারবেন তাঁর দেওয়া চেক ডিস্অনারড হয়েছে। উনি দেখতে চাইবেন চেকটা। তখন ?'

'সেটা জানতে ওঁর অন্তত দিন পনের সময় লাগবে।'

'লাগুক। তারপর?'
'তখন তিনি পৃথিবীতে নাও থাকতে পারেন।'
'বুঝলাম। ওর দাদার মতলব কি?'
'নমিনির জায়গায় নিজের নাম লিখে প্রপোজাল আর চেক জমা দেওয়া।'
'নিজের নাম বাবার অমতে কি করে লিখবেন?'
অনীশ আরও সরল হল, 'আদিনাথবাবু প্রথমে যে ফর্মগুলোয় সই করেছিলেন তার নমিনি হিসেবে ভারত সেবাশ্রমের নাম লেখা ছিল। পাঁচটা ফর্ম দশ লাখ করে। একটাতে কালি পড়ে নষ্ট হয়। বাকি চারটে আমি গৌরীদেবীর ঘরে মারপিটের সময় ফেলে এসেছি। এখানে আমি সেগুলোর জন্যে এসেছিলাম।'
'ওর কি দাম আছে। নাম তো ভারত সেবাশ্রমের।'
'হ্যাঁ। কিন্তু যে কালিতে লেখা হয়েছে তা আগুনের সামনে ধরলেই উঠে যাবে। তখন সাদা জায়গায় নতুন নাম লেখা যেতে পারে।'
ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত সোজা হলেন প্রিয়ংবদা, 'তাই বলুন! তাহলে তো গৌরীর কাছে ওই ফর্মগুলো নেই। থাকলে আপনাকে সে খুঁজে বেড়াত না। কিন্তু ফর্মে নমিনি পাল্টে জমা দিলে আদিনাথবাবু জানতে পারতেন না?'
'পারতেন। কিন্তু সেটা দশবছর বাদে। আর এরমধ্যে কিছু হয়ে গেলে—।'
'গুড। দারুণ মতলব।' ছটফট করলেন প্রিয়ংবদা, 'ফর্মগুলো কোথায়?'
'গৌরীদেবী বলেছেন ববি নিয়ে এসেছেন ওগুলোকে।'
'সাধারণত ববি মুখের ওপর নিজের অপরাধের কথা বলে দেয়। এক্ষেত্রে—ও কি জানত এই ব্যাপারটা?'
'না।'
প্রিয়ংবদা চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই অনীশ তাকে অনুসরণ করল। পাশের ঘরটি ববির। সেখানে ঢুকে নানান জায়গায় খুঁজতে লাগলেন প্রিয়ংবদা। না, কোথাও ফর্ম নেই। তারপর হতাশ গলায় বলল, 'নাঃ। ওর কাছে ফর্মগুলোর কোন মূল্য ছিল না। হয়ত সেই কারণে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। আচ্ছা, প্রথমে ভারত সেবাশ্রমের নাম বলেছিলেন, পরে কার নামে নমিনি করেছেন আদিনাথবাবু?'
'ওঁর এক বান্ধবীর নাম দিয়েছেন।'
'সেই ফর্ম আপনার কাছে আছে?'
'হ্যাঁ।'
'দেখি।'
'অনীশ ব্যাগ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকার ফর্মটা যেটা আজ আদিনাথবাবু সই করেছেন, বের করে দিল। প্রিয়ংবদা হাসলেন, 'তাহলে শেষপর্যন্ত আপনি আমাকে বিশ্বাস করলেন। এই চিত্রলেখা সেন কে? রাজা বসন্ত রায় রোডের চিত্রলেখা সেন? আপনি জানেন?'
'না। আমি জানব কি করে?'
'হঠাৎ ফর্মটা হাতে নিয়ে টেবিলের কাছে চলে গিয়ে ববির লাইটার তুলে

নিলেন প্রিয়ংবদা। অনীশ বাধা দেবার আগেই সে লাইটারের আগুনে চিত্র-লেখার নামের ওপর ছোঁয়াতে লেখাটা উবে গেল। প্রিয়ংবদা বললেন, 'গ্র্যান্ড। এটা তো বলেননি ?'

'বলার সুযোগ পাইনি।' হতাশ গলায় জানাল অনীশ।

'কার হাতের লেখা ?'

'আমার।'

'পুরোটাই ওই কালিতে ?'

'না। শুধু চিত্রলেখা সেনের নামটা অমিতাভবাবুর কলমে আজ বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে ট্যাক্সির মধ্যে বসে লিখেছিলাম।'

'গৌরী এই ফর্মটার কথা জানে ?'

'সম্ভবত না।'

'চেক আপনার কাছে আছে ?'

'হ্যাঁ।'

চোখ বন্ধ করলেন প্রিয়ংবদা, 'আগামীকাল এই ফর্ম জমা পড়বে।'

'কিন্তু, নমিনি—।'

'আমার নাম থাকবে। টাকাটা পেলে আপনি আর আমি ভাগ করে নেব।'

'কিন্তু মল্লিক সাহেব যদি জানতে পারেন ?'

'আপনিই তো বললেন এখনই জানা সম্ভব নয়।'

'দশ বছর বাদে তো জানতে পারবেন।'

'তদ্দিন অপেক্ষা করব কেন আমরা ?'

'মানে ?' চমকে উঠল অনীশ।

'দুর্ঘটনাটা ঘটবে।'

অনীশের জিভ শুকিয়ে গেল। প্রিয়ংবদা এগিয়ে এলেন, 'অনীশ, বিলিভ মি।'

'কি করে ? আমি তো কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'জানি। এই অবস্থায় বিশ্বাস করা খুব মুশকিল। দাঁড়ান।'

টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে সড়সড় করে লিখলেন প্রিয়ংবদা। নিজের নাম সই করে কাগজটা অনীশের হাতে তুলে দিলেন। অনীশ সেটা পড়ল। 'আমি প্রিয়ংবদা, শ্রীআদিনাথ মল্লিকের নমিনি হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পেলে স্বেচ্ছায় পঁচিশ লক্ষ টাকা অনীশ দত্তকে দিতে বদ্ধপরিকর থাকলাম।'

অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি যদি না দেন তাহলে এটায় কাজ হবে ?'

'একশবার হবে। অন্তত পুলিস জানবে পেছনে ঘটনা ছিল। সন্দেহ থাকলে ইনসুওরেন্স কোম্পানি আমাকে টাকা নাও দিতে পারে। কিন্তু এসবের কিছুই ঘটবে না। আমি আপনার সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করব না। প্রমিস।' ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রিয়ংবদা। একটু ইতস্তত করে হাত মেলাল অনীশ।

পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ইনসুওরেন্সের ফর্মটায় সুন্দর হাতে প্রিয়ংবদার নাম

ঠিকানা লিখল অনীশ। তারপর নিজের ব্যাগে রেখে দিল।

এবার ঘড়ি দেখলেন প্রিয়ংবদা। চিন্তিত মুখে বললেন, 'এবার ববিকে নিয়ে কিছু করতে হবে। কি করা যায় বলুন তো?'

আমি কি জানি বলতে গিয়ে সামলে নিল অনীশ। তারপর বলল, 'পুলিসকে খবর দিন।'

'অসম্ভব। আপনি বুঝতে পারছেন না কেন?'

'কিন্তু ওভাবে পড়ে থাকলে তো বডি পচবে।'

প্রশ্নটা শুনে একটু ভাবলেন প্রিয়ংবদা, 'আচ্ছা, ওকে বাইরে কোথাও যদি রেখে আসা যায়? ও বাড়িতে নেই গৌরী জানে। ওর সম্পর্কে পুলিসের কাছে রিপোর্টও আছে। তাই বাইরে যদি ওর মৃতদেহ পাওয়া যায় তাহলে—।'

'বাইরে কি করে রেখে দেবেন?'

'আর মিনিট পাঁচেক বাদেই এ বাড়িটা বেশ নির্জন হয়ে যাবে।'

'কেন?'

'কেবল টিভিতে ভাল সিনেমা আছে।'

'ও।'

'তখন ওকে নিচে নামানো যায়।'

'অসম্ভব। ডেডবডি যদি কেউ দেখতে পায় তাহলে রক্ষে থাকবে না।'

'ওঃ, আপনি বড় বোকা। ডেডবডি দেখতে পাবে কি করে? ওকে কি ওই অবস্থায় নিচে নামাবেন? একটা লম্বা কিটসব্যাগ আছে। মনে হয় ববির শরীর তার ভেতরে ঢুকে যাবে।'

'দুজনে একটা ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাচ্ছি দেখলেই লোকে সন্দেহ করবে।'

'দুজনে নিয়ে যাব কেন? আপনি একা পারবেন না?'

অনীশ জবাব দিতে পারল না। কিন্তু শরীর শিরশির করতে লাগল।

প্রিয়ংবদা কিটসব্যাগ বের করলেন। এককালে এম সি সি-তে এইরকম লম্বা ত্রিপলের ব্যাগ দেখা যেত। মুখটা দড়ি দিয়ে বাঁধা যায়।

ববির শরীরটা তেমনি পড়েছিল। রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। ববির দিকে তাকিয়ে অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'নিচে না হয় নামানো গেল কিন্তু তারপর? তারপর কি করবেন?'

'আপনি যখন নিচে নামাবেন তখন আমি গাড়ি বের করব।'

'গাড়ি?'

'আমার একটা মারুতি ভ্যান আছে।' প্রিয়ংবদা বললেন. 'নিন, হাত দিন।'

ববি বেশ শক্তসমর্থ লোক ছিল। লোকটা কেন যে আত্মহত্যা করতে গেল তাই ভেবে পাচ্ছিল না সে। পেটের ওপর হাঁটু এনে মাথাটাকে সোজা রেখে ব্যাগে ভরতে হিমশিম খেয়ে গেল দুজনে। শেষপর্যন্ত একসময় ববি ব্যাগবন্দী হল। এবার দড়ি টেনে মুখ বন্ধ করতেই ববির অস্তিত্ব যেন আপাতত লোপ পেয়ে গেল।

হাতে রক্তের দাগ লেগেছিল। দুজনেই যত্ন করে সাবানে সেসব ধুয়ে ফেলল। তারপর বাথরুমের শাওয়ার খুলে দিলেন প্রিয়ংবদা। রক্ত যা মেঝেতে পড়েছিল একটু একটু করে ধুয়ে যাচ্ছে। বাকিটাকে ব্রাশ করে মেঝেতে ফিনাইন ঢেলে দিলেন তিনি। একটু বাদে আত্মহত্যার কোন চিহ্ন রইল না সেখানে। রিভলভারটাকে তুলে নিয়েছিলেন প্রিয়ংবদা আঁচলে ঢেকে। বললেন, 'এটাকেও আর এ বাড়িতে রাখতে চাই না।' একটা ছেঁড়া কাপড়ে মুড়ে নিলেন জিনিসটাকে। তারপর বললেন, 'এক মিনিট দাঁড়ান।'

মিনিট তিনেক বাদে তিনি ফিরে এলেন সালোয়ার কামিজ পরে। বললেন, 'জলে শাড়ি ভিজে গিয়েছিল। আপনি এই জানলায় দাঁড়ান। এখান থেকে নিচেটা দেখা যায়। ওখানে আমি গাড়ি নিয়ে এসে হর্ন দিলেই আপনি নেমে আসবেন।'

অনীশ ব্যাগটাকে তুলতে চেষ্টা করল। প্রচণ্ড ভারি। একহাতে তোলা মুশকিল। নিচে নামা অসম্ভব ব্যাপার। সেটা বুঝতে পেরে প্রিয়ংবদা আবার চলে গেলেন, ফিরে এলেন একটা চাকা লাগানো স্ট্যান্ড হাতে যেটা এয়ারপোর্টে যাত্রীদের হাতে দেখা যায়। নিজস্ব জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে না গিয়ে ওতে বসিয়ে স্বচ্ছন্দে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়। ব্যাগটাকে কোনমতে স্ট্যান্ডে তুলে ঘরের মধ্যে দুপাক খেল অনীশ। এখন আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না। প্রিয়ংবদা বললেন, 'আমি যাচ্ছি। আপনি বেরুবার সময় ভালভাবে দরজা টেনে দিয়ে আসবেন।'

নির্জন ফ্ল্যাটে একলা বসেছিল অনীশ। ববির মৃতদেহ এখন ব্যাগবন্দী। ববি প্রিয়ংবদার স্বামী। অথচ একটু মায়া ভালবাসা নেই প্রিয়ংবদার মনে স্বামীর জন্যে। সম্পর্ক কোথায় গেলে এরকম হয়। অনীশের মনে হল কাজটা ঠিক করছে না। একটার পর একটা অপরাধে সে জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি করবে সে? এখন কি পেছনে ফেরার উপায় আছে? এই সময় হঠাৎই ফ্ল্যাট কাঁপিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল। কি করবে বুঝতে পারছিল না অনীশ। মাথায় যে ভাবনা এসেছিল তা চাপা পড়ে গেল। টেলিফোনটা বেজেই চলেছে অ্যালার্মের মত। কে করছে? গৌরী নয় তো? বারংবার ফোন করছে কেন গৌরী? একসময় শব্দটা বন্ধ হল। আর তার বদলে নিচে হর্ন বেজে উঠল। জানলায় দাঁড়িয়ে অনীশ দেখল একটা লাল মারুতি দাঁড়িয়ে আছে।

স্ট্যান্ডটা ঠেলে সে এগোল। দরজা খুলল। বাইরে কেউ নেই। দরজাটা টেনে বন্ধ করতেই যে আওয়াজ হল সেটা যেন তার নিজের বুকের। এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে নিজেকে শক্ত করে এগোল সে।

আশ্চর্য, সিনেমার গল্পের মত এ বাড়ির কোন মানুষকেই আজ বাইরে দেখা যাচ্ছে না। পায়ে যত কাঁপুনিই থাক, কি সহজে যে পৌঁছে গেল লাল মারুতির কাছে। ডিকিটা খোলাই ছিল। দুহাতে ব্যাগটাকে তুলে সেখানে উঠিয়ে দিয়ে স্ট্যান্ডটাকে নিয়ে সে সামনে চলে এল। কোনদিকে তাকাবার সময় বা ইচ্ছে কোনটাই তার নেই। ড্রাইভিং সিটের পাশের দরজা খুলে উঠে বসে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল সে। প্রিয়ংবদা চুপচাপ ছিলেন এতক্ষণ, এবার জিজ্ঞাসা

করলেন, 'কেউ দেখেছে ?'

'আমি জানি না।' চোখ বন্ধ করে বলল অনীশ।

গাড়ি চালু হল। রাস্তায় বেরিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নার্ভ ঠিক আছে তো ?'

অনীশ জবাব দিল না।

'কোনদিকে যাব ?'

'আমি কি করে বলব ?'

'আশ্চর্য। সব কথার জবাব নেগেটিভ ওয়েতে বলছেন কেন ? একটা কিছু সাজেস্ট করতে পারেন না ? কলকাতার নির্জন জায়গার নাম জানেন না ?'

প্রিয়ংবদার ধমক খেয়ে অনীশ বলল, 'ইস্টার্ন বাইপাস নির্জন।'

'কিন্তু ওখানে পুলিসের গাড়ি টহল দেয় না ?'

'জানি না। মানে এই সময় যাইনি বলেই জানি না।'

এখন বেশ রাত। গাড়ি যাচ্ছে ইস্টার্ন বাইপাসের দিকে। অনীশ বুঝল প্রিয়ংবদা খারাপ চালায় না। ধরা যাক একটা অ্যাকসিডেন্ট হল, পুলিস এল এবং মৃতদেহ ব্যাগ থেকে বের করল। ভাবতেই কাঁটা ফুটল শরীরে। সে সাবধান করল, 'আস্তে চালান। সামান্য অ্যাকসিডেন্টে আমরা বিপদে পড়ব।'

প্রিয়ংবদা হাসলেন, 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'একটু আগে আপনার টেলিফোন বাজছিল।'

'ধরেছেন নাকি ?'

'না।'

'গুড।'

হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ছুটছিল। পার্ক সার্কাস পার হবার পর গাড়ির সংখ্যা কমে গেল। বোটিং ক্লাবের পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্রিয়ংবদা বললেন, 'এদিকে বেশ বসতি হয়ে গিয়েছে।'

বাইপাসের মুখে একটা পুলিস ভ্যান এই রাত্রেও দাঁড়িয়ে। অনীশ দমবন্ধ হয়ে বসে রইল। সেটাকে অতিক্রম করে প্রিয়ংবদা বললেন, 'পুলিস তাহলে এই রাস্তায় আছে।'

বাঁদিকে ঘুরে যেতে যেতে বাইপাসটাকে নির্জন দেখাল। একটাও গাড়ি দুপাশ থেকে আসছে না। মারুতিটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে প্রিয়ংবদা বললেন, 'এখানে ফেলে দেওয়া যায় না ?'

'ব্যাগটাকে ফেলে দেব ?'

'না। ব্যাগ থেকে বের করে ফেলতে হবে।'

'অসম্ভব। আমার একার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'চেষ্টা করে দেখুন না। কোন গাড়ি আসছে না এখন।'

'ইম্পসিবল।' মাথা নাড়তে লাগল অনীশ।

'একটু কোঅপারেট করুন অনীশবাবু।'

'আর কত করব ?'

'পঞ্চাশ লাখের অর্ধেক পেতে গেলে কিছুই করা হয়নি।'

ঠিক এই সময় একটা হেডলাইটের আলো দেখা গেল। তীব্র গতিতে ছুটে আসছে। প্রিয়ংবদা ইঞ্জিন চালু করতেই সেটা সামনে এসে গেল। প্রচণ্ড জোরে ব্রেক করে পাশে এসে দাঁড়াতেই বাইকে একজন পুলিস অফিসারকে দেখা গেল। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কি করা হচ্ছে ?'

প্রিয়ংবদা বললেন, 'এমনি দাঁড়িয়েছিলাম।'

'এমনি ? এমনি দাঁড়ানোর জায়গা এটা ? পাঁচ মিনিট আগে গাড়ি থামিয়ে ডাকাতি হয়েছে এখানে আর আপনারা এমনি দাঁড়িয়ে আছেন। যান, ফুল স্পীডে বেরিয়ে যান। কেউ হাত দেখালেও থামবেন না। যান।'

ধমক খেয়ে প্রিয়ংবদা অ্যাকসিলেটারে চাপ দিলেন। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন অনীশের। অফিসার যদি ডিকিতে উঁকি দিতেন ? ভাবা যায় না।

সে বলল, 'আপনি আমাকে এখানে ফেলতে বলছিলেন না ?'

'হুম। জায়গাটা খারাপ। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।'

'কি ?'

'ঝিলমিল চেনেন ?'

'না।'

'সল্টলেকের শেষ প্রান্তে। পুলিসকে মাথা খুঁড়লেও ওখানে পাওয়া যাবে না। লোকজনও নেই। থাকলে এইসময় কেউ বের হবে না।'

অনীশ জবাব দিল না। একসময় বাইপাস ছেড়ে স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে গাড়ি ঢুকল সল্টলেকে। অনীশের মনে হল এখনই এখানেই চারপাশ গভীর ঘুমে ডুবে আছে। দু-একটা গাড়ি মাঝে মাঝে কিন্তু মানুষ কোথাও নেই পথে। একসময় তারা একটা সাঁকো পেরিয়ে ঝিলমিলের কাছে পৌঁছে গেল। এবার গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে একটা নির্জন জঙ্গুলে পথে চলে এলেন প্রিয়ংবদা। আশপাশে কোথাও বাড়ি নেই। একটা চেনা শব্দ নেই। সমস্ত পৃথিবী যেন থম্ ধরে আছে।

প্রিয়ংবদা বললেন, 'নামুন।'

গাড়ি থেকে নামল অনীশ। এবং তখনই তার মনে পড়ে গেল নিজের ব্যাগটাকে সে প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাটে ফেলে এসেছে। উঃ, কি করে যে এমন ভুল হয় ! ওই ব্যাগে সব রয়েছে তার।

প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল ?'

অনীশ জবাব দিল, 'কিছু না।'

ধীর পায়ে গাড়ির পেছনে পৌঁছে ডিকি খুলল সে।

চারধার শুনশান। আকাশে সামান্য মেঘ। ঝিলমিলের গাছপাতা থেকে একটা রাতের পাখি নিঃশব্দে উড়ে যেতে যেতে আচমকা কর্কশ চেঁচাল। অনীশ নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। কিন্তু ব্যাগের আদল বোঝা যাচ্ছে। সে হাত বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াল। এখন পর্যন্ত সে কি এমন কিছু করেছে যাতে পুলিস তাকে খুনের আসামী বলতে

পারে? সে খুন করেনি, খুনের সাহায্য তার দ্বারা করা সম্ভব নয়। কিন্তু—।

অনীশ মাথা নাড়ল। সে ববিকে ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে সাহায্য করেছে, তাকে ব্যাগে নিয়ে ওপর থেকে নিচে নেমে গাড়িতে তুলেছে। অর্থাৎ অপরাধের জালে সে ইতিমধ্যে ভালভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এখন এখান থেকে পালিয়ে গিয়েও কোন লাভ হবে না। অতএব প্রিয়ংবদা যা চাইছেন তা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অনীশ ব্যাগটাকে টানল। গাড়ির সামনে থেকে প্রিয়ংবদার গলা ভেসে এল, 'তাড়াতাড়ি করুন। কুইক।'

দ্রুতহাতে ব্যাগের দড়ি খুলল অনীশ। খুলতে খুলতে মনে পড়ল তার হাতের ছাপ এই ব্যাগের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পুলিস ব্যাগটাকে পেলে—, সে ঠিক করল ব্যাগটাকে এখানে ফেলে যাবে না। ববির শরীরটাকে ব্যাগের ভেতর ঢোকাতে যত কষ্ট হয়েছিল ব্যাগ থেকে টেনে বের করতে প্রায় একই রকম গলদঘর্ম হতে হল। গোটানো শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে এর মধ্যে। ভাঁজ-গুলো খুলতে বেগ পেতে হচ্ছে খুব। টেনে হিঁচড়ে ববিকে গাড়ি থেকে নামাতে পারল অনীশ। তারপর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি করব?'

'পাশের জঙ্গলে ফেলে দিন।' জানলা দিয়ে মুখ বের করে জবাব দিলেন প্রিয়ংবদা।

'আমার একার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি আসুন।'

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপর গাড়ির দরজা খুলল। প্রিয়ংবদা নেমে চারপাশে তাকালেন। একটু নিঃসন্দেহ হয়ে দ্রুত চলে এলেন পাশে, 'কেমন পুরুষ মানুষ আপনি? গায়ে জোর নেই?'

'না।'

'অদ্ভুত। নিন ধরুন।'

অনীশ দুটো কাঁধ ধরল, প্রিয়ংবদা পা। ধরে খুব সহজ গলায় বললেন, 'লোকটা এই সময়েও আমাকে দিয়ে পা ধরিয়ে নিল।'

অনীশ কিছু বলল না। প্রিয়ংবদার কাছে ববি কি কোনদিনই স্বামী হিসেবে আদরণীয় ছিল না? কোন সুন্দর সুখের মুহূর্ত কি ও ববির কাছ থেকে একটি দিনের জন্যেও পায়নি? কোনও মেয়ে এমন নির্লিপ্ত নির্দয় হতে পারে? কিন্তু এসব নিয়ে ভাববার সময় ছিল না। এখন চারপাশে কেউ নেই কিন্তু কেউ যে আসবে না তার নিশ্চয়তা কি? সে হাঁটা শুরু করল। ববির শরীরের ভার এখন বেশ। ঝুঁকে চলতে হচ্ছে। জঙ্গলের দিকে পিছু ফিরে তাকে ওই-ভাবে হাঁটতে হচ্ছে। উল্টো দিকে প্রিয়ংবদা। গাছপালার ঘষা লাগছে শরীরে। বিছুটি পাতা কিনা কে জানে! প্রিয়ংবদা হাত নামাতে অনীশ তাকে অনুসরণ করল। গাছপালার মধ্যে ওরা ববিকে শুইয়ে দিল ঠিক সেই ভঙ্গিতে যেভাবে সে বাথরুমে শুয়েছিল। প্রিয়ংবদা ফিস ফিস করে বললেন, 'পা দুটো টেনে দিন। কেউ যেন বুঝতে না পারে।'

ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে অনীশের একদম ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু প্রিয়ংবদা বললেন, 'কেউ যদি এখানে এসে ওকে গুলি করে তাহলে যেভাবে পড়ে

থাকবে সেইভাবে রেখে দিন।'

'আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই?'

'ক্রাইম ফিল্ম দ্যাখেন না?'

'না। শুধু সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখি।'

'অদ্ভুত। নিন, একটু পাশ ফিরিয়ে দিন।'

অতএব দুজনে ধরাধরি করে ববিকে পাশ ফিরিয়ে দিল। এবং তখনই দূরে একটা গাড়ির আলো দেখা গেল। খুব ধীরে গাড়িটা আসছে। অনীশ উত্তেজিত গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি চলুন।'

সে পা বাড়াতে যাচ্ছিল কিন্তু প্রিয়ংবদা খপ্ করে ওর কবজি ধরে ফেললেন, 'না।'

'না মানে?'

'গাড়ির কাছে যেতে যেতে ওরা আমাদের দেখতে পাবে।'

'ওরা মানে?'

'গাড়িতে কারা আসছে আমি জানি না।'

'আশ্চর্য! গাড়িটাকে তো দেখতে পাবে।'

'দূর থেকে পাবে না। আমি গাছের আড়ালে পার্ক করেছি।'

গাড়িটা এগিয়ে আসছিল। যেন দুপাশের জঙ্গল দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছে। প্রিয়ংবদা বললেন, 'তাড়াতাড়ি বসে পড়ুন।' কথা শেষ করেই তিনি নিজে হাঁটুমুড়ে বসে অনীশকে হ্যাঁচকা টান দিলেন। টাল সামলে প্রিয়ংবদার পাশেই ধপ্ করে বসে পড়ল অনীশ। গাড়ির আলো তখন মাথার ওপরে গাছের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ছে। প্রিয়ংবদা চাপা গলায় ধমকালেন, 'মাথা নামান, আড়ালে আসুন।' শরীর সরাতে যেতেই শুকনো পাতায় খড়্খড়ে শব্দ বাজল। প্রিয়ংবদা ওর হাত ধরে টানলেন, 'আস্তে।'

গাড়িটা তিরিশ গজ দূরে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দুটো মানুষের গলা পাওয়া গেল, 'ঠিক আছে, এখানেই কাজ শেষ কর।'

প্রিয়ংবদা অনীশকে জড়িয়ে ধরলেন। অনীশের খুব ভয় করছিল। লোক-গুলো যদি ববির মৃতদেহ সমেত তাদের দেখতে পায় তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। কিন্তু ওরা কোন কাজ শেষ করার কথা বলছে? জামার ভেতরে তখন ঘাম জমছে। হঠাৎ তার মনে হল তার শরীরের এক পাশে চমৎকার অনুভূতি। এমন আরামদায়ক অনুভূতির অভিজ্ঞতা তার কখনও হয়নি। প্রিয়ংবদার শরীর এত নরম? তার কাঁধ, বুক ভরে যাচ্ছে। প্রিয়ংবদা সুন্দরী কিন্তু গৌরীকে বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে প্রিয়ংবদার মধ্যে অদ্ভুত জাদু আছে।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হল। চাপা, সম্ভবত অন্যরকম রিভলভার থেকে হলেও শব্দটা যে গুলির তা বোঝা গেল। অনীশ দারুণ ভয় পেয়ে প্রিয়ংবদাকে জড়িয়ে ধরতেই তিনি বললেন, 'ওরা বোধহয় কাউকে গুলি করল।' প্রিয়ংবদার চাপা গলায় উত্তেজনা।

অনীশ কি বলবে বুঝতে না পেরে বলল, 'কি হবে ?'

'কিছু হবে না। নার্ভাস হবেন না।'

ওরা দুজনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রইল ততক্ষণ যতক্ষণ না গাড়িটা বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় গাড়িটার গতি দেখে মনে হল হরিণকে বাঘ তাড়া করেছে। আবার চারপাশ নিঝুম।

প্রিয়ংবদা নিচু গলায় বললেন, 'ছাড়ুন।'

ঝটপট ছেড়ে দিল অনীশ। দিয়ে বলল, 'সরি।'

'ঠিক আছে। চলুন।'

প্রিয়ংবদার পেছন পেছন অনীশ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল রাস্তার ধারে একটা শরীর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওই লোকটাকেই তাহলে এইমাত্র গুলি করল ? কিন্তু গুলি খাওয়ার সময় একটুও শব্দ করল না কেন লোকটা। অনীশকে দাঁড়াতে দেখে প্রিয়ংবদা বললেন, 'চলুন।'

'দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ। একটা মুশকিল হয়ে গেল।'

'কি ?'

'যে কোন গাড়িই ডেডবডিটাকে দেখতে পেয়ে পুলিসকে খবর দেবে। আমি চাইছিলাম ববিকে ওরা কাল বিকেলের আগে না খুঁজে পাক।'

'ববি তো ভেতরে আছে।'

'কিন্তু ওই ডেডবডিটাকে পেয়ে জায়গাটাকে সার্চ করবেই পুলিস।'

'তাহলে ওই ডেডবডিটাকে টেনে একটু আড়ালে রেখে এলে হয়।'

'পারবেন ?'

অনীশ জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল। তারার আলোয় সদ্যমৃত মানুষটির মুখ খুব সবল বলে মনে হচ্ছিল। ছোটখাটো মানুষ। অনীশ দুহাতে কোমর ধরে মৃতদেহটাকে তুলে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিল। সে দেখতে পেল না ওই শরীর থেকে বের হওয়া রক্ত রাস্তায় পড়ে আছে অনেকটা, নিয়ে যাওয়ার পথে ছিটকেছে।

মারুতি গাড়ির কাছে ফিরে এসে ব্যাগটাকে বের করে ডিকি বন্ধ করল সে। ওপাশে খুন করার সময় যদি নাও দেখতে পায় কিন্তু গাড়িটা এখান দিয়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে নিশ্চয়ই এই গাড়ি দেখতে পেয়েছে। দরজা খুলে উঠে বসতেই প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কি ?'

'ব্যাগ। আপনার।'

'আমার নয়। ওটা ববির ব্যাগ।' গাড়ি চালু করলেন প্রিয়ংবদা।

'নিয়ে এলাম। এতে আমার হাতের ছাপ আছে।'

'বাঃ। আপনি দেখছি বেশ বুদ্ধিমান মানুষ।' গাড়ির গতি বাড়ালেন প্রিয়ংবদা।

কি সহজে ঘটনাটা ঘটে গেল। একটা জলজ্যান্ত বেপরোয়া মানুষ আত্মহত্যা করল স্রেফ ভুল বুঝে। গৌরীকেই প্রচণ্ড ভালবাসত ববি। তার

ঔদ্ধত্য, বল্গাহীন জীবনযাপন থেকে এই ব্যাপারটা বোঝা যায়নি। স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব ছিলই। কিন্তু এক বাড়িতে বাস করেও যে এতখানি দূরত্ব তৈরি করা সম্ভব তা কল্পনা করাও মুশকিল। ববির মৃত্যু আর একটা অচেনা মানুষের মৃত্যুর মধ্যে কোন ফারাক নেই প্রিয়ংবদার কাছে। যতদিন ববি বেঁচে ছিল ততদিন তার অস্তিত্বকে সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। কোনরকম সংযোগ না থাকলেও সেটাকে মানতে হয়েছে। কেন ববি ডিভোর্স চায়নি, কেন প্রিয়ংবদা সেটা আকাঙ্ক্ষা করেননি তাও গবেষণার বিষয়। কিন্তু আজ ববির আত্মহত্যার ঘটনাটা ঘটামাত্র প্রিয়ংবদা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যেভাবে লোকে ময়লা হয়ে যাওয়া জামাকাপড় ছেড়ে ফেলে সেইভাবেই তিনি ববিকে ঘাড় থেকে নামালেন। তাঁর কোথাও একটু কাঁপুনি লাগল না।

চুপচাপ গাড়িতে বসে এইসব কথা ভাবছিল অনীশ। ববি যে গৌরীকে ভালবাসত সেটা বোঝাই গেছে। সাময়িক উত্তেজনার পরে গৌরী যেভাবে ববিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাতে কি তার ভালবাসাও স্পষ্ট নয়? অনীশ বুঝতে পারছিল না।

'কোথায় যাবেন?'

'অ্যাঁ?' চমক ভাঙল অনীশের। তারপর মনে পড়তেই বলল, 'আপনার বাড়িতে।'

'কেন?' গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করলেন প্রিয়ংবদা।

গলার স্বরে খানিকটা অবাক হওয়া ছিল। বোধহয় সামান্য বিরক্তিও।

'আমার ব্যাগ আপনার ফ্ল্যাটে ফেলে এসেছি।'

প্রিয়ংবদা জবাব দিলেন না। সল্টলেক থেকে গাড়ি বের হল বেলেঘাটার পথে।

'ববির ব্যাগটার কি বিহিত করবেন?' প্রিয়ংবদা কেটে কেটে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনার লাগবে না?'

'না। ওটাকে নষ্ট করা দরকার।'

অনীশ ভেবে পেল না এত বড় ব্যাগকে কিভাবে নষ্ট করা যায়। কোথাও ফেলে দেওয়া নিতান্তই বোকামি। গঙ্গা কিংবা লেকে ফেলতে গেলে কেউ দেখলেই সন্দেহ করবে। এখন রাত প্রায় তলানির দিকে।

গাড়ি ধর্মতলা ছাড়িয়ে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে আউটরাম ঘাটের দিকে চলল। একটু বাদেই গঙ্গার দর্শন পাওয়ামাত্র শীত শীত করল অনীশের। সে জানে নির্ঘাৎ প্রিয়ংবদা তাকেই ব্যাগটাকে জলে ফেলতে বলবেন।

রাত তখনও ভোরের কিছুটা দূরে, তাই ভ্রমণবিলাসীদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। একটা পুলিস ভ্যান চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রিয়ংবদা ধীরে সুস্থে এগিয়ে চললেন গাড়িটাকে চালিয়ে। তারপর বললেন, 'নাঃ, গঙ্গায় ফেলা যাবে না। কিন্তু আমার একটা ভাল জায়গার কথা মনে পড়েছে। আপনার হাতে জোর আছে?'

'তা, মানে, খানিকটা আছে।' মিনমিন করে জানাল অনীশ।

গঙ্গার ঘাট ছেড়ে গাড়িটা আবার ধর্মতলায় চলে এল। এবার সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরল সেটা। মহাজাতি সদনের কাছে কলকাতা ঘুমিয়ে। একটা লোকও নেই। মাঝখানে পাতাল রেলের অসমাপ্ত কাজ থাকায় দুপাশ দিয়ে গাড়ি যাওয়ার পথ। হঠাৎ গাড়ি থামালেন প্রিয়ংবদা। চাপা গলায় বললেন, 'পাতাল রেলের গর্তে কয়েক ফুট জল অনেক মাস ধরে পচছে। ব্যাগটাকে ওর ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিন।'

অনীশ দেখল। সে বসে আছে রাস্তার বাম ফুটপাতের দিকে। এখান থেকে ছুঁড়লে ওপাশে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সে নিঃশব্দে দরজা খুলে ব্যাগ-টাকে নিয়ে পাতাল রেলের গর্তের দিকে এগিয়ে গেল। পচা জল থেকে গন্ধ বের হচ্ছে। মাঝে মাঝে ওপরে পাটাতন থাকায় জলের অনেকটাই ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে না। সে টুপ করে ব্যাগটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা জলে পড়ল।

অনীশ ওই অন্ধকার জড়ানো রাস্তার চোরাই আলোয় বুঝল ব্যাগটা জলের ভেতর ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে। একসময় আর দেখা গেল না। বড় শান্তি হল। সে আবার ধীর পায়ে গাড়িতে উঠে বসতেই চাকা গড়াল।

'কেউ যদি দেখে ফেলে?' প্রিয়ংবদা ফোঁস করে উঠলেন।

'দেখলেও সন্দেহ করবে না। ছুঁড়লে করত।' গম্ভীর গলায় জবাব দিল অনীশ। গাড়ি ঘুরল। সারাটা পথ কেউ কোন কথা বলল না। মেইন গেটের তালা বন্ধ। কিন্তু তার ডুপ্লিকেট প্রিয়ংবদার কাছে ছিল। তাই দিয়ে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা হল। প্রিয়ংবদা বললেন, 'আপনি এগিয়ে যান, আমি গাড়িটাকে পার্ক করে আসছি।'

সমস্ত বাড়িটা এখন নির্জন, অন্ধকার। গাড়ি থেকে নেমে একটু আড়ালে এসে দাঁড়াতেই সে দেখল প্রিয়ংবদা গাড়ি রাখতে চলে গেলেন। এখন সাড়ে তিনটে। বাড়ি ফিরতে হবে। কাল থেকে কোন খবর দেয়নি মাকে। নিশ্চয়ই সেই ভদ্রমহিলা এখনও তার জন্যে জেগে বসে নেই! কিন্তু কৈফিয়ৎ চাইবেন। একটা কিছু বানিয়ে বলতে হবে। বেশ বিশ্বাসযোগ্য হয় এমন কিছু। রুমালে মুখ মুছল অনীশ। কিন্তু এখনই ব্যাগ নিয়ে যদি সে বেরিয়ে যায় তাহলে ওই গেট কে খুলে দেবে? প্রিয়ংবদা? সে তো ভেতরে ঢুকেই গেটে আবার তালা দিয়ে দিয়েছে। এই সময় প্রিয়ংবদাকে ফিরে আসতে দেখে সে অনুসরণ করল। দুটো মানুষ নিঃশব্দে তালা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকল। আলো জ্বাললেন না প্রিয়ংবদা। বললেন, 'অন্ধকারে দেখতে পাবেন?'

'মানে, একটু চোখ সয়ে গেলে—'

'চোখ কেন, সবকিছুই একসময় সয়ে যায়!' হাসলেন প্রিয়ংবদা, 'আলো জ্বাললে অন্য ফ্ল্যাট থেকে ভাববে আমি এতরাত্রে কি করছি! বুঝলেন?'

'ও, তাই বলুন।' একটু স্বস্তি পেল অনীশ।

'আপনি কি ব্যাগ নিয়ে এখনই চলে যাবেন?'

'যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এই সময়—।'

'তাহলে বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। তার আগে আমি একটু স্নান করে আসি! শরীর ঘিনঘিন করছে।'

'প্রিয়ংবদা পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন। অভ্যস্ত জায়গায় আলোর প্রয়োজন তেমন হয় না।

অনীশ বসল। প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগছে। আজ সারাদিন যেভাবে কাটল জীবনে তেমন অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। সে দুহাত সোফায় ছড়াল। অন্ধকার ফ্ল্যাটটায় কেমন একটা চাপা অস্বস্তি ছড়িয়ে আছে। মানুষ মারা গেলেই তার আত্মা উধাও হয়ে যায় না। আত্মঘাতী আত্মা তো চিরকাল খারাপ হয় বলে শোনা গেছে। এখন যদি এই ঘরে ববির আত্মা থাকে তাহলে? সোজা হয়ে বসল অনীশ। অন্ধকারে চারপাশে তাকাল। তারপর চোখ বন্ধ করে ফেলল। কেবলই মনে হচ্ছিল ঘাড়ের কাছে এখনই কারও নিঃশ্বাস পড়বে। কতক্ষণ কেটে গেছে সে জানে না, টুপ করে শব্দ হতেই চোখ খুলল অনীশ এবং হালকা নীল আলো দেখতে পেল। 'কি ব্যাপার, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

প্রিয়ংবদার গলা কানে যেতেই সে মাথা নাড়ল, 'না, না।'

'কফি খাবেন?'

'না।'

'একটু হুইস্কি? নার্ভ ভাল হবে।'

'আমি ভালই আছি।'

'গুড। আমি কিন্তু গ্যাসে জল বসিয়ে এসেছি। আমার কফি দরকার।'

'বেশ। তাহলে দেবেন।'

'আপনি একেবারে হ্যাঁ বলতে পারেন না, না, চাইতে লজ্জা হয়?' অদ্ভুত হাসি হাসলেন প্রিয়ংবদা। তারপর বললেন, 'এখানে কেন বসে থাকবেন? কিচেনে আসুন, গল্প করতে করতে কফি বানাই।'

অনীশ অনুসরণ করল। সুন্দর কিচেন। ভাল ব্যবস্থা। অনীশ দরজায় দাঁড়াল। গ্যাস বন্ধ করে জল ঢালতে ঢালতে প্রিয়ংবদা বললেন, 'আপনার নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে, না? স্বামী মরে গেল অথচ মেয়েটা কি অদ্ভুত আচরণ করছে?'

অনীশ বলল, 'হ্যাঁ, অস্বীকার করব না।'

'জিজ্ঞাসা করেননি কেন?'

'করেছিলাম, আপনি একটা জবাবও দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা খুব আমাকে কনভিন্স করেনি। এটা অবশ্য আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' অনীশ অনেকক্ষণ

পরে হাসল।

কফি তৈরি করলেন প্রিয়ংবদা, চুপচাপ। তারপর একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'চলুন, ও ঘরে গিয়ে বসি।' ওরা আবার বসার ঘরের নীল আলোয় ফিরে এল।

কফিতে চুমুক দিয়ে বড় ভাল লাগল অনীশের। প্রিয়ংবদা নিঃশব্দে কফি খাচ্ছিলেন। এক সময় তিনি কথা বললেন, 'অনীশবাবু, আমি যেটা করেছি সেটা যে করতে হবে এমন ভাবনা ছিল না। ববি আত্মহত্যা করবে এটা আমার চিন্তার বাইরে। কিন্তু ববি যদি অসুস্থ হয়ে মারা যেত তাহলে হয়ত যে কোন স্ত্রীর মতই আমি আচরণ করতাম। কিন্তু—!' একটু থামলেন প্রিয়ংবদা। ঠোঁট কামড়ালেন, 'আপনি ভাবুন, ও আত্মহত্যা করল গৌরী মারা গিয়েছে শুনে। এর চেয়ে চরম অপমান আর কি যে হতে পারে? তারপর আমার মনে কেন ওর জন্যে নরম জায়গা থাকবে?'

অনীশ এই কথাটা ভাবেনি। সে চুপচাপ মাথা নাড়ল।

'যাক গে। যা হবার তা তো হয়েই গেল।' নিঃশ্বাস ফেললেন প্রিয়ংবদা।

'কিন্তু পুলিস যদি সন্দেহ করে?' অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা প্রশ্নটা বের করল অনীশ।

প্রিয়ংবদা তাকালেন, 'আপনার কি মনে হয় সন্দেহ করবে?'

'পুলিসকে কিছুই বিশ্বাস নেই।'

'তা অবশ্য নেই। কিন্তু ব্যাপারটা জানি শুধু আমি আর আপনি। আমরা যদি দুজনে ঠিক থাকি তাহলে ভয়ের কিছু নেই। তাই না?'

'ঠিক থাকি মানে?'

'ওঃ। আমি বলতে চাইছি আমরা যা করব আলোচনা করেই করব। নিজেদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি যেন না হয়।'

অনীশ হাসল, 'আপনি তো আমাকে ভাল করে চেনেনই না।'

'ঠিক। কিন্তু আপনার ওপর আমার আস্থা এসে গিয়েছে। আপনি কারও ক্ষতি করতে পারেন না। আপনাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে বিপদে পড়তে হবে না।'

অনীশ কফির কাপ নামিয়ে রাখল, 'বন্ধু? আপনি কি আমার বন্ধু হবেন?'

'অবশ্যই।'

'আপনি সত্যি কথা বলছেন?'

'যতদিন না আপনি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন!'

প্রিয়ংবদা হাত বাড়ালেন। বেশ কাঁপুনি নিয়েই অনীশ সেই হাত স্পর্শ করল।

প্রিয়ংবদা বললেন, 'তবে আমার মনে হয় এখন থেকে কিছুদিন আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। বাইরের লোক যেন না দ্যাখে আমরা হঠাৎ খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছি। অন্তত পুলিস যতদিন না ব্যাপারটা সহজভাবে

নিচ্ছে। এর ওপরে আছে গৌরী। ও যদি দ্যাখে আপনি আর আমি খুব ভাল বন্ধু হয়ে গেছি তাহলে গন্ধ পাবেই।'

কথাটা ভাল লাগল না অনীশের, 'আপনার সঙ্গে কোনরকম দেখা সাক্ষাৎ হবে না?'

'সেটা দুজনের পক্ষেই মঙ্গল হবে।'

'তাহলে আলোচনা করব কি করে? দুজনের মধ্যে সমঝোতা থাকবে কিসে?'

'আপনি টেলিফোন করবেন। পাবলিক বুথ থেকে। নিজের নাম বলবেন না। বলবেন, বন্ধু বলছেন। ববির নাম একদম উচ্চারণ করবেন না। এমনভাবে কথা বলবেন যা আপনি আর আমি ছাড়া কেউ বুঝবে না!' হাসলেন প্রিয়ংবদা। তারপর উঠে এলেন কাছে, 'অনীশ, আমি কিন্তু খুব ভাল বন্ধু হতে পারি। আপনি দেখবেন।'

অনীশের অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু বলতে পারল না।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে প্রিয়ংবদা বললেন, 'আমি হয়ত ভাল স্ত্রী হতে পারিনি। পারলে ববিকে আমার কাছে আটকে রাখতে পারতাম। যাক গে! সবাই তো সব কিছু পারে না। হ্যাঁ, এসব কথা বলতে গিয়ে অন্য দিকটা আর আমাদের মাথায় নেই।'

'কি ব্যাপার বলুন তো?' অনীশ জিজ্ঞাসা করল।

'আপনি আগামীকাল ইনসিওরেন্স অফিসে যাচ্ছেন?'

অনীশের চট করে সব মনে পড়ে গেল, 'হ্যাঁ। দশটার একটু বাদে।'

'নমিনির জায়গাটায় আমার নাম লিখছেন?'

'সেইরকমই তো বলেছেন। কিন্তু কি লাভ হবে? যতদিন আদিনাথ মল্লিক বেঁচে থাকবে ততদিন কোন লাভ হবে না।'

'আদিনাথ মল্লিক বেশিদিন বেঁচে থাকবেন না।'

'কি করে এমন কথা বলছেন?'

'ওঁর ছেলে-মেয়েরাই ওঁকে বাঁচতে দেবে না। দেখবেন।'

নিঃশ্বাস ফেললেন প্রিয়ংবদা, 'কাজটা হয়ে যাওয়ামাত্র আপনি আমাকে টেলিফোন করবেন। তাই তো?'

'আচ্ছা।'

'আপনি গৌরী এবং ওর দাদাকে বলবেন ওদের কথামতই কাজ করেছেন।'

'বলব। কিন্তু চেক যে ডিসঅনারড্ হয়নি তা গৌরীদেবী জেনে যাবেন।'

'যাক গে। তাতে কিছু এসে যাবে না।'

হঠাৎ অনীশের খেয়াল হল, 'ববিবাবুর মৃতদেহ নিশ্চয়ই কালই পুলিস পাবে।'

'পেতে পারে।'

'দুটো ডেডবডি আছে ওখানে। একটা যে ববিবাবুর তা জানবে কি করে?'

হঠাৎ মুখ তুলে তাকালেন প্রিয়ংবদা, 'খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। ববির পকেট-

গ্নলো দেখে নেওয়া উচিত ছিল। ওর পার্সে অনেকগ্নলো কার্ড আছে। ওগ্নলো না থাকলে প্নলিসকে খ্নঁজে পেতে একট্ন হয়রানিতে পড়তে হত, তাতে সময়ও যেত। কি করা যায়?'

'কি করা যায় মানে?' চমকে উঠল অনীশ, 'আপনি কি আবার ওখানে গিয়ে ওর পকেট থেকে কার্ডগ্নলো বের করে আনার কথা ভাবছেন?'

'করতে পারলে খ্নব ভাল হত।'

'অসম্ভব। আমার দ্বারা হবে না।'

'কিন্তু করতে পারলে দ্নশ্চিন্তা থাকত না।'

'আর গিয়ে যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে দেখতে হবে না। একটা নয়, দ্নটো ডেডবডি। সেই খ্ননের দায়ও আমাদের ঘাড়ে চাপবে।' ঘড়ি দেখল অনীশ। সাড়ে চারটে বাজে।

'থাক তাহলে।' অনিচ্ছায় বললেন প্রিয়ংবদা।

'এবার আমাকে উঠতে হয়।'

'যেতে পারবেন?'

'ফর্সা হয়ে এসেছে নিশ্চয়ই।' অনীশ উঠে দাঁড়াল, 'আমার ব্যাগটা—।'

'নিশ্চয়ই। দাঁড়ান, আমার টেলিফোন নম্বর দিচ্ছি, আর আপনার ঠিকানাটাও আমাকে দিন।' যাওয়ার সময় অনীশ আর একবার ঘ্নরে দাঁড়াল দরজায়। তারপর বলল, 'আপনি আমাকে বন্ধ্ন বলেছেন। এই অবস্থায় কেউ হয়ত চট করে বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু আমি করছি।'

'কেন?'

'আমি জানি না।'

অনীশ দরজা খ্নলে বেরিয়ে এল। ফ্ল্যাট বাড়ির গেট তখন সবে খ্নলেছে। দারোয়ান ফিরছিল। অনীশ একটা আড়াল দেখে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা চলে যেতেই সে বেরিয়ে এল। অন্ধকার এখন প্রায় ফিকে। রাস্তার আলো জ্বলছে। একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল সে।

বাড়ির সামনে যখন পেঁছিল তখনও পাড়া চ্নপচাপ। এখন ডাকাডাকি করলেই পাড়া জাগবে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সে বাড়ির রকে নিঃশব্দে বসল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোনমনা করে বেল বাজাল। তার মনে হল বেলের এমন কর্কশ শব্দ সে জীবনে শোনেনি।

খানিক পরে অনীশের মা দরজা খ্নলে দাঁড়ালেন। ম্নখে কোন কথা নেই। বেশ উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। অনীশ মাথা নিচ্ন করে বলল, 'কাজ করতে গিয়ে রাত হয়ে গিয়েছিল, ব্নঝতে পারিনি—'।

'তাই শ্বশ্নরবাড়িতেই থেকে গেলি?'

'শ্বশ্নরবাড়ি?' হকচকিয়ে গেল অনীশ।

'রক্ষেকালীর বাপের বাড়ি।'

'না, না। আমি সেখানে যাইনি।'

'তাহলে কোন চ্নলোয় যাওয়া হয়েছিল? বিকেল থেকে একটার পর একটা

লোক এসে খবর করছে। একটা ধিঙ্গি মেয়ে তো তিনবার এসেছিল। শেষবার রাত দশটায়। এইসব দেখার জন্যে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে? জবাব দে!'

অনীশ অপরাধীর গলায় বলল, 'খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে মা।'

ভদ্রমহিলা আর দাঁড়ালেন না। দুমদুম পা ফেলে ভেতরে চলে গেলেন।

আলো জ্বালার দরকার ছিল, কিন্তু জ্বালল না অনীশ। ক্লান্ত পায়ে বসার ঘরে চেয়ার টেনে বসল। কোত্থেকে যে কি হয়ে গেল। আইনের চোখে তো বটেই মায়ের কাছেও সে অপরাধী। কি দরকার ছিল এত লোভ করার। যেভাবে এতদিন ছিল সেইভাবে না হয় থাকা যেত! চোখ বন্ধ করে বসেছিল সে। আর বন্ধ চোখের পাতায় ফুটে উঠল ববির শরীর। ওঃ। পুলিস কি এতক্ষণে ববির দেহ খুঁজে পেয়েছে? খুব ইচ্ছে করছিল ব্যাপারটা জানার। তারপরেই প্রিয়ংবদার মুখ কল্পনা করল সে। যে কেউ শুনলে শিউরে উঠবে, হয়ত ঘেন্নাও করবে, কিন্তু প্রিয়ংবদার কোন দোষ দেখতে পাচ্ছে না অনীশ। ওরকম স্বামীর এই ব্যবহারই পাওয়া উচিত। প্রিয়ংবদা তাকে বন্ধু বলেছে। আঃ, বন্ধু! সে কি আর একটু ঘনিষ্ঠ হতে পারে না? জঙ্গলের ভেতরে বসে থাকার সময় প্রিয়ংবদার শরীরের সান্নিধ্যটুকু স্মরণ করতেই শরীর রোমাঞ্চিত হল। না, সে বন্ধু হবেই। আরও বেশি হবে।

এই সময় বাড়ির সামনে একটা গাড়ির আওয়াজ হল। অবসাদ বেশ থাকায় সেটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি অনীশ। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত বাদেই দরজায় শব্দ বাজল। চোখ মেলতেই অমিতাভকে দেখতে পেল অনীশ। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে ব্যাগটাকে মাটিতে নামিয়ে রাখল।

'এই সকালেই বেরুচ্ছেন নাকি?' অমিতাভ বেঁকা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'না-না।'

'তাহলে? এই পোশাকে? নাকি বাড়িতে এইমাত্র ফিরলেন?'

'মানে, কাজ ছিল তো, তাই—!'

'কাল দুপুর থেকে আপনাকে খুঁজে যাচ্ছি।'

'ও। কেন?'

'তার আগে বলুন গৌরীর সঙ্গে কিরকম ধান্দা করেছেন?'

'গৌরী দেবী। কই, না তো!'

'দুনম্বরী লোকদের আমি একদম পছন্দ করি না।'

'এ আপনি কি বলছেন?'

'আমি খবর নিয়েছি, কাল আপনি গৌরীর স্কুলে গিয়েছিলেন দুবার।'

'হ্যাঁ, মানে, উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

'এখানে আপনাকে খুঁজতে গৌরী এসেছিল।'

'আমি জানি না।'

'আমি জানি। আমার বাবা আপনাকে দিয়ে ইন্সিওরেন্স করাচ্ছেন আমার বোনের সঙ্গে আপনার দেখা করার কি দরকার? তার কি প্রয়োজন এখানে

আসার ?'

'আপনি যা করতে চাইছেন উনিও তাই চাইছেন।'

'মানে ? কি চাইছে সে ?'

'আপনার বাবার টাকা যেন বাইরে বেরিয়ে না যায়। উনি নাকি একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।'

'কেন ? আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি।'

'আমি তা জানি না।'

'বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে একটা উইল করিয়েছে। আমাকে বাবা পছন্দ করে না। কিন্তু সে যে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তা আপনাকে কে বলল ?'

'গৌরীদেবী।'

'বাজে কথা। ইয়ার্কি নাকি!' ফুঁসে উঠল অমিতাভ, 'কি করতে বলেছে সে ?'

'বলাটা কি উচিত হবে ?'

'মানে ? আপনি বলবেন না কেন ? আপনাকে আমি টাকা দিইনি ?'

'দিয়েছেন!'

'গৌরী কি আপনাকে টাকা দিয়েছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে ?'

'অনীশ একটু ভাবল। তারপর বলল, 'উনি আপনার বাবার সই করা চেকটার ওপর এমনভাবে ওভাররাইটিং করতে বলেছেন যাতে ওটা বাউন্স করে।'

'অ্যাঁ ? কি স্পর্ধা! কেন ?'

'উনি চান না বাবার টাকা বেরিয়ে যাক।'

'আর আপনি গলে গিয়ে সেটা করেছেন!'

হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা তুলে টেবিলের ওপর রেখে সেটাকে খুলল অনীশ। তারপর চেক বের করে দেখাল, 'দেখুন, আমি রাজি হইনি।'

কাছে এসে ঝুঁকে চেকটাকে দেখল অমিতাভ। তার মুখের ভাব নরম হল, 'গুড। আজ কখন প্রপোজাল জমা দিচ্ছেন ?'

'দশটার একটু বাদে।'

'কোন ব্রাঞ্চে।'

নামটা বলল অনীশ। তারপর চেক ব্যাগে ঢুকিয়ে নিচে নামিয়ে রাখল।

'ও হ্যাঁ, আপনার সেই মেয়েটিও ওখানে আসবে ? তাই তো বলেছিলেন।'

এতক্ষণে চম্পাকলির নাম মনে পড়ল অনীশের। আর একটি যুদ্ধক্ষেত্র। সে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। তাই তো বলেছিল।'

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'কি ব্যবস্থা ?'

'যাতে আর কখনও আপনাকে না জ্বালায়।' হাসল অমিতাভ।

দ্রুত মাথা নাড়ল অনীশ, 'না, না। তার দরকার নেই।'

'কি ব্যাপার ? কাল বললেন সাহায্য করতে আর আজ পাল্টি খেয়ে গেছেন ?'
'না, বলছিলাম কি, আমি ওকে কাটাবার চেষ্টা করব।'
'যদি না পারেন ?'
'ঠিক পারব।'
'ভাল। তাহলে সকালে ইনসিওরেন্স অফিসে দেখা হবে।'
'আপনি যাবেন ?'
'যাব। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলব না।' অমিতাভ বেরিয়ে গেল।

দরজায় ভাল শব্দ হতে ঘুমটা ভাঙল। সেই ভোরে বিছানায় পড়েছিল অনীশ আর পড়ামাত্র গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল। শব্দটা কানে যেতে কোন-মতে চোখ মেলে দেখল মা দরজায় দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, 'যাও, সেই ধিঙ্গি এসে বসে আছে।' মা দাঁড়ালেন না।

ধিঙ্গি ? তড়াক করে উঠে বসল অনীশ। নিশ্চয়ই গৌরী। মা আচ্ছা নামকরণ করেছেন। একজন রক্ষেকালী অন্য ধিঙ্গি। প্রিয়ংবদাকে দেখলে কি নাম দেবেন ?

শরীরে প্রচণ্ড আলস্য, কোনমতে মুখ ধুয়ে নিচে নেমে এল সে। বাইরের ঘরে অস্থির হয়ে বসে আছে গৌরী। তাকে দেখামাত্র জিজ্ঞাসা করল, 'কাল কোথায় ছিলেন ?'

'কেন ? বাড়িতেই।'

'না। ছিলেন না। রাত সাড়ে দশটাতেও পাইনি। আপনার মা বললেন ভোরে ফিরেছেন। দাদা এসেছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'ওর সঙ্গে ছিলেন ?'

'না।'

'বসুন। আপনার সঙ্গে গতকাল ববির দেখা হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলেছে সে ?'

'ফর্মগুলো উনি নিয়ে যাননি।'

'সেইকথা আমাকে বলতে যাননি কেন ?'

'অন্য কাজ ছিল।'

'তারপর আর সময় পেলেন না ? বাবার সই করা ফর্ম হারিয়ে গেল আর আপনার কোন দায়িত্ব নেই ?'

'আমার মনে হয় ফর্মগুলো আপনার ওখানেই পড়ে আছে।'

'থাকলে তো তখনই দেখতে পেতেন।'

'উনি বললেন নিয়ে যাননি, আপনার ওখানেও নেই। তাহলে আমি কি করব ?'

'যাকগে। ওগুলো তো আর লাগছে না। আচ্ছা, ববি কি আপনাকে

বলেছিল সে কোথায় যাচ্ছে ? কোন কথা হয়েছিল ?'

'না। কিছুই বলেননি উনি।'

'অদ্ভুত। কাল থেকে ববির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এত চিন্তায় আছি।'

'চিন্তার কি আছে! উনি তো আপনার শত্রু।'

'শত্রু ? কে বলল আপনাকে ?'

'আমার সামনেই উনি আপনাকে মেরেছিলেন।'

'হ্যাঁ। মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল ওর। একটু পাশব। কিন্তু শত্রু নয়।'

'ও।'

'ওর বাড়িতে ফোন করেছি কয়েকবার। প্রিয়ংবদা বলল নেই। রাত্রে এতবার ফোন করলাম কেউ ধরলই না। এত ফিসি লাগছে ব্যাপারটা। যাকগে, আপনি চেকটার ব্যবস্থা করেছেন ?' সরাসরি তাকাল গৌরী।

'হ্যাঁ।' সাহস করে মিথ্যে বলল সে।

'বাউন্স করবে তো ?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। আপনাকে যে কথা দিয়েছি সেটা রাখব। কখন যাবেন ?'

'সকালে।'

'কোন্ ব্রাঞ্চে ?'

'কেন ? আপনি কি যাবেন ?'

'যেতেও পারি। তবে গেলে আপনাকে ডিস্টার্ব করব না।'

ব্রাঞ্চের নাম জানাল অনীশ। গৌরী উঠল, 'আচ্ছা, আপনি যখন ববির বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন প্রিয়ংবদা ছিল ?'

'হ্যাঁ, ছিলেন।'

'ঠিক আছে।' গৌরী বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল সে। দুই ভাইবোনকেই তো সে বলে দিল কোথায় যাচ্ছে। দুজনেই যদি উপস্থিত হয় তাহলে ? যা হবার হোক। অনীশ ঠিক করল, আর দেরি করবে না। হাতে সময়ও বেশি নেই।

গৌরাঙ্গদা তাঁর বসার ঘরেই ছিলেন। তাকে দেখামাত্র বললেন, 'কোথায় থাক সারাদিন ? লোক পাঠিয়েছিলাম বাড়িতে। এস বসো। প্রপোজাল রেডি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ব্যাগ খুলে চেকসমেত কাগজপত্র বের করে দিল অনীশ। খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন গৌরাঙ্গদা। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'চিত্রলেখা কে ?'

বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল অনীশের, 'উনি নাকি খুব স্নেহ করেন।'

'এত টাকার ইনসিওরেন্স, অথচ নিজের ছেলেমেয়েকে দিলেন না? তারা নেই?'

'আছে।'

'স্নেহটা কি ধরনের? ভদ্রমহিলার বয়স কত?'

'জানি না।'

'হুম্। ভাল করে জেনে নিয়েছ তো সব।'

'হ্যাঁ। কোন গোলমাল নেই।'

'একটু কাটাকুটি করা হয়েছে মনে হচ্ছে, অন্য নাম লিখেছিলেন নাকি?'

'লেখার সময় একটু—।'

'ছেলেমেয়েরা জানে?'

'না। উনি জানাতে চাইছেন না। আমাকে বারংবার নিষেধ করেছেন কাউকে না জানাতে।'

'বেশ। কিন্তু অনীশ, এই ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক নয়।'

অনীশ চুপ করে থাকল।

'চম্পাকলি আমাকে না বললে আমি কিছুতেই কোম্পানিকে রাজি করাতাম না।'

অনীশ মাথা নিচু করল।

'চম্পাকলি সুন্দরী নয়, একটু ক্যাট ক্যাট কথা বলে। কিন্তু জানো তো বাবার কাছে সব মেয়েই সমান আদরের। সব বাবাই চায় মেয়ে সুখী হোক।'

'তাতো ঠিক।'

'তুমি চম্পাকলিকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছ জেনেই এটা আমি করলাম।'

'বিয়ে?'

'হ্যাঁ। তোমার মায়েরও নাকি তাকে খুব পছন্দ হয়েছে। এসব ভাল কথা। তা সুরবালা বলছিল আজই তোমরা সই-টই করছ। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি আমার। আমি হিন্দুমতে সানাই বাজিয়ে বিয়ে দেব বলে ভাবছি।'

'আপনি যেমনটি বলবেন।'

'তোমারও কি সই করার ইচ্ছে?'

'একদম না।' মাথা নাড়ল অনীশ।

হঠাৎ ভেতরের দরজায় শব্দ হল, 'এই মিথ্যেবাদী। এক মুখে দুই কথা?'

অনীশ দেখল দরজায় চম্পাকলি দাঁড়িয়ে আছে। এই সকালবেলায় কোন মেকআপ নেই। মা খুব কম করে বলেছেন রক্ষেকালী। তার চেয়ে বেশি কিছু বলা উচিত। চম্পাকলি ঘরে ঢুকে বলল, 'ওর কথা একদম বিশ্বাস কোরো না বাবা, এক নম্বরের ফোরটুয়েন্টি। তোমার কাছে ন্যাকা সাজছে।'

গৌরাঙ্গদা চমকে উঠলেন, 'কি ব্যাপার অনীশ?'

অনীশ বলল, 'আমি বলছিলাম কি, এত তাড়াতাড়ি না করে—! মানে আমার মায়েরও অন্য ইচ্ছে ছিল তো, আমি একমাত্র সন্তান।'

'তোমার মায়ের কি ইচ্ছে?'

'আপনার মতনই।'

চম্পাকলি বলল, 'অসম্ভব। তোমার মাকে আমি চিনে গিয়েছি। তাছাড়া আমি তো তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না। আগে বিয়ে হবে তারপর প্রপোজাল জমা দেবে।'

অনীশ বলল, 'প্রথমেই এত অবিশ্বাস করা কি ঠিক?'

গৌরাঙ্গদা বললেন, 'কথাটা মিথ্যে নয়। দুজনে একসঙ্গে সারাজীবন থাকবে, বিশ্বাসই হল তার ভিত। তাছাড়া অনীশ তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

অনীশ মাথা নাড়ল, 'নিশ্চয়ই। গৌরাঙ্গদা ছাড়া আমি কাজ করব কি করে?'

চম্পাকলি দাঁড়াল না। দুমদাম পা ফেলে ভেতরে চলে গেল।

গৌরাঙ্গদা বললেন, 'মেয়ে আমার বড় অভিমানী। একটু সহ্য করতে হবে অনীশ।'

অনীশ মাথা নাড়ল, 'আপনি চিন্তা করবেন না গৌরাঙ্গদা।'

ঠিক সাড়ে দশটার সময় গৌরাঙ্গদার সঙ্গেই ট্যাক্সি থেকে নামল অনীশ। নেমেই নজরে পড়ল উল্টো ফুটপাথে অমিতাভ দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

অনীশ গৌরাঙ্গদার পেছন পেছন ব্রাঞ্চ অফিসে ঢুকল।

এই ব্রাঞ্চে গৌরাঙ্গদার বেশ প্রতিপত্তি আছে। পিওন থেকে বাবুরা তাঁকে সামনাসামনি খাতির করে।

এখনও অফিসের জমজমাট আবহাওয়া তৈরি হয়নি। বাবুরা হেলতে-দুলতে আসছেন। যেতে যেতে গৌরাঙ্গদা দু-তিনজনের সঙ্গে কথা বললেন। এদের সঙ্গে অনীশও পরিচিত।

ব্রাঞ্চ অফিসার সুবর্ণ সোমের ঘরে ঢুকলেন গৌরাঙ্গদা, 'নমস্কার সোম-সাহেব।'

'আরে আসুন আসুন। বসুন। বসুন অনীশবাবু। চা চলবে?' সুবর্ণ আপ্যায়ন করলেন।

'না না। ভাত খেয়ে বেরিয়েছি, এখন পেটে চা পড়লে অম্বল হয়ে যাবে।'

'আপনার সেই কেসটা নিয়ে আজকে আসবেন বলেছিলেন না?' সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। অনীশের ক্লায়েন্ট। কাগজপত্র সব তৈরি।'

'চেক এনেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার।' অনীশ জবাবটা দিল।

'দেখি।' হাত বাড়িয়ে কাগজপত্র নিয়ে সুবর্ণ চোখ বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই মিস্টার মল্লিককে আপনি কতদিন চেনেন?'

'বেশ কিছুদিন।' শুকনো লাগল নিজের কানে নিজের গলা অনীশের।

সোম গম্ভীর হলেন, 'গৌরাঙ্গবাবু, আপনাকে তো বলেছি, এই বয়সের লোক হঠাৎ এত টাকার বীমা করাতে চাইলে অস্বস্তি হবেই। হঠাৎ তিনি নিজের

জীবনটাকে এত মূল্যবান ভাবলেন কেন ? পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তো বিশাল ব্যাপার, বুঝতে পারছেন ?'

গৌরাঙ্গদা টেবিল থেকে হাত সরালেন, 'বড়লোকের খেয়াল মশাই। এতদিন হয়ত ওঁর মাথায় বীমা করানোর চিন্তা আসেনি। যা শুনলাম প্রিমিয়াম দেবার ক্ষমতা আছে। হয়ত দেখা যাবে এই বীমা করে ওঁর কোন লাভই হল না।'

'ওঁর ছেলে-মেয়ে কটি ?'

'দুজন। ছেলে এবং মেয়ে।' অনীশ জবাব দিল।

'অর্থাৎ মারা গেলে এঁরাই সম্পত্তি পাবেন ?'

অনীশ জবাব দিল, 'অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে হয়ত তাই—!'

'এই ইন্সিওরেন্সের নমিনি কে ?' পাতা ওল্টালেন সোমসাহেব, 'এই চিত্রলেখা সেন কে ? মিস্টার মল্লিকের কে হন ?'

'সম্ভবত দূরসম্পর্কের আত্মীয়। স্নেহের সম্পর্ক।' অনীশ জবাব দিল।

'নামটি রি-রাইট হয়েছে মনে হচ্ছে। ওঁর ফোন নম্বর কি ? ফোনে পাওয়া যাবে ?' সোম সোজা হয়ে বসলেন। অনীশ তাঁকে নম্বরটি দিতেই তিনি ডায়াল করলেন।

অনীশের খুব হালকা লাগছিল। ওঃ। অনেক ভেবে ঠিক করেছিল মল্লিক-সাহেবের দেওয়া নাম সে পাল্টাবে না। এই একটা জায়গায় তাকে সৎ থাকতে হবে ? প্রিয়ংবদা ওর নাম নমিনি হিসেবে দিতে বলেছিল। সে-ই ইচ্ছে হয়েওছিল অনীশের। হয়ত কেউ জানতে পারত না ঘটনাটা। কিন্তু ববির মৃত্যুর পরে পুলিসের যদি সন্দেহ হয় তাহলে এই ঘটনা থেকে অনীশকে জড়িয়ে দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সেটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই প্রিয়ংবদার নামটা সে সরিয়ে দিয়েছে।

'মিস্টার আদিনাথ মল্লিক আছেন ? ও, নমস্কার। আমি বীমা কোম্পানির অফিস থেকে সুবর্ণ সোম বলছি। আপনার নামে একটা প্রপোজাল জমা পড়েছে। নমিনি হিসেবে যার নাম লেখা আছে তাকে আপনি স্বেচ্ছায় ওই অধিকার দিচ্ছেন ? না, সাধারণত আমরা পার্টিকে এই প্রশ্ন করি না, কিন্তু আপনার বয়স এবং টাকার অঙ্কের জন্যে করছি। যদি আপনি নিজের ছেলেমেয়েকে নমিনি করতেন তাহলেও বিরক্ত করতাম না। বলছি, শ্রীমতী চিত্রলেখা সেন, ঠিকানা —। হ্যাঁ ? ও, অনেক ধন্যবাদ। আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি কাগজ দেবার চেষ্টা করব। এর-মধ্যে আপনার চেক ক্লিয়ার হয়ে যাক। বাই।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে মাথা নাড়লেন সুবর্ণ সোম, 'হ্যাঁ, ভদ্রলোক তো অ্যাডমিট করলেন। কিন্তু কে এই চিত্রলেখা সেন ? অদ্ভুত ব্যাপার !'

এবার গৌরাঙ্গদা হাসলেন, 'প্রাক্তন প্রেমিকা হতে পারেন !'

অনীশ বলল, 'এমন হতে পারে মিস্টার মল্লিকের কিছু অবলিগেশন আছে ওই ভদ্রমহিলার কাছে। সোজাসুজি টাকা দিলে নেবেন না, তাই—।'

'তাই বলে এত টাকা ? আপনি তো এই একটা কেস করেই লাল হয়ে যাবেন মশাই। অবশ্য কোম্পানির এর জন্যে যদি লালবাতি জ্বলে তাহলে আমাকে

ডুবতে হবে। গৌরাঙ্গবাবু যখন বলছেন তখন আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু অনীশবাবু একটা কারেন্ট ই-সি-জি রিপোর্ট চাই।'

'সঙ্গে তো দিয়েছি।'

'মাসখানেক আগেকার। এই ডাক্তার অবশ্য আমাদের প্যানেলের, কিন্তু পার্টির ঠিকানা যে জোনের সেখানে অন্য ডাক্তার আছেন। তাঁকে দিয়ে করিয়ে আনুন।'

'করাতেই হবে ?'

'পরে অসুবিধেয় পড়বেন। মিনিমাম ফর্মালিটিস মানুন। ডক্টর হরিহর মিত্রকে কি আপনি চেনেন গৌরাঙ্গবাবু ?' সুবর্ণ সোম জিজ্ঞাসা করলেন।

'হরিহর। ও। ঠিক আছে। আমরা কাল বা পরশু জমা দিচ্ছি রিপোর্টটা। ততক্ষণ বাকি কাগজগুলো জমা নিয়ে নিন।'

গৌরাঙ্গদা অনুরোধ করলেন।

অনীশ বলল, 'একটা কথা আছে। আদিনাথ মল্লিক চান না নমিনির ব্যাপারটা কেউ জানতে পারুক। অফিস থেকে যেন ফাঁস না হয়ে যায়।'

সুবর্ণ সোম বললেন, 'নিশ্চিন্ত থাকুন। যা করার আমি করছি, আপনি রিপোর্ট আনুন।'

বাইরে বেরিয়ে গৌরাঙ্গদা বললেন, 'তোমার কাজ তো অর্ধেক হয়ে গেল। তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে কবে যাব ? মেয়ের বাপের তো যেতে হয়।'

'যেদিন বলবেন।'

'ঠিক আছে, তুমি বিকেলে বাড়িতে এসো। হরিহরকে কাল সকালে দেখে দিতে বলে রাখব। বিকেলে এসে ঠিকানাটা নিয়ে যেও। অনীশ, আমার মেয়েটার মাথা গরম কিন্তু সে খুব খারাপ নয়। ওকে কথা দেবার আগে তোমার ভাবা উচিত ছিল। এখন আর পিছিয়ে যেও না।' কথাগুলো বলে গৌরাঙ্গদা চলে গেলেন।

রুমালে মুখ মুছল অনীশ। তারপর একটু অন্যমনস্ক অবস্থায় বাড়ির বাইরে আসতেই দেখল অমিতাভ সামনে দাঁড়িয়ে, 'কাজ হয়েছে ?'

নিঃশ্বাস ফেলল অনীশ, 'একটু বাকি আছে। ওঁর হার্ট পরীক্ষা করাতে হবে।'

'হার্ট ?' অমিতাভ চিন্তিত হল, 'বাবার ইসিজি রিপোর্ট দেননি ?'

'দিয়েছি। কিন্তু ওই বয়সের মানুষকে এরা নিজেদের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাতে চায়।'

'যে ডাক্তার রিপোর্ট দিয়েছেন তিনিও এদের সঙ্গে যুক্ত।'

'কিন্তু ওঁর জোন আলাদা। এতে অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। কাল সকালে পাঁচ মিনিটের জন্যে মিস্টার মল্লিক ডাক্তারের কাছে যাবেন। দুপুরেই আমি রিপোর্ট জমা দিয়ে দেব। তারপর শুধু চেক ক্যাশ হবার অপেক্ষা।' অনীশ হাসতে চেষ্টা করল।

'যা বলেছিলাম সেই রকম করেছেন তো ?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

কিন্তু অমিতাভকে নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'যে মেয়ে-ছেলেটার কথা আপনি আমাকে বলেছিলেন সে কি এসেছে ?'

'আজ্ঞে না। আমি ম্যানেজ করেছি।'

'ঠিক আছে। চলি।' অমিতাভ দূরে পার্ক করে রাখা একটা গাড়িতে হেঁটে গিয়ে উঠল। তার গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পর রুমালে মুখ মুছল অনীশ। খুব টায়ার্ড লাগছে। একটু ঘুমাতে পারলে বাঁচা যেত। গোরাঙ্গদা আর একবার শাসিয়ে গেল। সিদ্ধি-খাওয়া রক্ষেকালীকে বিয়ে করতে হবে। ইল্লি! চোখের সামনে প্রিয়ংবদার মুখ ভেসে উঠল। আহা, কি জিনিস! প্রিয়ংবদা অবশ্য রেগে যাবেন ওঁর নাম নমিনির জায়গায় পাল্টে দিয়েছে বলে। করে যে ভাল করেছে তা তো প্রমাণিত হল। আদিনাথ প্রিয়ংবদার নাম শুনলেই থানায় ফোন করতেন। জালিয়াতির অভিযোগে জেলে না ঢুকিয়ে ছাড়তেন না। সেইসঙ্গে বীমা কোম্পানিও তাকে তাড়াত। মেয়েদের পরামর্শ মাঝেমাঝে শুনতে নেই।

'কি ভাবছেন ?

চমকে পাশে তাকাতে অনীশ দেখল গৌরী গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে আছে। কখন গাড়িটাকে ওর কাছে নিয়ে এসেছে টেরই পায়নি অনীশ। সে বলে উঠল, 'আপনি ?'

'আপনাকে তো বলেছিলাম আমি আসব। উঠুন।'

বাধ্য ছেলের মত আদেশ পালন করল অনীশ। এ্যাক্সিলেটরে চাপ দিয়ে গৌরী বলল, 'বলেছিলাম আপনার সঙ্গে কথা বলব না। কিন্তু শ্রীযুক্ত অমিতাভ মল্লিকের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে দেখে এগিয়ে আসতে হল। দাদা কেন এসে-ছিল ?'

'জানতে। ঠিকমত জমা দিয়েছি কিনা!'

'কি বললেন ?'

'দিয়েছি।'

গৌরী কথা না বলে চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগল। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?'

'কেন ? কি রাজকার্য আছে এখন ?'

'কিছু কাজ ছিল।'

'পরে করবেন।' গৌরী এবার যে রাস্তায় ঢুকল সেটি অনীশের চেনা। তার মানে ওরা এখন গৌরীর স্কুলেই যাচ্ছে। সে মুখ ফিরিয়ে গৌরীর দিকে তাকাল। মা বলেছেন ধিঙ্গি মেয়ে। ধিঙ্গি মানে কি স্মার্ট ? তাহলে হাজারবার সত্যি। এখন গৌরীর পরনে নীল জিনস আর সাদা শার্ট। চুল চুড়ো করে বাঁধা। শরীরে কোন অলঙ্কার নেই। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে কোন জেদ কাজ করছে। একধরনের উগ্র অথবা বন্য সৌন্দর্য আছে গৌরীর।

আজ স্কুলে কোন ছাত্রী নেই। দরজা খুলল সেই নেপালি মেয়েটি। গৌরী তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন টেলিফোন এসেছিল ?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে না বলল। গৌরী সোজা চলে এল তার ভেতরের ঘরে। তাকে অনুসরণ করল অনীশ। মতলবটা কি বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু পেছনে চলার সময় ওর মনে হল মেয়েটির ফিগার দমবন্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কোথায় লাগে রঙ্কেকালী চম্পাকলি। গৌরী এবং প্রিয়ংবদার মধ্যে কে বেশি সুন্দরী এই চিন্তায় সে যখন কূল পাচ্ছে না তখন গৌরী টেলিফোনের বোতাম টিপছে।

'হ্যালো! কাল রাত্রে কখন ফিরলে?' গৌরী জিজ্ঞাসা করল।

ওপাশে কে প্রথমে বুঝতে পারেনি অনীশ। সে গৌরীকে বলতে শুনল, 'অনেকবার ফোন করেছি, বেজে গেল। খারাপ থাকলে এত তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে গেল? কি? ওঃ! ববি ফিরেছে? আশ্চর্য! কাল থেকে লোকটা নিখোঁজ আর স্ত্রী হয়ে তুমি বসে আছ চুপচাপ?...কি? তোমার উচিত ছিল থানায় গিয়ে ডায়েরি করা। করেছ? ও। পুলিস কি বলল? দূর, পুলিসকে দিয়ে হবে না। এখন কলকাতায় কিছু ভাল ডিটেকটিভ এজেন্সি হয়েছে তাদের হেল্প নাও। না, আমার চেনা নেই। শুনেছি। প্রিয়ংবদা, ববি কোথায় যেতে পারে বল তো? হ্যাঁ, আমি জানি ওর সম্পর্কে তোমার কোন কৌতূহল নেই। কবে? হ্যাঁ, সেবার ওই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটা ওকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে একেবারে পাল্টে যায়নি? না, আমার জন্যে নয়। এভাবে বল না। ঠিক আছে, রাখছি।' টেলিফোন রেখে ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ল সে। পা ছুঁড়ে জুতো দুটোকে মেঝেতে ছড়িয়ে দিল। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

গলা পরিষ্কার করে অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'এখনও ফেরেনি?'

'না।' গৌরী চোখ বন্ধ করল, 'হয়ত কোন মেয়ের সঙ্গে উধাও হয়েছে।'

'ওর বুঝি অনেক মেয়ে বন্ধু?'

'তাতে আপনার কি দরকার? যাকগে! একদম ভাল্ লাগছে না। বিয়ার খাবেন?'

'বিয়ার?' হকচকিয়ে গেল অনীশ।

ডান পা বাড়িয়ে খাটের কোণে লাগানো একটা বোতামে চাপ দিল গৌরী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে এল সেই নেপালি মেয়েটা। গৌরী বলল, 'দুটো ঠান্ডা বিয়ার দে।'

মেয়েটি চলে গেলে অনীশ বলল, 'আজ্ঞে, আমি বিয়ার খাই না।'

'খান না, খাবেন।'

'কিন্তু আমার যে কতগুলো কাজ আছে!' মিনতি করল অনীশ।

'করবেন না। আমি ভাবছি যদ্দিন না চেক বাউন্স করছে ততদিন আপনাকে এখানে থাকতে বলব। কি, থাকবেন?' গৌরী তাকাল।

'তার মানে? চেক বাউন্স করেছে এই খবর পেতে অন্তত দিন সাতেক লেগে যাবে।'

'দিন সাতেক থাকার পক্ষে এই ঘরটা কি খারাপ?'

'আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?'

'করছি। দাদার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতায় পর থেকেই করছি।'

অনীশ ঢোক গিলল, 'আচ্ছা, বুঝলাম আপনার সঙ্গে অমিতাভবাবুর সম্পর্ক ভাল নেই। তাহলে ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে আপনি এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন কেন? অমিতাভবাবু সেটা জানলে—।'

'জানবেন না। দাদার সঙ্গে বউদির সম্পর্ক আমার চেয়েও খারাপ।' গৌরী হাসল।

অনীশের মনে পড়ল সেই দিনটির কথা। আদিনাথবাবুর জন্যে যখন ওঁদের বসার ঘরে সে অপেক্ষা করছিল তখন অমিতাভবাবুর স্ত্রী কিভাবে কথা বলেছিলেন। কিন্তু সে যদি না চায় তাহলে গৌরী কিভাবে তাকে এখানে আটকে রাখবে? অস্বস্তি হচ্ছিল অনীশের।

এইসময় ট্রে-তে দুটো গ্লাস আর বিয়ারের জোড়া বোতল নিয়ে এল নেপালি মেয়েটি। ওপেনার দিয়ে সাবধানে ছিপি খুলে রেখে গেল সে। গৌরী হাত নাড়ল 'নিন।' বলে নিজে বিয়ার ঢেলে নিল গ্লাসে। চুমুক দিয়ে বলল, 'আঃ। আসলে আমি বিয়ার খাই না ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে বলে। কিন্তু এত টেনশনে আছি। খান।'

কাঁপা হাতে গ্লাসে ঢালতে গিয়ে ফেনার পরিমাণ বাড়াল অনীশ। সাবধানে। চুমুক দিতেই তিক্ত স্বাদ। সে গিলল। দুবারের পর মন্দ লাগল না।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, 'ববিবাবুকে আপনি ভালবাসেন?'

'আমি? দূর! ভালবাসার মধ্যে আমি নেই।'

'ও।'

'ববি অন্যের স্বামী। অন্য মানে আমার বন্ধুর স্বামী। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারে কিন্তু ভালবাসা? নেভার। ন্যাড়া বারবার বেলতলায় যায় না।' গ্লাস শেষ করল গৌরী। তারপর দ্বিতীয়বার ভরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মান্থলি ইনকাম কত?'

'খুব সামান্য।'

'এই কেসটা হলে ভাল রোজগার করতেন?'

'নিশ্চয়।'

'আমি তো আপনাকে পুষিয়ে দেব বলেছি।'

'তা ঠিক।' অনীশের বেশ মৌজ হচ্ছিল, 'কবে দেবেন তা বলেননি।'

'চেকটা বাউন্স করবে তো?'

'এ্যাঁ?' অন্যমনস্ক হয়ে বলল অনীশ।

ঠিক তখনই টেলিফোন বাজল। গৌরী বলল, 'আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, আপনি ধরে বলে দিন আমি এখানে নেই।'

গ্লাস হাতে উঠল অনীশ। রিসিভার তুলতেই শুনতে পেল, 'এই গৌরী, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। এইমাত্র পুলিস ফোন করেছিল। ববি, ববি মারা গিয়েছে। আমাকে সল্ট লেক থানায় যেতে বলল। আমি কি করব? গৌরী, হ্যালো!'

রিসিভারের হাত চাপা দিয়ে অনীশ বলল, 'এটা খুব জরুরি ফোন, আপনার ধরা উচিত।'

গৌরী ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, 'কার ফোন ?'

'মনে হচ্ছে প্রিয়ংবদা দেবীর।'

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে এসে ফোন ধরল গৌরী, 'হ্যালো প্রিয়া, কি খবর ?'

অনীশ একটু সরে এসে গ্লাসে চুমুক দিল। পুলিস তাহলে ডেডবডির সন্ধান পেয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ড ধক্ করে উঠেছিল খবরটা শোনামাত্র। এখনও বুকে চাপ। এই শুরু হল। পুলিস কি তাকে সন্দেহ করতে পারবে ? অসম্ভব। ববির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এমন খবর কেউ পুলিসকে দিতে পারবে না। অনীশ গৌরীর দিকে তাকাল। গৌরী কথা বলছে না। তার ওপরের পাটির দাঁত নিচের ঠোঁটকে কামড়ে ধরেছে। হঠাৎ অন্যরকম গলা বের হল গৌরীর মুখ থেকে, 'আমি কি করতে পারি ?' আবার নীরবতা। তারপর, 'ঠিক আছে, আমি আসছি।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে রইল গৌরী। কথা বলতে সাহস হচ্ছিল না অনীশের। ববির মৃত্যুর পরে প্রিয়ংবদাকে সে এই অবস্থাতে দেখেনি। টলতে টলতে গৌরী বিছানায় বসে পড়ল, 'আপনি, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন ?'

'কোথায় ?' গলা শুকিয়ে গেল অনীশের।

'সল্টলেক থানায়।'

'থানায় কেন ?'

'ওখানে ববির শরীরটাকে নিয়ে গেছে পুলিস। হি ইজ ডেড।'

'সেকি ?' অভিনয়টা ঠিকঠাক হল না বলে মনে হল অনীশের।

'হুঁ। এরকম পরিণতি হবে আমি আশঙ্কা করতাম। ওর বডি একটা ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেছে বলে পুলিস জানিয়েছে প্রিয়ংবদাকে। আইডেন্টিফাই করার জন্যে এখনই যাওয়া দরকার। প্রিয়ংবদা নার্ভাস হয়ে পড়েছে বলে সঙ্গে যেতে বলছে।'

'আপনি এর মধ্যে জড়াবেন ?'

গৌরী মুখ তুলল। ওর দুই চোখে জল টলটল করছে। হঠাৎ বলল, 'আপনি একটু আগে জিজ্ঞাসা করছিলেন না, ববিকে আমি ভালবাসি কিনা ? ইয়েস। আমি ওকে ভালবাসতাম। ওর সমস্তরকম উগ্রতা সত্ত্বেও নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি। ববি চেয়েছিল প্রিয়ংবদাকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে করবে। আমি রাজি হইনি।'

'বন্ধুকে ঠকাতে চাননি !'

'মোটেই নয়। ববি আমাকে বাবার টাকার জন্যে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এটা বুঝতে পেরেছিলাম বলে রাজি হইনি। এই যে আপনাকে দিয়ে চেকটাকে ডিজ-অনার করানোর প্ল্যানটাও ববির।' মাথা নিচু করল গৌরী, চোখ মুছল। তারপর বলল, 'কোন লাভ হয় না। অন্যায় করে শেষপর্যন্ত কোন কিছুই পাওয়া যায় না।'

অনীশের মনে হল এবার বুকের ভেতর থেকে কথা বলছে গৌরী। মেয়েটির জন্যে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে বিছানার একপাশে বসল, 'আপনি আপসেট হবেন না।'

'এ্যাঁ? আমি আপসেট হয়ে কি করব? লোকে তো প্রিয়ংবদাকে সান্ত্বনা দেবে। আমি তো ববির কেউ নই।' মাথা নাড়ল গৌরী।

'চলুন।'

'মানে?'

'এখন মনে হচ্ছে আপনার যাওয়া দরকার।'

'আপনি ভুল বুঝছেন অনীশবাবু। ববিকে আমি ভালবাসতাম ঠিকই কিন্তু ওকে স্বামী হিসেবে মেনে নেওয়া কখনই সম্ভব ছিল না। একটা টান ছিল বলে ওর সব অন্যায় সহ্য করতাম। এখন যদি যাই প্রিয়ংবদার জন্যে যাব।' গৌরী উঠে দাঁড়াল।

'আপনি তো আমাকে সঙ্গে যেতে বললেন।'

'না, থাক। আপনি সন্ধ্যের পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন?'

'কোথায়?'

'আমি সাতটা থেকে এখানেই থাকব।'

ওরা দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে এল। অনীশের সুবিধেমত একটা জায়গায় ওকে নামিয়ে দিয়ে গৌরী চলে গেল গাড়ি নিয়ে। এখানে পাবলিক টেলিফোন বুথ আছে। অনীশ সেখানে ঢুকে পড়ল। টেলিফোন বাজতেই প্রিয়ংবদার গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো।'

'বন্ধু বলছি।'

'ওরা খবর দিয়েছে। সল্টলেক থানায় নিয়ে গেছে।'

'আপনি যাচ্ছেন?'

'একা যেতে নার্ভাস লাগছে। গৌরীকে আসতে বলেছি।'

'আমার কাজ হয়ে গেছে।'

'আমার নাম দিয়েছেন?'

'কেন?'

'খুব ভয় লাগছে এখন। আপনার সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে?'

'এখন নয়। মনে রাখবেন দেখা না হওয়াই মঙ্গল।'

'তাহলে?'

'ফোন করব।' লাইন ছেড়ে দিল অনীশ। এত তাড়াতাড়ি পুলিস নিশ্চয়ই প্রিয়ংবদাকে সন্দেহ করে ওর ফোন ট্যাপ করবে না। প্রিয়ংবদা ভয় পেয়েছে। আদিনাথ মল্লিকের নমিনি হিসেবে নিজের নাম দিতে বলে এখন নার্ভাস হয়েছে। হাসল অনীশ। তারপর আবার টেলিফোন তুলল। সাড়া পেতেই কয়েন ফেলল, একটি মহিলার গলা। অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'আদিনাথবাবু আছেন? আমি অনীশ কথা বলছি!'

'অনীশ! আপনি— !' থেমে গেলেন মহিলা।

অনীশের সন্দেহ হল, 'হ্যাঁ বলুন।'

কিন্তু মহিলা যেন পালাতে চাইলেন, 'ধরুন। ডেকে দিচ্ছি।'

একটু বাদেই আদিনাথের গলা পাওয়া গেল, 'কি ব্যাপার ?'

'আজ্ঞে, কাগজপত্র সব জমা হয়ে গেছে আজ।' অনীশ জানাল।

'যেটা আমি আলোচনা করতে চাই না তাই নিয়ে ওরা প্রশ্ন করছিল কেন ?'

'স্যার, ওটা রুটিন ব্যাপার। কেউ জানতে পারবে না।'

'মনে থাকে যেন। কি চাও এখন ?'

'কাল সকালে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে স্যার। এক জায়গায় যেতে হবে।'

'যেতে হবে ? কোথায় ? আমি এখন বাড়ি থেকে বের হচ্ছি না।'

'একবার স্যার। প্লিজ !'

'কিন্তু কিজন্যে কোথায় যাব ? বড্ড বাজে বকো তুমি !'

'স্যার, ডাক্তারের কাছে। ডক্টর হরিহর মিত্র। আপনার বাড়ির কাছেই থাকেন।'

'আমার কোন অসুখ নেই।'

'জানি স্যার। সেইটে উনি লিখে দেবেন। উনি আমাদের ডাক্তার, আপনার এলাকায় থাকেন। ইসিজি রিপোর্ট উনি দিয়ে দিলেই আপনার পলিসি অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে।'

'ইসিজি রিপোর্ট তো আমি দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু ওটা একটু পুরনো।'

'কিন্তু যদি আমার হার্টে কোন গলদ বের হয় ?'

'বের হবে না স্যার। মিস্টার মিত্র সেভাবেই রিপোর্ট দেবেন।'

'তাহলে আর আমার যাওয়ার কি দরকার ?'

'আপনাকে না দেখে তো রিপোর্ট লেখা যায় না। কষ্ট হবে, কিন্তু রাজি হয়ে যান স্যার। আর আপনাকে এ ব্যাপারে বিরক্ত করব না।'

'আমার ছেলে যদি যায় ?'

'ছেলে ? না স্যার। ওঁকে এর মধ্যে জড়াবেন না।'

'কেন ?'

'না, মানে, আপনি ওকে নমিনি করেননি বলে ওঁর ক্ষোভ আছে।'

'তা থাকতেই পারে। ঠিক আছে, আমি সাড়ে আটটায় তৈরি থাকব। তুমি আমার এই সময়মত ডাক্তারকে চেম্বারে থাকতে বলবে।' লাইন কেটে দিলেন আদিনাথ মল্লিক। অনীশ মনে মনে বলল, শালা। যে গরু দুধ দেয় তার লাথি খেতেই হবে। লোকে ডাক্তারের সময় অনুযায়ী দেখা করতে যায় আর ইনি নিজের ইচ্ছেমত ডাক্তারকে অপেক্ষা করতে বলছেন ? সোজা বাড়ি চলে এল অনীশ। অনেক হয়েছে। মা-দরজা খুলে নাক কোঁচকালেন। অনীশ দাঁড়াল না। নিজের ঘরে পৌঁছে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় লম্বা হল। এবার একটু ভাল ঘুম দরকার। কাল রাত্রে জেগে থেকে এখন শরীর টানছে। চোখ বন্ধ করল সে।

ববির মুখটা মনে পড়ল। আচ্ছা, ববির মৃতদেহ থেকে কোন ক্লু কি পুলিস পাবে? ওরা কি বুঝতে পারবে এটা আত্মহত্যা? যদি না বোঝে তাহলে কাকে সন্দেহ করবে? কোন কারণে প্রিয়ংবদাকে সন্দেহ করলে তাকে কি করে জড়াবে? প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাটে তার কোন চিহ্ন পাবে না পুলিস। এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল অনীশ। তার সামনে গৌরী এবং প্রিয়ংবদা। দুজনেই দুইরকমের সুন্দরী। ববির শোকে দুজনেই ভেঙে পড়েছে। অনীশ দেখল ওরা দুজনেই উঠে যাচ্ছে। সে ডাকতে চাইল। কাকে ডাকবে? গৌরী না প্রিয়ংবদাকে? ধন্দে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই চারপাশ কেমন অন্ধকার অন্ধকার।

থম ধরে বসে রইল অনীশ। স্বপ্ন যেন বাস্তবের চেয়ে বেশি সত্যি। মনটা কিরকম খারাপ হয়ে গেল। সে উঠে মুখ ধুলো। মা কোথায়? ইদানিং ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভাল করে কথাই হচ্ছে না। তাদের সম্পর্ক একরকম আপন ছিল। হঠাৎ যেন ঝড় উঠে চুরমার করে দিয়েছে। অনীশ মায়ের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ভদ্রমহিলা খাটে পা ছড়িয়ে আলো জেবলে কিছু পড়ছিলেন। দুজনের চোখাচোখি হল। হঠাৎ মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি কোন অন্যায় করছিস?'

'আমি? না তো!' চমকে উঠল অনীশ।

'আমার সন্দেহ হচ্ছে তুই করছিস। এ্যাদ্দিন ধরে দালালি করছিস কখনও এমনটা হতে দেখিনি। রাতবিরেত নেই মেয়েরা আসছে। একজন তো বলেই বসল তোকে বিয়ে করবে। আমার এসব ভাল লাগছে না। যদি সুযোগ থাকে এদের সংস্রব ত্যাগ করো।'

মা বিরক্ত হলে তুই থেকে তুমিতে উঠে যায়। নিজের ঘরে ফিরে এল অনীশ। কার সংস্রব ত্যাগ করবে সে? চম্পাকলি, গৌরী না প্রিয়ংবদা? হঠাৎ নিজেকে ভীষণ লোভী বলে মনে হতে লাগল তার। যদি প্রথমদিনই সে অমিতাভ এবং গৌরীকে বলে দিত তার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ করা সম্ভব নয় তাহলে আজ এই দুর্দশা হত না। জামাপ্যান্ট পরছিল সে। একবার গৌরাঙ্গদার সঙ্গে দেখা করতে হবে। তারপর গৌরীর কাছে যাওয়া। ববির মৃতদেহ দাহ হয়ে গিয়েছে কিনা, পুলিস কোন সন্দেহ করছে কিনা এটাও জানা দরকার। দরজায় শব্দ হতে অনীশ ফিরে দেখল মা চায়ের কাপ নিয়ে এসেছেন, 'তোর এখন কাজের চাপ কেমন? এলাহাবাদ থেকে মিনু চিঠি লিখেছে, ওর বাচ্চা হবে, কদিন থেকে আসার জন্যে।'

'আমি দিন দশেকের মধ্যে তো কোথাও যেতে পারব না।' চায়ের কাপ নিল অনীশ।

'সে আমি বুঝেছি। তাহলে আমাকেই যেতে হবে।'

'কি আশ্চর্য? মিনুর শাশুড়ি নেই? তিনি তো যেতে পারেন।'

'এসব কথা নিজের মেয়ে চিঠি লিখলে জবাবে লেখা যায় না। ঠিক আছে, মিনুর দেওর যাচ্ছে, ওর সঙ্গেই চলে যাব।' মা ফিরে দাঁড়ালেন।

'কবে যাচ্ছে মিনুর দেওর?'

'আগামীকাল।'

'কাল বললেই হল? টিকিট পাওয়া যাবে?'

'সেটা নিয়ে না ভাবলেই চলবে।'

'বেশ। যা ভাল বোঝ কর। আমি বেরুচ্ছি, ফিরতে রাত হবে।' অনীশ জোরে কথাগুলো বলতেই মা চলে গেলেন। মেজাজ খিঁচড়ে গেল অনীশের। মিনুর আর বাচ্চা হবার সময় হল না। সে দ্রুত চা শেষ করল। হঠাৎ তার মাথায় একেবারে অন্য ভাবনা এল। বাঁচা গেছে। আঃ। সে আনন্দে একটা ছোট্ট পাক খেল। তারপর চুল আঁচড়ে তরতর করে নিচে নামতে নামতে চিৎকার করে বলল, 'আমি যাচ্ছি।' ওপর থেকে মা কোনও সাড়া দিলেন না।

সুরবালা দরজা খুলল। অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'গৌরাঙ্গদা আছেন?'

সুরবালা মাথা নাড়ল, 'না নেই।'

'অ।' পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়ল সে। গৌরাঙ্গদা সাধারণত কথা রাখতে ভালবাসেন। কি ব্যাপার আজ? দরজা বন্ধ করে সুরবালা ওপরে চলে গেল। ঘরে একটা কাগজ পর্যন্ত নেই যে সময় কাটানো যায়, অনীশ কি করবে বুঝতে পারছিল না। এই সময় সুরবালা আবার নেমে এল, 'শুনুন, আপনাকে একবার ওপরে আসতে হবে।'

'আসতে হবে? কেন?'

'সেটা ওপরে গেলে জানতে পারবেন।'

'ওপরে-টোপরে আমি যাব না। গৌরাঙ্গদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, দেখা হলে চলে যাব। আমি আর কোন ঝুটঝামেলায় নেই।' অনীশ বলল।

'না গেলে পস্তাবেন।' লজ্জা লজ্জা মুখ করল সুরবালা।

ব্যাপারখানা কি? অনীশ একটু একটু করে কৌতূহলী হয়ে উঠছিল। শেষপর্যন্ত সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যেতে হবে?'

'আসুন।' সুরবালা বাদশার বাঁদীর মত কথাটা বলল।

ওপরে উঠল অনীশ। চম্পাকলির ঘরের সামনে তাকে পৌঁছে দিয়ে সুরবালা বলল, 'ভেতরে যান জামাইবাবু।'

জামাইবাবু? হাঁ হয়ে গেল অনীশ। কে কার জামাইবাবু? ইয়ার্কি? ভেতরে তখন টেপ বাজছে, 'সুরে সুরভিতে নাহয় বসিত মেলা, মোর এলোচুল লয়ে বাতাস করিত খেলা···।' কৌতূহল নিয়ে ভেতরে পা বাড়াল সে।

চম্পাকলি বসে আছে খাটে হেলান দিয়ে। কিন্তু এ কোন্ চম্পাকলি? পরনে ময়ূরকণ্ঠী রঙা শাড়ি, গায়ে স্লিভলেস জামা, ঠোঁটে টকটকে রক্ত, মুখে প্রলেপ, মাথার চুল অনেকবার শ্যাম্পু করার পর চুড়ো করে বাঁধা। চম্পাকলি তার বিশাল শরীর নিয়ে ডাকল, 'এসো।'

অনীশ কোনরকমে জিজ্ঞাসা করল, 'গৌরাঙ্গদা?'

'নেই। বর্ধমান গিয়েছে। বাবার মাসী মৃত্যুশয্যায়। তোমায় কিছু মনে না করতে বলে গিয়েছে। মনে করার কোন সুযোগই দেব না আমি।' দুলে দুলে

হাসল চম্পাকলি।

'আমি তাহলে যাই।'

'কি করে যাবে? সদরদরজায় চাবি দিয়ে দিয়েছে সুরবালা। তার চেয়ে কাছে এসো। এসো না?' হাত বাড়াল খাটে আধশোয়া হয়ে চম্পাকলি।

অগত্যা এগিয়ে গেল অনীশ, 'শোন, একটা সমস্যা হয়েছে। মা কাল ভোরে এলাহাবাদ চলে যাচ্ছেন। আমার বোনের বাচ্চা হবে। উনি না ফিরে আসা পর্যন্ত কিছুই করা যাচ্ছে না যে!'

'তুমি বড় বেশি কথা বল। নাও, খাও।' এক গ্লাস সিদ্ধি এগিয়ে দিল চম্পাকলি।

অনীশ হতভম্ব। গ্লাসটির দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কি?'

'অমৃত গো, অমৃত।' রক্ষেকালীর চোখ হাসিতে বুজে গেল।

'না, আমি ওসব খাব না।' অনীশ মাথা নাড়ল, 'গৌরাঙ্গদা আমাকে আসতে বলেছিলেন।'

'সেকথা জানি। মাসী তো জানান দিয়ে মৃত্যুশয্যায় শোয়নি। যাওয়ার আগে বলে গেল, চম্পু, অনীশ আসবে, তাকে বুঝিয়ে বলিস, খাতিরযত্ন করিস।' চম্পাকলি এবার উঠল। তার স্ফীত কোমরের অনেকটাই খোলা, 'কেমন সেজেছি বল?'

'ভাল।' কি করবে বুঝতে পারছিল না অনীশ।

'তুমি মাইরি একনম্বরের ফোরটুয়েন্টি। এইসময় মাকে পাঠিয়ে দিলে?'

'আমি মিথ্যে বলছি? বাড়িতে লোক পাঠিয়ে দ্যাখো।'

'ঠিক আছে বাবা। এসো, বসো। বাড়িতে আজ কেউ নেই। আজ বাদে কাল স্বামীস্ত্রী হব, এত লজ্জা কিসের।' অনীশের একহাতে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে অন্য হাত ধরে টেনে নিয়ে এল চম্পাকলি খাটের কাছে। অনীশ মনস্থির করতে পারছিল না। বোঝাই যাচ্ছে সহজে ছাড়া পাওয়া যাবে না। একটু যদি কথাবার্তা শোনে তাহলে চম্পাকলি উদার হলেও হতে পারে কিন্তু প্রথম থেকেই প্রতিবাদ করলে আর বেরুনো যাবে না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা খেলে শরীর খারাপ করবে না তো?'

'একটুও না। আমি তো রোজ পাঁচ-ছয় গ্লাস খাই। এই তো, দু-গ্লাস এরমধ্যেই চড়িয়ে দিয়েছি। খাও, খাও না।' চম্পাকলি অনীশের গায়ের ওপর ঢলে পড়ল।

অনীশ স্বাদ নিল। বেশ সুস্বাদু। ক্ষীর দেওয়া। গ্লাসটা শেষ করে চম্পাকলির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে খাটে বসে অনুভব করল তার শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা। না। সে তো ঠিকই আছে। দৃষ্টিও স্বাভাবিক। গ্লাস নামিয়ে রেখে চম্পাকলি বলল, 'এ্যাই, আমাকে তোমার আগে পছন্দ হত না জানি। আজকের সাজগোজের পর কেমন লাগছে গো?'

'ভাল। খুব ভাল।'

'তাহলে আমাকে জড়িয়ে ধরছ না কেন?'

'জড়িয়ে ধরব ?';

'হ্যাঁ। সুরবালা বলেছে আমাকে। জড়িয়ে ধরে এইসময় টপটপ চুমু খায় ছেলেরা।'

'যারা বদছেলে তারা খায়। বিয়ের আগে ওসব করতে নেই।' গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলতেই সুরবালা ঘরে ঢুকল। অনীশের মনে হল সুরবালাও আজ সাজগোজ করেছে। চম্পাকলি বলল, 'দে রে সুরো, আমাদের গ্লাস খালি।'

'বাবুকে দু-গ্লাসের বেশি খাইও না।'

'কেন রে ? আমি তো পাঁচ ছয় খাই।'

'তোমার অভ্যেস আছে। নতুন খাইয়ে, দুই-এর পরে আর ঠিক থাকবে না ! তাতে সন্ধ্যেটাই মাটি হবে তোমার।' নতুন গ্লাস এগিয়ে দিল সুরবালা।

'দূর ! ইনি বলছেন ওসব বিয়ের পরে হয়।'

সুরবালা হাসল, 'আগুন সবসময় আগুন। তা সে যজ্ঞের আগুন বল আর উনুনের আগুন। যেভাবে ব্যবহার কর সেইভাবেই চিনবে। দাদাবাবু রস করছেন।'

'না। মোটেই আমি রস করিনি। বিয়ের আগে ওসব অন্যায়।' অনীশ প্রতিবাদ করল।

চম্পাকলি গলা তুলল, 'জবাব দে, জবাব দে সুরো।'

সুরবালা গালে হাত দিল, 'খেলার আগে যারা প্র্যাকটিশ করে তারা বুঝি অন্যায় করে ? ব্যাসদেবের কাছে রানীরা গেল, সঙ্গে গেল দাসী। স্বামী থাকতেও তো রানীরা ব্যাসদেবের কাছে বাচ্চা নিল। অন্যায় হয়েছে ? মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে ? আর দাসীর তো বিয়েই হয়নি তখন। রানীরা নিল বলে সে তো বাদ যায়নি। বিদুর হল কি করে, জবাব দিতে বল দিদিমণি।'

চম্পাকলি মাথা নাড়ল, 'ঠিক। জবাব দাও।'

অনীশ ঠোট বেঁকাল। তার হাতে এখন দ্বিতীয় গ্লাস, 'দাসীদের কথা আলাদা।'

'ওমা। দাসীরা কি মানুষ নয় ?' হাসল সুরবালা, 'আমার সঙ্গে কেউ যদি কিছু করে তাহলে তার অন্যায় লাগবে না ?'

সুরবালা হেসে যাচ্ছিল, ধমকে উঠল চম্পাকলি, 'অ্যাই চোপ্। তোর নেশা হয়েছে। হাসি দেখ ! তোর সঙ্গে কে কি করবে ?'

সুরবালা বলল, 'আমার কি ? তোমাকে বোঝালাম এত, যদি না বোঝ।'

'ঠিক আছে, টিভিটা খোল। আমরা ছবি দেখি দুজনে।'

সুরবালা উঠে ঘরের এককোণে রাখা টি ভি খুলে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় গ্লাস যখন মাঝামাঝি তখন অনীশের মনে হল আর খাওয়া উচিত হবে না। সিদ্ধির নেশা হঠাৎ মাথায় উঠে যায়। সে টিভির দিকে তাকাল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এই সময় চম্পাকলি তাকে জড়িয়ে ধরল এক হাতে। বিশাল হাত যেন। নাকে এল সুবাস। চম্পাকলি আতর মেখেছে। আঃ। তার কানের কাছে মুখ এনে চম্পাকলি বলল, 'তুমি এর আগে কটা মেয়েকে চুমু খেয়েছ গো ?'

সত্যি কথা বলল অনীশ, 'একটাও না।' গ্লাস নামিয়ে রাখল অনীশ।

'মাইরি ?'

'হ্যাঁ।' অনীশ দেখল টিভিতে খবর আরম্ভ হল।

'আমি একজনকে খেয়েছিলাম। পনের বছর বয়সে। স্বামীর কাছে কিছু লুকোতে নেই তাই বললাম। সত্যি কথা সব সময় বলা ভাল, ঠিক না ?' চম্পা-কলির নিঃশ্বাস গালে লাগছিল।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল অনীশ। সংবাদ-পাঠক বলছেন, 'আজ কলকাতার সল্ট লেক অঞ্চলে পুলিস দুটি মৃতদেহের সন্ধান পেয়েছে। মৃতদেহ দুটি ঝোপের আড়ালে পড়ে ছিল। পুলিসের সন্দেহ রাজনৈতিক কারণে এদের হত্যা করা হয়েছে। একজন মৃতের রাজনৈতিক পরিচয় জানা গেলেও দ্বিতীয় জন অরাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন বলে পুলিস একটু সমস্যায় পড়েছে। হত্যাকারীকে ধরার জন্যে পুলিস সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'

অনীশ নেমে পড়ল খাট থেকে। রাজনৈতিক কারণে বাবিকে হত্যা ? ওঃ। কি আনন্দ। ভারি বোঝাটা যেন সুড়ুৎ করে থেমে গেল। এই সময় চম্পাকলি তাকে আকর্ষণ করতেই সে তাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল, 'বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি।'

সেই আলিঙ্গনে চম্পাকলি শিহরিত হল। সে বেড়ালের ভঙ্গী করে বলল, 'চুমু খাও চুমু খাও।'

সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য ফিরল। সরে গেল অনীশ। চোখ বন্ধ চম্পাকলিকে কি ভীষণ কুৎসিত মনে হল তার। ঢকঢক করে শেষ করে দিল বাকি সিদ্ধিটা গ্লাস তুলে নিয়ে। সে কি চম্পাকলিকে জোড়া চেহারায় দেখছে ? চোখের সামনে হাত বোলালো সে। হাওয়ায়। না। একটাই চম্পাকলি। চম্পাকলি বলল, 'কি হল ? উঠে গেলে কেন ?'

'আমার শরীর ভাল লাগছে না।'

'এখানে শুয়ে পড়। আমি তোমার সেবা করব।'

'সেবা ? না, না। শরীর খারাপ হলে নিজের বিছানায় না শুলে ঘুম আসে না।'

'নিজের বিছানা ? সেটার চেহারা দেখে এসেছি। এখানে দ্যাখো গদি কত নরম !'

'হোক নরম। আমার কাঁচা ঘর খাসা। দোহাই, এবার যেতে দাও।'

'তাহলে ? কিছুই হবে না ?'

'আর একদিন। আমার পেটে ব্যথা করছে।'

'ওমা। তাই ? প্রথম দিন সিদ্ধি খেয়ে আমারও পেটে ব্যথা করেছিল। ওষুধ খেতে হয়েছিল। তাহলে থেকে দরকার নেই। এ্যাই সুরো, সুরো !' খ্যান খ্যান চিৎকার করল চম্পাকলি।

সুরবালার গলা পাওয়া গেল, 'আছি !'

'দাদাবাবুকে দরজা খুলে দে।' হুকুম দিয়ে চম্পাকলি কাছে এল, 'কাল আসবে তো ? আমি কিন্তু পথ চেয়ে থাকব। দেখো, আমি তোমার খুব ভাল বউ হব।'

ঘাড় নাড়ল অনীশ। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল সুরবালা। তাকে দেখামাত্র শব্দ করে পা ফেলে নিচে নামতে লাগল। এক-তলায় নেমে অনীশ দেখল সুরবালা দাঁড়িয়ে পড়েছে, 'আপনার মতলবখানা কি ?'

'মানে ?'

'যাচা খাবার কি কেউ পায়ে ঠেলে ?' হাসল সুরবালা রহস্যময়ীর মত।

'খাবারটা কি রকম তার ওপর নির্ভর করছে।'

'সেটা পরখ না করে কি করে বুঝবেন ?'

'তুমি তো খুব বুদ্ধিমতী ?'

'আর কিছু নজরে পড়ছে না !' সুরবালা এক পা এগিয়ে এল।

সেইসময় ওপর থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'এ্যাই সুরো ! কোথায় গেলি ? আর এক গ্লাস দে !'

সুরবালা জবাব দিল, 'যাই।' তারপর নিচু গলায় বলল, 'মর মর !' সঙ্গে সঙ্গে হাসল, 'ভবিষ্যতে দেখবেন আসলের থেকে ফাউ-এর মজা অনেক বেশি।'

দরজা খুলে দেওয়ামাত্র বাইরে পা বাড়াল অনীশ। কেমন যেন একটা বোঁটকা গন্ধ এতক্ষণ তাকে ঘিরেছিল, এবার খোলা হাওয়ায় সেটা চলে গেল। ঘড়ি দেখল অনীশ। প্রায় আটটা। একটু হাঁটাহাঁটির পর ট্যাক্সি পেয়ে গেল। টিভিতে যা শোনা গেল তার থেকে অনেক বেশি খবর পাওয়া যাবে গৌরীর কাছে গেলে। গৌরী যে সময়টা দিয়েছিল তা পেরিয়ে যেতে বসেছে। কথা রাখা ভদ্রলোকের কর্তব্য।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ওপরে উঠে বেল টিপতেই সেই নেপালি মেয়েটি দরজা খুলল। অনীশ তাকে বলল, 'গৌরী আমাকে আসতে বলেছিলেন।'

মেয়েটি নীরবে মাথা-নেড়ে তাকে ভেতরে ঢুকতে বলল। হলঘরটায় নীল আলো জ্বলছে। কেমন ভূতুড়ে লাগছে ফ্ল্যাটটা। নেপালি মেয়েটি ওকে ভেতরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথমে অফিস ঘর। সেটা পেরিয়ে গৌরীর বিশ্রাম নেবার ঘরের দরজা খুলে পা বাড়াতেই গলা শুনতে পেল অনীশ, 'আসুন। অনেক দেরি করেছেন।'

কালো পাজামার ওপরে কালো ছোট শার্ট পরে বসে আছে গৌরী। পাশে গ্লাস।

'দেরি হয়ে গেল।'

'নিন।' হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে দিল গৌরী।

'আমি মদ খাই না।'

'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে খেয়ে এসেছেন।'

'আজ্ঞে না। ওটা সিদ্ধি ছিল।'

'সিদ্ধি ? সর্বনাশ। আপনি সিদ্ধি খান নাকি ?'

'খাই না। আজ খেতে হল।'

'তাহলে একটু সঙ্গ দিন।' গ্লাসটা বাড়াল গৌরী। অনীশ বাধ্য হল নিতে। বোতলটা দেখতে পাচ্ছে, বিদেশী। গৌরী বলল, 'আমি নিয়মিত খাই না। আজ এত টেনশন হয়েছে তাই। যাক গে। পুলিস ববির বডি রিলিজ করেনি।'

'কেন ?'

'এইসব কেসে পোস্টমর্টেম হবেই।'

'ও।'

'ববির সঙ্গে আর একটা ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে। লোকটা রাজনীতি করত। ওর সঙ্গে ববি কি করে সল্টলেকে গেল তাই বুঝতে পারছি না। দুজনেই গুলিতে মরেছে। পুলিস আমাদের অনেক প্রশ্ন করেছে। বিশেষ করে প্রিয়ংবদাকে।'

'উনি কেমন আছেন ?'

'সামলে নিয়েছে। তবে এত তাড়াতাড়ি সামলে নেওয়াটা ঠিক নয়।' গৌরী এবার অনীশের দিকে তাকাল, 'আপনার সঙ্গে প্রিয়ংবদার আলাদা করে কথা হয়েছে ?'

'না।' মাথা নাড়ল অনীশ।

'এখন ওর টাকার দরকার। ববি কিছুই রেখে যায়নি। টাকার জন্যে ও সবকিছু করতে পারে। আর হ্যাঁ, যেজন্যে আপনাকে আসতে বলেছিলাম, বীমা কোম্পানি ব্যাঙ্কে কবে চেক জমা দেবে জানেন ? আজ নিশ্চয়ই দেয়নি।' গৌরী জিজ্ঞাসা করল।

'না। হয়ত আগামীকাল দেবে।'

'ওটা ফেরত আনতে হবে। বাবাকে যে করেই হোক ম্যানেজ করে ফ্রেশ চেক নেবেন। আমি আর কোন ঝামেলায় যেতে চাই না।'

'কেন ?' আনন্দিত হল অনীশ।

'সকালে তো বলেইছিলাম। ববির প্ল্যান ছিল ওটা। ঘোরে পড়ে সায় দিয়েছিলাম। এখন ওসবের কোন দরকার নেই। প্লিজ, অনুরোধটা রাখুন।' গৌরীর কথা শেষ হওয়ামাত্র নেপালি মেয়েটি দরজায় নক্ করল, 'মেমসাহেব !'

গৌরী অবাক হল, গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?'

'দুজন পুলিস অফিসার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।' বাইরে থেকে মেয়েটির গলা ভেসে এল।

'পুলিস !' গৌরী ফিস ফিস করে বলল, 'পুলিস এখানে কেন ?' সে গ্লাসটা রেখে উঠে দাঁড়াল, 'শুনুন। আপনি এখানেই বসে থাকুন। আমি জানি না পুলিস কেন এল ?'

গৌরী দরজা খুলে তার অফিসঘরে পা দিতেই নেপালি মেয়েটিকে দেখতে পেল। খোলা দরজা দিয়ে অনীশ দেখতে পেল গৌরী মেয়েটিকে ইশারা করে অনীশের কথা জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটি মাথা নেড়ে না বলতে সে দরজাটা বন্ধ

করে দিল।

অনীশ ঘরটাকে দেখল। মধ্যবিত্ত বাঙালীদের বাড়িতে এরকম ঘর দেখা যায় না। পুলিস কেন এল? ওরা কি অনীশকে সন্দেহ করছে? অনীশের পেছনে লেগে গেছে এর মধ্যে? ধ্যুৎ। তার সঙ্গে ববির কোন সম্পর্কই ছিল না যে পুলিস তাকে সন্দেহ করতে পারে! তাছাড়া সে খুন করেনি। ববি আত্মহত্যা করেছে এবং সেইসময় সে ওই ফ্ল্যাটে ছিল। তার অপরাধগুলো এইরকম, আত্মহত্যার খবর সে পুলিসকে জানায়নি। দ্বিতীয়ত, প্রিয়ংবদা যখন কেলেঙ্কারির ভয় পেয়ে ববির শরীর অন্য কোথাও পাচার করে দেবার প্রস্তাব দিলেন তখন সে রাজি হয়ে গেল। অবশ্য রাজি না হয়ে সেই মুহূর্তে কোন উপায় ছিল না। প্রিয়ংবদা তাকে ব্ল্যাকমেইল করছিলেন। তৃতীয়ত, ববির শরীর সল্টলেকে নিয়ে গিয়ে ঝোপের ভেতর ফেলে আসতে সে প্রিয়ংবদাকে সাহায্য করেছে। এই শেষ দুটো নিশ্চয়ই আইনের চোখে মারাত্মক অপরাধ। ঠিকই। কিন্তু কোথাও কোন প্রমাণ নেই। একমাত্র প্রিয়ংবদা যদি মুখ না খোলেন তাহলে তার ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। মুখ খুললে প্রিয়ংবদা নিজেই দাঁড়ানোর জায়গা পাবেন না।

অনীশ উঠল। গৌরীর দেওয়া গ্লাসে চুমুক দিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর এগিয়ে গিয়ে টিভির নব্ ঘোরাল। সিরিয়াল হচ্ছে। এটা কোন্ চ্যানেল? সে ঝুঁকে দেখল ছয় নম্বরের বোতাম নামানো আছে। এই লোকটা এখন খুব নাম করেছে সিরিয়াল করে। কি চক্রবর্তী যেন। অনীশ শুনল একটা খুনের প্ল্যান হচ্ছে দুজন লোকের মধ্যে। দ্বিতীয়জন ডাক্তার। চক্রবর্তীর পরিকল্পনা শুনে ডাক্তার হাসল। লোকটা বলল, কোন ঝুঁকি না নিয়ে সে খুন করে দিতে পারে, তবে তার জন্যে মিসেস চক্রবর্তীর একটা সামান্য অসুখ হওয়া দরকার। একজন ডাক্তার খুন করার ব্যাপারে সহযোগিতা করছে, ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং। গল্প-উপন্যাসে এমন ঘটনার কথা খুব শোনা যায়। দৃশ্য বদল হতেই অনীশ চোখ বড় করল। প্রিয়ংবদা। ক্যামেরায় দারুণ দেখায় তো! সেজেছে চমৎকার। মিসেস চক্রবর্তী হয়েছেন তিনি। স্বামীর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া। চক্রবর্তী টাকা চাইছে, প্রিয়ংবদা দেবেন না। মৃত বাবার বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী তিনি।

প্রিয়ংবদার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে মনে কিরকম দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল অনীশ। না, প্রিয়ংবদা তাকে ডোবাবেন না। চক্রবর্তী এবার ওর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে। প্রিয়ংবদাকে জড়িয়ে ধরল সে। ওর কাঁধের পেছন দিক দিয়ে ক্যামেরা প্রিয়ংবদার মুখে ধরল। একি! প্রিয়ংবদার মুখে ছলনার অভিব্যক্তি। সে যেন চক্রবর্তীর মুখের কথা আর মনের মতলবের ফারাক বুঝে নিয়েছে ইতিমধ্যে। এখন লড়াই শেয়ানে শেয়ানে। সিয়িয়ালের এই পর্বের শেষ এখানেই।

টিভি বন্ধ করল অনীশ। সে গ্লাস শেষ করল। পুলিস কি কথা বলছে? এত দেরি হচ্ছে কেন? অনীশ দরজায় গেল। ওপাশেই অফিসঘর। সেখানেই বসেছে ওরা? সে দরজা-সামান্য ফাঁক করতেই কোন কথা শুনতে পেল না।

একটু দাঁড়াল, না, কেউ নেই। সে অফিসঘরে এল। হলঘর থেকে কথা ভেসে আসছে। অনীশ দরজার পাশে চুপচাপ দাঁড়াল।

গৌরী বলছে, 'একটু আগেই আমি বলেছি, ববি আমার বন্ধুর স্বামী, ব্যস্, এইটুকুই।'

একজন অফিসার বললেন, 'কিন্তু প্রিয়ংবদা দেবী বলেছেন, আপনার সঙ্গে ববির বন্ধুত্ব ছিল।'

'ছিল। কিন্তু সেটা প্রিয়ংবদাকে বাদ দিয়ে নয়।'

দ্বিতীয় অফিসার বললেন, 'গৌরীদেবী, ববিবাবু খুন হয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন ওঁর হত্যাকারী ধরা পড়ুক। কি, চাইবেন না?'

'নিশ্চয়ই চাইব। এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে?'

'বেশ। আপনি যদি সহযোগিতা করেন তাহলে হয়ত কোন সূত্র পেতে পারি আমরা।'

'আমি অসহযোগিতা করছি তা কেন মনে হচ্ছে?'

'নট দ্যাট। আপনি আর একটু ফ্র্যাংক হন। ববির সঙ্গে প্রিয়ংবদার কীরকম সম্পর্ক ছিল?'

'স্বামী স্ত্রীর যা হয়। এই ঝগড়া, এই ভাব।'

'ঝগড়া কেন হত?'

'দাম্পত্যজীবনে ঝগড়া কেন হয় তা নিশ্চয়ই জানেন।'

'আপনি কি জানেন?'

'ববির আচার-আচরণ প্রিয়ংবদা সবসময় মানতে পারত না।'

'ববি তো কোন কাজই করতেন না। চলত কি করে?'

'সেটা ববি আমাকে বলেনি। শুনতাম ছোটখাট ব্যবসা করত।'

'কিসের ব্যবসা?'

'তাও জানি না।'

'আপনার এখানে স্ত্রীকে না নিয়ে তিনি আসতেন?'

'হ্যাঁ। এই নাচের স্কুল খোলার পরিকল্পনা সে-ই দিয়েছিল আমাকে।'

'কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগের কথা বলত আপনাকে?'

'না। কখনই না।'

'কোন নেতার হয়ে কাজ করেছেন কখনও? আপনি জানেন ওঁর শরীরে শক্তি ছিল এবং সেটা প্রকাশ করতে তিনি কোন দ্বিধা করতেন না!'

'না। কারও হয়ে কাজ করেছেন কিনা জানি না।'

'আপনাকে একটা খবর দিই। ওঁর সঙ্গে যাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় তিনি সত্যি এক ভাল মানুষ। পাড়ার অনেক মানুষ ওঁর কাছে উপকৃত। দলের কোন নেতার অন্যায় দেখলে তিনি মুখের ওপর সমালোচনা করতেন। ওঁকে যে গুলি দিয়ে মারা হয়, ববিবাবুকে তা দিয়ে মারা হয়নি। অর্থাৎ একই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি দুজনের ওপর। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। অন্য লোকটিকে হত্যা করা হয়েছিল স্পটে নিয়ে গিয়ে। ববিবাবুর মৃতদেহ ক্যারি করে নিয়ে যাওয়া

হয়েছিল। ওঁকে খুন করা হয়েছে অন্য জায়গায়।'
'এসব কথা আমার জানা ছিল না।'
'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি বলতে পারেন ওঁকে খুন করলে কার লাভ হবে?'
'ববিকে খুন করার কথা কেউ ভাববে এটাই কল্পনা করতে পারি না।'
'কেন?'
'ও একটু গোঁয়ার ছিল কিন্তু—।'
'আপনি খুন করতে পারেন?' অফিসার অদ্ভুত গলায় বললেন।
'আমি?' চেঁচিয়ে উঠল গৌরী।
'হ্যাঁ, আপনি ববিবাবুকে প্রিয়ংবদার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারছিলেন না। যাকে পাবেন না তাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন আপনি।'
'পাগলের মত কথা। সেরকম হলে প্রিয়ংবদাকেই টার্গেট করতাম আমি, তাতে ববিকে পাওয়া সহজ হত। এসব আমার মাথায় আসেনি। যা তা বকছেন।'
অন্য অফিসারটি প্রশ্ন করলেন, 'প্রিয়ংবদার কোন প্রেমিক ছিল?'
'আমি জানি না।'
'উনি টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করেন। পঞ্চাশটা লোকের সংস্পর্শে রোজ আসেন। নায়িকাদের নিয়ে আমরা নানান গুঞ্জন শুনি। সেরকম কিছু?'
'ওঁর কাজের জগৎ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'
'আমরা একটু আপনার ভেতরের ঘরগুলো দেখতে চাই!'
'কেন?'
'এমনি। রুটিন চেক।'
'আপনাদের কাছে সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে?' গৌরী প্রশ্ন করল।
চট করে সরে এল অনীশ ভেতরের ঘরে। এখনই পুলিস তাকে দেখতে পাবে। এই শোওয়ার ঘরে সে কি করছে জানতে চাইবে। কি জবাব দেবে সে? কোথায় লুকনো যায়? একমাত্র খাটের তলায় ছাড়া কোন জায়গা নেই। কিন্তু পুলিস যদি সেখানে উঁকি দেয়? তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকেই অপরাধী ভাববে। না। তার চেয়ে চেয়ারে বসে থাকাই ঢের ভাল। জিজ্ঞাসা করলে বলবে ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে সে গৌরীর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। তারপরেই ওর নজর পড়ল টিভিটার দিকে। টিভি সেটটা বেশ বড়। পেছনে গিয়ে বসে থাকলে এপাশ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে না। অনীশ এতক্ষণের ভাবনাগুলো বাতিল করে নিঃশব্দে টিভির পেছনে চলে গেল। দেওয়ালের ফাঁক গলে ঢুকতে বেশ কষ্ট হল তার। হাত বাড়িয়ে টিভিটা চালু করল সে।
পুলিস দুটো সম্ভবত অফিসঘরটি দেখছিল। এবার শোওয়ার ঘরে এল।
'এটা আপনার বেডরুম?'
'না। রেস্টরুম।'
'খুব মড তো। টিভি দেখছিলেন?'
'হ্যাঁ।' গৌরীর গলায় বিস্ময়। অনীশ ওদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছিল না।

'এখানে রাত্রে কেউ থাকেন ?'
'আমি বুঝতে পারছি না এর সঙ্গে ববির হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কটা কি ?'
'আমি জানতে চাইছি ববি এখানে থাকতেন কিনা ?'
'না।'
'আপনি ড্রিঙ্ক করেন ?'
'মাঝেমাঝে।'
'একথা আপনার বাবা জানেন ?'
'ব্যাপারটা আমার একদম ব্যক্তিগত, তাই না ?'
'এখানে দেখছি দুটো গ্লাস রয়েছে, আর কে খাচ্ছিল ?'
'আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক এসেছিলেন।'
'কি নাম তাঁর ?'
'তার নাম বলতে আমি বাধ্য নই।'
'নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে বাধ্য নন। কিন্তু পরিচিত কেউ এলেই আপনি তাকে মদ খেতে দেবেন এমন নিশ্চয়ই ভাবা যায় না! নিশ্চয়ই তিনি খুবই ঘনিষ্ঠ ?'
'হ্যাঁ। আমাদের এক পারিবারিক বন্ধু তিনি!'
কিছুক্ষণ কোন শব্দ নেই। অনীশ অনুমান করল অফিসাররা খোঁজাখুঁজি করছে। যদি টিভির এদিকে এসে উঁকি মারে ? ওর মেরুদণ্ড কনকন করে উঠল। টিভিতে খুব আস্তে কোন বাজনা বাজছে। সেটা ছাপিয়ে একজন অফিসারের গলা কানে এল, 'এই ডায়েরি আপনার হাতে লেখা নিশ্চয়ই।'
'হ্যাঁ। আমার ডায়েরি।'
'পড়তে পারি ?'
'আপনারা কি কোন আপত্তি শুনছেন ?'
'এই তো, ববিবাবুর নাম, ববি, ববি, ববি। রোজই তো দেখা হত আপনার সঙ্গে। মেট ববি লেখা আছে। ভাল সম্পর্ক ছিল, কি বলেন ? অনীশ, অনীশ। অনীশ কে ? ভদ্রলোকের সঙ্গে এয়ারপোর্টেও দেখা করেছেন ? অনীশ ইন এয়ারপোর্ট। কে ইনি ?'
'আমাদের এক পারিবারিক বন্ধু।'
'কি করেন ?'
'ইনসিওরেন্সের এজেন্সি আছে।'
'ববি এঁকে চিনতেন ?'
'না। উনি আমার বাবার ইনসিওরেন্স করেছেন।'
'কবে ?'
'সম্প্রতি।'
'আপনার বাবার তো বয়স হয়েছে। এখন ইনসিওরেন্স ? উনিই কি মদ খেয়েছেন ?'
'আপনাকে তো বলেছি, নাম বলতে আমি বাধ্য নই।'

'এই ফর্মগুলো কার ?'

'ওগুলো বাতিল ফর্ম।'

অনীশ বুঝতে পারল অফিসার দুজনের সঙ্গে গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার খুব রাগ হচ্ছিল। গৌরী মিথ্যে কথা বলেছে তাকে। ফেলে যাওয়া ফর্মগুলো নিজের কাছে রেখে সে তাকে বলেছে ববি নিয়ে গেছে। এটা না বললে অনীশ কিছুতেই ববির বাড়িতে যেত না, আর তাহলে এমন একটা কাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়েও পড়ত না।

টিভি সেটের পেছন থেকে বেরিয়ে আসবে কিনা বুঝতে পারছিল না অনীশ। পুলিসদের বিশ্বাস নেই। হয়ত আবার এই ঘরে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু সে গৌরীর গলা শুনতে পেল, 'বেরিয়ে আসুন।'

দেওয়ালের সঙ্গে গা ঘষে গেল বেরিয়ে আসার সময় অনীশের। গৌরী হাসল, 'ধন্যবাদ। আপনাকে এই ঘরে দেখতে পেলে ওরা ঝামেলা বাড়াত।'

জামা ঝাড়তে ঝাড়তে অনীশ বলল, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু ফর্মগুলো আপনার কাছেই ছিল?'

'শুনতেই তো পেয়েছেন।' গৌরী আবার হাসল।

'অদ্ভুত ব্যাপার! আমি আপনার উপকার করছি আর আপনি আমাকে মিথ্যে বলছেন? যদি আমাকে ববিবাবুর বাড়িতে না ছোটাতেন—।' বলতে গিয়ে হঠাৎই থেমে গেল অনীশ!

'না ছোটালে কি হত?' চকিতে প্রশ্ন করল গৌরী।

কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল অনীশ, 'মানে ছোটাবেনই বা কেন? কি লাভ আপনার?'

'আচ্ছা, অন্যায় হয়ে গেছে। ববির হাতে মার খেয়ে মাথা ঠিক ছিল না। আমি ওর ওপর বদলা নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও যে এমনভাবে খুন হয়ে যাবে তা ভাবিনি।' হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল গৌরী। ধীরে ধীরে বসে পড়ল বিছানায়।

অনীশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তাকে ওই বাড়িতে পাঠিয়ে কিভাবে বদলা নেওয়া সম্ভব, তার আন্দাজ সে করতে পারছে না। কিন্তু পুলিস এই ইনসিওরেন্সের ব্যাপারটা জেনে গিয়েছে এই চিন্তা তাকে নার্ভাস করে তুলল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি এখন কি করি বলুন তো!'

'কি ব্যাপারে?' হাত থেকে চোখ সরাল গৌরী।

'আমি যে আপনার বাবার ইনসিওরেন্স করাচ্ছি তা পুলিস জেনেছে।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'আপনার বাবা জানতে চাইবেন এখানে ফর্মগুলো রেখেছিলাম কেন? সেগুলোর ডুপ্লিকেট তো আজই অফিসে জমা পড়ে গেছে। এগুলো বাতিল ফর্ম, ছিঁড়ে ফেলা দরকার ছিল।'

'এই ফর্মগুলোয় কোন জালিয়াতি নেই, আছে?'

'না নেই।'

'তাহলে বাবাকে বোঝাবার দায়িত্ব আমার। এ নিয়ে আপনি ভাববেন না।'

ভরসা পেল না অনীশ। পুলিস ছুঁলে শেষ না দেখে ছাড়বে না। সে ছটফট করল, 'ঠিক আছে, আমি এখন্ চলি।' সে দরজার দিকে এগল।

'দাঁড়ান, এখন যাবেন না।' গৌরী খাটে বসেই নিষেধ করল।

'কেন ?'

'পুলিস নিচে অপেক্ষা করতে পারে। ববির খুনের ব্যাপারে ওরা আমাকে সন্দেহ করছে। এখানে দুটো গ্লাস দেখে জিজ্ঞেস করেছে কে এসেছিল ? এত তাড়াতাড়ি আমার ওপর থেকে নজর তুলে নেবে বলে মনে হয় না। আপনি বসুন।'

সুতরাং, আবার বসতে বাধ্য হল অনীশ। বসেই জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ডায়েরিতে আমার ঠিকানা লেখা নেই তো ? ডায়েরি কোথায় ?'

'না নেই।' খাট থেকে ছোট্ট ডায়েরিটা তুলে দেখাল গৌরী।

'উঃ। বাঁচালেন। ভাগ্যিস বলেননি আমিই ড্রিঙ্ক করছিলাম।'

'আপনি অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন ?'

'নার্ভাস ?'

'হ্যাঁ। আমি তো আপনাকে বলেছি কাল বাবার চেকটা ফিরিয়ে আনুন যাতে ব্যাঙ্ক ওটাকে ডিজঅনার না করে। বাবাকে বলুন নতুন চেক দিতে। আপনি সেফ।'

'আপনি কি সত্যি এটা মনে-প্রাণে চাইছেন ?'

'হ্যাঁ। আবার বলছি, ববির চাপে আমি ওটা করতে বলেছিলাম আপনাকে। এখন আমি আর কোনরকম ঝামেলায় যেতে চাই না।'

'আপনি ববিকে ভালবাসতেন ?'

'ঠিক ভালবাসা বলতে যা বোঝায় তা নয়। আকর্ষণ বোধ করতাম। মাঝে মাঝে মনে হত সঙ্গ ত্যাগ করি, কিন্তু—! আমি বিশ্বাস করি না ওর সঙ্গে পলিটিক্যাল কোন ব্যাপার যুক্ত ছিল। এইটেই আবাক করছে আমাকে।'

অনীশ একটু ভাবল। সে আদিনাথ মল্লিকের চেকে হাত দেয়নি। ওটা ঠিকঠাক ক্যাশ হবে। গৌরী যা চাইছে তাই হবে। কিন্তু এই সত্যি কথাটা ওকে কি বলা যায় ? ঘড়ি দেখল সে। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। অনীশ বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ। আমিও যাব। এখানে একা থাকতে পারব না আমি ।'

'কিন্তু পুলিস ?' অনীশ প্রশ্ন করতেই টেলিফোন বাজল। গৌরী টেলিফোনের দিকে তাকাল। তারপর উঠে রিসিভার কানে দিয়ে হেলো বলল। ও-পাশে কে কি বলছে তা বুঝতে পারছিল না অনীশ। এই ফ্ল্যাট থেকে কি করে বাইরে বের হওয়া যায় সেই চিন্তাই তার মাথায় পাক খাচ্ছিল। রিসিভার নামিয়ে রেখে গৌরী বলল, 'অদ্ভুত !'

'কি হল ?'

'প্রিয়ংবদা টেলিফোন করেছিল। পুলিস ওর ফ্ল্যাট সার্চ করেছে। ববির

একটা রিভলভার ছিল, সেটা নিয়ে গিয়েছে। ওদের গাড়িটাকেও ছাড়েনি।'

'গাড়িটা ?' আঁতকে উঠল অনীশ।

অবাক হয়ে তাকাল গৌরী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি শুনে অমন চমকে উঠলেন কেন ? রিভলভার তো আরও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।'

'না, না। চমকে উঠিনি তো !'

'আপনি মনে হচ্ছে কিছু জানেন।'

'আমি কিছুই জানি না। বিশ্বাস করুন।' অনীশ উঠে দাঁড়াল।

'বসুন।' ধমকের গলায় বলল গৌরী। অনীশ কপাল থেকে চুল সরাল কিন্তু বসল না, 'আপনি আমাকে যেতে দিন। পুলিস নিশ্চয়ই এখন বাইরে নেই।'

'আপনি অমন করছেন কেন ? এত নার্ভাস কেন ?'

অনীশ জবাব দিল না। সোজাসুজি তাকিয়ে থেকে গৌরী বলল, 'প্রিয়ংবদা আপনার বাড়ির ঠিকানা চাইছিল। খুব জরুরি দরকার আছে নাকি আপনার সঙ্গে।'

'ওঁর কি দরকার তা আমি কি করে জানব ?'

'কিন্তু পুলিস আপনার নাম সম্ভবত দ্বিতীয়বার শুনল।'

'তার মানে ?'

'প্রিয়ংবদার টেলিফোনে যে আড়িপাতা হচ্ছে না তা বিশ্বাস করি না আমি।'

'উঃ ! ভগবান।' অনীশ মাথায় হাত দিল।

গৌরী কাছে এগিয়ে এল, 'অনীশ, কি হয়েছে, আমাকে বলুন।'

'কি আবার হবে ? ববির খুনের সঙ্গে আমি জড়িত নই।'

'আমি সেটা বিশ্বাস করি। কিন্তু ঘটনাটা এই যে আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পরেই ও নিখোঁজ হয়। পাওয়া যায় সল্টলেকে।'

'হতে পারে। কিন্তু ববি আত্মহত্যা করতে পারে।'

'পারে। কিন্তু অন্য কোথাও আত্মহত্যা করে নিজের মৃতদেহ সল্টলেকে নিয়ে যেতে পারে না। কাউকে আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে বলবেন না।'

'আমি কি করে বলব ? আত্মহত্যার কথাটা আমার মাথায় এল তাই বললাম।'

'বেশ। আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করুন।' গৌরী উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে। অনীশ অফিসঘর ডিঙিয়ে হলঘরে আসতেই দেখতে পেল নেপালি মেয়েটাকে কোন নির্দেশ দিচ্ছে গৌরী। নেপালি মেয়েটি বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। ওকে দেখতে পেয়ে গৌরী বলল, 'একটু দাঁড়ান। খোঁজ করতে পাঠালাম। বাইরে কাউকে না দেখতে পেলে বেরিয়ে যাবেন।'

অনীশ নিঃশ্বাস ফেলল শব্দ করে। শূন্য হলঘরের নীল আলোয় সে আর গৌরী দাঁড়িয়ে। গৌরী কিছুই জানে না ববির ব্যাপারে। অথচ ববিকে সে-ই বেশি চিনত। অনীশ কি করে এখন বলবে ববির মৃতদেহ ফেলে আসার

ব্যাপারে সে প্রিয়ংবদাকে সাহায্য করেছে, বলা যায় না। কাউকেই বলা যায় না।

গৌরী এগিয়ে এল, 'পুলিস বলছিল দুটো শরীর থেকে দুরকমের গুলি পেয়েছে। ববির রিভলভারে ব্যবহার করা যায় এমন গুলি যদি ওর শরীরে পাওয়া গুলির সঙ্গে মিলে যায় তাহলে প্রিয়ংবদা বিপদে পড়বে।'

'কেন ? বিপদে পড়বে কেন ?'

'ওই রিভলভারের গুলিতে ববি মারা গিয়েছে কিনা পুলিস ঠিক বের করতে পারবে। যদি সেটাই হয় তাহলে—! প্রিয়ংবদাকে এত বোকা বলে মনে হয়নি কখনও।'

'বোকা কেন ?'

'নইলে রিভলভারটাকে কেউ বাড়িতে রেখে দেয় এই ঘটনার পরেও !'

এইসময় নেপালি মেয়েটি ফিরল। সে জানাল বাইরে সন্দেহজনক কাউকেই দেখতে পায়নি। রাজপথ শূন্য।

গৌরী বলল, 'তাহলে আপনি যেতে পারেন।'

অনীশ দরজার দিকে এগল। গৌরী তার পেছন পেছন এল গেট বন্ধ করতে। অনীশ দরজার বাইরে পা দেওয়ামাত্র সে বলল, 'যদি কখনও আমাকে প্রয়োজন হয় তাহলে যোগাযোগ করবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বাবার ওই ফর্মগুলো এখন আমি ছিঁড়ে ফেলব। গুড-নাইট।' সে দরজা বন্ধ করে দিল।

নিচে নেমে ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাল অনীশ। না, কেউ নেই। নিজেকে সে সান্ত্বনা দিল, কোন প্রমাণ নেই। সে যে ববিকে আত্মহত্যা করতে দেখেছে, প্রিয়ংবদার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ববির শরীর সল্টলেকে নিয়ে গেছে এসবের কোন প্রমাণ নেই। সে হাঁটা শুরু করল ! পুলিস তাকে কিছুতেই ধরতে পারবে না যদি না প্রিয়ংবদা তাকে জড়ান। প্রিয়ংবদা তাকে তখনই জড়াবেন যখন দেখবেন আর কোনও পথ নেই। রিভলভার থেকে সে তার হাতের ছাপ মুছে ফেলেছিল। কিন্তু প্রিয়ংবদার হাতের ছাপ পাওয়া যাবে। বাথরুমে ববির শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত মুছে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু গাড়ির ডিকিতে সেটা পড়েছে কিনা অন্ধকারে দেখা যায়নি। যদি ডিকিতে রক্ত থাকে তো হয়ে গেল ! প্রিয়ংবদার কাছে গাড়ির চাবি ছিল। ওই যে মাঝরাতে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়েছিল সেটা পুলিসের পক্ষে বুঝতে অসুবিধে হবে না। আর তখন পুলিস খুঁজতে চাইবে সেই রাত্রে কে প্রিয়ংবদার সঙ্গী ছিল ? যদি কোনভাবে— ! মাথা নাড়ল অনীশ, কোনভাবেই সম্ভব নয় যদি না প্রিয়ংবদা মুখ খোলে।

হাঁটতে হাঁটতে সে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। ট্যাক্সিতে বসে তার খুব ইচ্ছে করছিল প্রিয়ংবদার সঙ্গে কথা বলতে। টেলিফোনে কথা বলা ঠিক হবে না। আড়ি পেতে বসে থাকলে পুলিসের কাজটাকে তাহলে সহজ করে দেওয়া হবে। বুকের ভেতর খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। ইচ্ছে হচ্ছিল প্রিয়ংবদার বাড়িতে যেতে কিন্তু সেটা আরও বোকামি হবে। গৌরীর বাড়ির ওপর যদি পুলিস নজর রাখে তাহলে প্রিয়ংবদার বাড়িতে তো রাখবেই।

সোজা বাড়ি ফিরে এল সে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এগতেই দেখতে পেল একটা গাড়ি তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে গাড়ির পাশে আসা-মাত্রই দরজা খুলে অমিতাভ নিচে নামল, 'কি মশাই, কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন?'

'পালিয়ে? না তো?'

'ভেতরে গিয়ে বসা যাবে? কথা আছে।'

'এত রাত্রে? মানে, খুব জরুরি দরকার?' অনীশ ইতস্তত করল।

'জরুরি না হলে কেউ আপনার মত লোকের বাড়ির সামনে বসে থাকে?'

অগত্যা বেল বাজাল অনীশ। তৃতীয়বারে ঘরের আলো জ্বলল। দরজা খুলে মা জ্বলন্ত চোখে অনীশের দিকে তাকালেন। তারপর পেছনে মানুষ আছে দেখে শব্দ করে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। অনীশ অমিতাভকে বলল, 'বসুন।'

অমিতাভ চেয়ার টেনে নিয়ে বসল, 'এই ডাক্তার হরিহর মিত্র লোকটি কেমন?'

'হরিহর মিত্র কে?' অন্যমনস্ক গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল অনীশ।

'অদ্ভুত লোক তো মশাই আপনি! বাবাকে টেলিফোন করেছেন কাল সকালে নিয়ে যাবেন বলে।'

অমিতাভ বলা মাত্র মনে পড়ে গেল অনীশের। যাচ্চলে। বিকেলে গৌরাঙ্গদার বাড়িতে গিয়ে তালেগোলে ডাক্তার হরিহর মিত্রের ঠিকানাটাই নিয়ে আসেনি। গৌরাঙ্গদা বলেছিলেন ওঁকে বলে রাখবেন। বর্ধমানে যাওয়ার আগে বলেছেন কিনা সন্দেহ। কি হবে এখন? মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল অনীশের। চম্পাকলিকে জিজ্ঞাসা করলে গৌরাঙ্গদার খাতাপত্তর থেকে নিশ্চয়ই ঠিকানা বের করে দিতে পারত সে। কি করা যায়? অমিতাভ তার দিকে তাকিয়েছিল; এবার প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে আপনার? এমন ভূতের মতন চেহারা কেন?'

'না। কিছু না তো! হ্যাঁ, হরিহর মিত্র অনুমোদিত ডাক্তার, কেন?'

'লোকটা কেমন?'

'আমি ঠিক জানি না। আমার সিনিয়ারের পরিচিত।'

'মাল দিয়ে ম্যানেজ করা যাবে?'

'মাল দিয়ে? কেন?'

'বাবার শরীরটা ঠিক নেই। প্রেসারের ওষুধ খেয়েছেন। বাবি নামে একটা লোক খুন হয়েছে। আমার বোনের বন্ধু ছিল সেই স্কাউণ্ড্রেলটা। পুলিস এসেছিল বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। সেই থেকেই বাবার শরীর গোলমাল করছে। ডাক্তার এসেছিলেন, আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান, বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু কথা হল, আগামীকাল পরীক্ষার পর যদি আপনাদের ডাক্তার মিত্র কোন খারাপ রিপোর্ট দেন, তো সব ভেস্তে যাবে।' অমিতাভকে কথা বলার সময় খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছিল। যেন ওই রিপোর্টের ওপর তার মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে।

'রিপোর্ট খারাপ হবেই এমন ভাবছেন কেন?'

'আমি কোন চান্স নিতে চাই না।'

'দেখুন, আমার সিনিয়ার বর্ধমানে গিয়েছেন। ওঁর অনুপস্থিতিতে আমি কি করে বলব ডক্টর মিত্রকে ম্যানেজ করা যাবে কিনা!'

'আমি টাকা দেব। আপনাকে এটা করতেই হবে।'

'ঠিক আছে। আগেই টাকার কথা বলবেন না। যদি রিপোর্ট খারাপ হয় তাহলেই না হয় ওঁর সঙ্গে টাকার ব্যাপারে কথা বলা যাবে।'

'এটা আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন। স্বার্থ আপনারও।'

একটু বাজাতে চেষ্টা করল অনীশ, 'এই ববি লোকটা কে?'

'আমার বোনের বন্ধু। মাস্তান। রোমিও। মেয়ে পটাতে ওস্তাদ। ওর বউ টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করে। ক্রিমিনাল। কেন? খবরের কাগজে তো এসব ছাপা হয়েছে। একসময় আমার বোনকে বিয়ে করবে বলে খেপে উঠেছিল।'

'ওর খুনের ব্যাপারে আপনার বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পুলিস এসেছে কেন?'

'সম্ভবত বোনকে জড়িয়েছে ওরা। আমি এসবের মধ্যে নেই। যদি কেউ আগুন নিয়ে খেলা করে তাহলে তার হাত পুড়বেই। বাবা এখনও ওর সম্পর্কে সফ্‌ট, এটাই প্রবলেম। যা হোক, কাল নটার আগেই ভদ্রলোককে ম্যানেজ করুন। ওঁর ঠিকানাটা কি?'

অনীশ মাথা নাড়ল, 'ঠিকানাটা আমার হাতের কাছে নেই। কাল সকালে যাওয়ার আগে নিয়ে নেব। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না, যা করার তা আমিই করব।'

'ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।' দরজা পর্যন্ত চলে গিয়ে অমিতাভ আবার ফিরে তাকাল, 'আপনাকে যেভাবে জমা দিতে বলেছিলাম ঠিক সেইভাবেই ফর্ম-গুলো জমা দিয়েছেন তো?'

কোন কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল অনীশ।

অমিতাভ চলে গেল।

শূন্য ঘরে একা বসে রইল কিছুক্ষণ সে। তার পেট ব্যথা করছিল। সারা দিনে কিছুই খাওয়া হয়নি বলতে গেলে। একদিকে সিদ্ধি অন্যদিকে বিয়ার হুইস্কি! আছে ভাল! সে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। মায়ের কাছে খাবার চাইলে পাওয়া যাবে এত রাত্রে? মা তো এলাহাবাদ চলেই যাচ্ছে। কি করা যাবে! যাই হোক না কেন, আদিনাথ মল্লিকের কাজটা সে ঠিকঠাক শেষ করবেই। তার সমস্ত জীবনের স্থিতাবস্থা নির্ভর করছে এই কাজের ওপর। আগামীকাল নটার অনেক আগে গিয়ে ডাক্তার মিত্রকে ধরতে হবে। কিন্তু তার আগে ওর ঠিকানাটা চাই। ভোরবেলায় চলে যাবে গৌরাঙ্গদার বাড়িতে?

ভোরবেলায় কেন? ঘড়ি দেখল অনীশ। এগারটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু কলকাতা তো পাড়াগাঁ নয়। অনেকেই জেগে থাকে। একই সঙ্গে খিদে এবং দুশ্চিন্তায় আনচান করতে লাগল অনীশ। এখন বাস ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যেতে হলে ট্যাক্সি নিতে হবে। না। থাক। সে আলো নিভিয়ে ভেতরে

চলে এল। শোওয়ার ঘরে এসে দেখল টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। গোগ্রাসে খেয়ে নিল অনীশ সবটাই।

ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙে গেল তার। মাথায় দুশ্চিন্তা নিয়ে শুলে এমনটা তার হয়। চটপট উঠে মুখ ধুয়ে মায়ের ঘরের দিকে তাকাল সে। দরজা বন্ধ। সময় কাটাবার জন্যে দাড়ি কামাল, পরিষ্কার হল স্নান করে। সাড়ে চারটে নাগাদ নিচে নামল। এখন রাস্তায় মানুষ নেই, আলো জ্বলছে কিন্তু আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। এইসময় প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাটে গেলে কেমন হয়? এমন ভোরে পুলিস নিশ্চয়ই পাহারা দিয়ে বসে নেই। অনীশের মনে হল গৌরাঙ্গদার বাড়িতে গিয়ে হরিহর মিত্রের ঠিকানা নেবার আগে প্রিয়ংবদার সঙ্গে দেখা করে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সে ট্রামে উঠল। ভোরের ট্রাম ঝড়ের গতিতে যায়।

বাড়িটার সামনে পৌঁছে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সে দেখতে পেল না। এই ভোরে পুরো বাড়িটাই যেন ঘুমিয়ে আছে। অনীশ সোজা ওপরে উঠে ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে গেল। বেল টিপতে হল তিনবার। চতুর্থবার টেপার আগে প্রচণ্ড বিরক্ত প্রিয়ংবদা দরজা খুলল। একেবারে বিছানা থেকে উঠে এসেছে, পরনে রাতের পোশাক। অনীশকে দেখে তিনি তাজ্জব হয়ে গেলেন যেন, 'আপনি? এই সময়?'

চটপট ভেতরে ঢুকে পড়ল অনীশ, 'অন্য সময়ে এখানে আসা ঠিক হত না।'

'এখনই আসার কি দরকার ছিল। ওঃ, আমি আর পারছি না!'

'তার মানে?' অনীশ প্রিয়ংবদার গলার স্বরে কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

'পুলিস একেবারে এঁটুলির মত পেছনে লেগে আছে। আমার সবকিছু বরবাদ হয়ে যেতে বসেছে। কি ভুল করেছি আমি, আঃ ভগবান!' ধপ্ করে সোফায় বসে পড়ল সে।

'কেন? নতুন কিছু হয়েছে?'

'আপনি তো বেশ আছেন। দিব্যি ফুর্তি করে বেড়াচ্ছেন। আর এদিকে শকুনের মত ঠুকরে যাচ্ছে পুলিস আমাকে। ববি আত্মহত্যা করতে ভয় পেয়েছিলাম কেলেঙ্কারির। ইন্ডাস্ট্রির লোক আমার নামে বদনাম রটাবে। শুধু ক্যারিয়ার বাঁচানোর জন্যেই ঝোঁকের মাথায় ওই কাজটা করে ফেলেছিলাম তখন। সেই বদনামের তো কোন কিছুই বাকি রইল না। মাঝখানে আত্মহত্যাটা খুন হয়ে গেল। বললে কেউ বিশ্বাস করবে ভেবেছেন?' দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন প্রিয়ংবদা।

যে প্রিয়ংবদাকে সে ভোররাত্রে সেদিন দেখে গিয়েছিল তার সঙ্গে এখনকার

এই মানুষীর কোন মিল নেই। অনীশ নার্ভাস হয়ে পড়ল। সে বলল, 'আপনি এত ভেঙে পড়ছেন কেন ? আপনি তো ওকে খুন করেননি।'

'কেউ বিশ্বাস করবে না এ কথা। আমার গাড়ির ডিকিতে ববির রক্ত পাওয়া গিয়েছে। রিভলভারে আমার হাতের ছাপ, আর ওটা থেকে যে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল সেদিন, সেটা পুলিস আজই জেনে যাবে। তখন ? তখন কি হবে ভাবতে পারেন ?'

'গাড়ির ডিকিতে যে রক্ত পাওয়া গিয়েছে তা আপনাকে ওরা বলেছে ?'

'বলবে কেন ? ওকে যখন আমরা ব্যাগের মধ্যে ভরেছিলাম তখন আমার কাপড়ে রক্ত লেগেছিল। পরদিন সেটা লক্ষ্য করে কেচে ফেলি। আমার কাপড়ে যদি লেগে থাকে তাহলে গাড়িতে নিশ্চয়ই চুঁইয়ে পড়েছে।'

'না-ও পড়তে পারে। শরীরটা ব্যাগের মধ্যে ছিল।'

'ব্যাগটাকে তো খুঁজে বের করতে পারে।'

'সবকিছুই সম্ভব, আবার কোনটাই যে ঘটবে এমন বলা যায় না।'

'আপনার কি ? আপনি তো বলবেনই। কিন্তু পুলিস যদি আমাকে ধরে, যদি চাপ দেয় কে আমাকে সাহায্য করেছিল তাহলে আপনাকে—।' কথা শেষ করলেন না প্রিয়ংবদা।

শরীরের সমস্ত রক্ত যেন নিমেষেই পায়ে নেমে গেল। সে কোনমতে বলল, 'প্রিয়ংবদা !'

প্রিয়ংবদা কেঁদে ফেললেন, 'আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না।'

'ওটাই আপনার পয়েন্ট হবে।' হঠাৎ উৎসাহিত হল অনীশ।

'মানে ?'

'আপনাকে পুলিস যদি সন্দেহ করে তাহলে বলবেন আপনার একার পক্ষে ববির শরীর ওপর থেকে নামিয়ে গাড়িতে তোলা এবং সল্টলেকে গিয়ে ফেলে আসা সম্ভব নয়। যেহেতু আপনার কোন সঙ্গী ছিল না তাই প্রমাণিত হচ্ছে ব্যাপারটা আপনি করেননি। এটা তো খুব স্বাভাবিক যুক্তি।'

'কিন্তু প্রমাণগুলো ?'

'কিসের প্রমাণ ? রিভলভারে হাতের ছাপ ? ববি সেদিন আপনাকে ওটা রাখতে দিয়েছিল। তার আগে কোথাও গুলি ছুঁড়েছে কিনা সেটা আপনার জানার কথা নয়। দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। কলকাতায় একই ধরনের রিভলভার অনেক আছে।'

'যদি গাড়িতে রক্ত পায় ?'

'পেলে পুলিস আপনাকে তখনই ও ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করত। করেছে ?'

মাথা নাড়লেন প্রিয়ংবদা, 'না। করেনি।'

'তাহলে চিন্তা করছেন কেন ?'

'চিন্তা করার একটা কারণ ঘটেছে।'

'কি সেটা ?'

'গতকাল রাত সাড়ে দশটায় একটা ফোন এসেছিল। লোকটা আমায়

জিজ্ঞাসা করেছিল, সল্টলেকের ওই জায়গায় বাবির মৃতদেহ ফেলার মতলব আমাকে কে দিয়েছিল ?'

'দূর। এটা পুলিসের ট্র্যাপ।'

'না। পুলিস নয়। আমি প্রতিবাদ করতেই লোকটা হেসেছিল। বলেছিল, ম্যাডাম, আমরা একটা গাড়িকে ওই স্পটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। কিছু দূরে এসে আমরা অপেক্ষা করি আপনাদের জন্যে। গাড়িটা আপনি চালিয়ে এসেছিলেন, পাশে একজন লোক ছিল। আমরা আপনাদের অনুসরণ করি। আজ কাগজ পড়ে বুঝতে পারি, যে বাড়িতে আপনি থাকেন সেটা দু-নম্বর ডেডবডির বাড়ি। যা হোক, যদি পুলিস আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে পারে তাহলে আপনি ছবি হয়ে যাবেন।' প্রিয়ংবদা এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন।

'আমার স্পষ্ট মনে আছে কেউ আমাদের ফলো করেনি। আর কি বলল লোকটা।'

'লাইন কেটে দিয়েছিল।'

'আমার এখনও মনে হচ্ছে এটা পুলিসের ফাঁদ। যারা দ্বিতীয় লোকটাকে খুন করেছে তারা জানে আপনি কিছুতেই মুখ খুলবেন না। খুললে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে মুখ বন্ধ করে থাকার কথা বলার কোন যুক্তি নেই।' অনীশ বলল।

প্রিয়ংবদা হঠাৎ উঠে অনীশের কাছে চলে এলেন। ওর হাত ধরে বললেন, 'আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। প্রচণ্ড ভয় করছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের কথা ওই খুনীরা জেনে গেছে।'

'আপনাকে চিনতে পারে, আমাকে চেনার কথা নয়।'

হঠাৎ হাত ছেড়ে দিলেন প্রিয়ংবদা, 'আমাকে জড়ালে আপনি তো বাঁচবেন না।'

'তার মানে ? আমার কথা আপনি পুলিসকে বলে দেবেন।'

'তেমন অবস্থা দাঁড়ালে আমার আর অন্য কোন রাস্তা থাকবে না।'

'যাঃ। আপনি তা করতে পারেন না।' অনীশ হাসার চেষ্টা করল। এবং তখনই তার মনে হল এইসব অশান্তির মূলে প্রিয়ংবদা। সে যদি তাকে বাধ্য না করত তাহলে কিছুতেই এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ত না। আর সে যে জড়িয়ে আছে তার একমাত্র সাক্ষী হল প্রিয়ংবদাই। ও ফাঁসিয়ে দিলে সারা জীবন জেলের ঘানি ঘোরাতে হবে তাকে। যদি প্রিয়ংবদার মুখ বন্ধ করা যায় ? কিভাবে ? সে তাকাল। প্রিয়ংবদা মরে গেলে সে বেঁচে যাবে। কিন্তু কি করে মারবে সে ? অসম্ভব। আজ পর্যন্ত কখনই এমন মানসিকতা হয়নি তার। কিন্তু হয়নি বলেই যে হবে না তার কি মানে আছে ? নিজেকে বাঁচাতে তো মানুষ কত কি করে যা আগে কখনও করেনি। এইসময় প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'চা খাবেন ?"

ঘড়ি দেখল অনীশ, 'করতে পারেন।'

ভেতরে চলে গেলেন প্রিয়ংবদা। অনীশের মনে হচ্ছিল এখনই কিছু একটা না করলে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। কি করা যায়? তার রিভলভার নেই যে গুলি চালাবে। ছুরি মারার জন্যে যে সাহস দরকার, মনের জোর প্রয়োজন তা তার নেই। বিষ খাইয়ে হত্যা করা খুব বিশ্রী ব্যাপার। সে কোনভাবেই একটা মানুষ মারতে পারে না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চা নিয়ে এলেন প্রিয়ংবদা। এখন তিনি অনেকটা স্বাভাবিক। এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গত রাত্রে আপনি গৌরীর সঙ্গে ছিলেন?'

'গত রাত্রে নয়। সন্ধ্যেবেলায়।' অবাক হল অনীশ। গৌরী খবরটা এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছে।

'ও। এসব কথা গৌরী জানে না তো!'

'মাথা খারাপ নাকি!'

'ববি নেই। এরই মধ্যে গৌরীর একটা পুরুষমানুষ দরকার হয়ে পড়ল!' নিঃশ্বাস ফেললেন প্রিয়ংবদা, 'ওর বাবার কাজটা হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। গতকাল চেক জমা পড়ে গেছে।'

'আপনি যা বলেছেন সেইমত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ওপর ভরসা রাখুন।'

এইসময় টেলিফোন বাজল। এখনও সাড়ে পাঁচটা বাজেনি। এত ভোরে সাধারণত প্রয়োজন মারাত্মক না হলে কেউ ফোন করে না। প্রিয়ংবদা রিসিভার তুললেন। জানান দিতেই অনীশ দেখল ওঁর চোয়াল শক্ত হল, মুখের চেহারা পাল্টে গেছে। অনীশ উঠে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কান থেকে সামান্য সরাতেই শব্দগুলো ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছিল। 'শুনুন, আপনি কি পুলিসকে আমাদের গাড়ির নাম্বার দিয়েছেন? ঠিকঠাক বলুন?'

'আপনি কে? এসব কি বলছেন?' প্রিয়ংবদা চেঁচালেন।

'পুলিস কাল রাত্রে আমাদের গাড়িটাকে খুঁজে বের করেছে। এই ইনফর্মেশন পুলিস কোথায় পেল, জবাব দিন!' রীতিমত ধমকের গলা।

'আশ্চর্য! আমি কি করে জানব।'

'ওসব ন্যাকামি ছাড়ুন। দশ হাজার টাকা দরকার, কখন দিতে পারবেন?'

'আমি আপনাকে টাকা দিতে যাব কেন?'

'কারণ আমার পরিচয় আপনি জানেন না, আপনার পরিচয় আমি জানি। যদি পুলিসের কাছে খবর পৌঁছে না দিই তাহলে টাকাটা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি। আজ বিকেল পাঁচটায় টাকাটার ব্যবস্থা করে ফোনের পাশে থাকবেন।' লাইন কেটে গেল।

রিসিভার নামিয়ে প্রিয়ংবদা বললেন, 'সেই লোকটা!'

প্রিয়ংবদার দিকে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে তাকিয়ে রইল অনীশ।

প্রিয়ংবদা বললেন, 'কি করি! এত টাকা আমি কোথায় পাই! বলুন না, আমি কি করব? আপনিও তো আমার সঙ্গে ছিলেন যখন লাশ ফেলতে গিয়েছিলাম। এখন এমন ভাব করছেন যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না।'

অনীশ মাথা নাড়ল, 'বাঃ। এ সবই তো আপনার জন্যে হয়েছে।'
'মানে?' প্রিয়ংবদা ফুঁসে উঠলেন।
'আপনি আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলেন। ববি আত্মহত্যা করেছিল। খবরটা তখনই পুলিসকে জানালে এর কোনটাই ঘটত না। তা না করে মরা স্বামীকে আপনি সল্টলেকে ফেলে এলেন। আমাকে বোঝালেন বাড়িতে আত্মহত্যা করলে পাবলিক আপনাকেই সন্দেহ করবে আর তাতে ক্যারিয়ারের বারোটা বেজে যাবে। আর আমিও এমন গর্দভ যে কথাটা বিশ্বাস করে হাত মিলিয়েছিলাম।' মাথা নাড়ল অনীশ।
'ও। তাই? কেন হাত মিলিয়েছিলেন? কেন? বলুন? আপনারও মতলব ছিল।'
'মতলব? আমার?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার মত একটি সুন্দরী অভিনেত্রীকে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। কিন্তু ভুলটা আমিই করেছিলাম। বাথরুমে যখন আপনি ববির শরীরের পাশে রিভলভার হাতে বসেছিলেন তখনই আমার উচিত ছিল পুলিসকে টেলিফোন করা। ববির সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় আপনি ওকে খুন করেছেন। এ বাড়িতে এসেছিলেন ববির সঙ্গে ঝগড়া করতে সেটা গৌরীও পুলিসকে বলত। রিভলভারে আপনার হাতের ছাপ পাওয়া যেত। ব্যস, সব চুকে যেত তখনই। বোকামি করলাম। আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল মানুষটা সরল। সরল মানুষ তো আজকাল দেখতে পাই না। ফলে দুর্বল হয়ে গেলাম। উঃ।' প্রিয়ংবদা কথা শেষ করতেই আবার টেলিফোন বাজল।
অনীশ বলল, 'আমি যাচ্ছি।'
'না। দাঁড়ান। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।' হাত তুলে ইশারা করে রিসিভার তুললেন প্রিয়ংবদা, 'হ্যালো! হ্যাঁ, ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন প্রিয়ংবদা। তাঁর মুখ এখন অনেক শান্ত, 'থানা থেকে ফোন করেছিল। বলল, গাড়িটাকে নিয়ে আসতে পারি।'
'গাড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছে?' অনীশ অবাক।
'হুঁ। মনে হচ্ছে এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম। আমার ওপর সন্দেহ ওদের চলে যাচ্ছে। কিন্তু টেলিফোনের লোকটা? শুনুন, ওই লোকটাকে আপনি সামলাবেন!'
'অসম্ভব। আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'
'বাঃ। আপনি আমার বিপদে পাশে দাঁড়াবেন না? আমরা দুজনেই সমান দোষী!'
'আমি কিছু জানি না।'
'শুনুন অনীশবাবু। আমি যদি ফেঁসে যাই তাহলে আপনি কিন্তু বাঁচবেন না।'
'সেটা বুঝতে পারছি।'

'আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দিন।'

'আমি জানি না কি করব। একটু ভেবে দেখি। আমি নাহয় বিকেলে আসব।'

'টাকাটা ?'

'দেবেন না। কেউ হুমকি দিলেই তাকে টাকা দিতে হবে নাকি! টাকা অত সস্তা ?' অনীশ উঠে দাঁড়াল।

প্রিয়ংবদার ঠোঁটে হাসি ফুটল, 'এই এতক্ষণে আপনাকে আবার নর্মাল লাগছে।'

অনীশ বলল, 'মানে ?'

প্রিয়ংবদা এগিয়ে এলেন সামনে, একেবারে বুকের কাছে, 'আপনি আমাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। আমি খুব অসহায় অনীশ। তুমি বুঝতেই পারছ তোমার ওপর খুব বেশি নির্ভর করছি। তুমি ওইভাবে কথা বললে আমার সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়।'

প্রিয়ংবদার শরীর থেকে উঠে আসা সুবাস অনীশকে এই ভোরেও আমোদিত করছিল। কোন সুন্দরী নারী তার এত কাছে কখনও দাঁড়ায়নি। সে হাত বাড়ালেই সাগরিকা ছবির শেষ দৃশ্যের নায়ক হতে যেতে পারে। কিন্তু হঠাৎই তার গৌরীর মুখ মনে পড়ল। প্রিয়ংবদা যদি সমতলের নদী হয় তো গৌরী পাহাড়ের। অনেক বেশি নাচন তার শরীরে। তবে ? সে হাসল, 'ঠিক আছে। আমি আছি। তবে ঘন ঘন এখানে আসাটা ঠিক হবে না। পুলিস নিশ্চয়ই নজর রাখবে। আমরা বাইরে কোথাও দেখা করতে পারি।'

'কোথায় ?' মুখ তুললেন প্রিয়ংবদা।

'কোনও রেস্টুরেন্টে।'

'অসম্ভব। কেউ না কেউ আমাকে চিনে ফেলবে। তোমার সঙ্গে জড়িয়ে কথা বলবে।'

'ও।' চোখ বন্ধ করল অনীশ, 'তাহলে, তাহলে বাইপাসের গায়ে বোটিং ক্লাবে চলে এস। বিকেলবেলায় বেশি লোক থাকে না। অসুবিধে আছে ?'

'ঠিক আছে। বিকেল পাঁচটায়। দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না কিন্তু।'

'না, দাঁড়াতে হবে না।'

বাইরে বেরিয়ে এসে অনীশ চারপাশে নজর বোলাল। না, সন্দেহজনক কেউ দাঁড়িয়ে নেই। পুলিস যখন গাড়িটা ফেরত দিচ্ছে তখন বোঝা যাচ্ছে ওটায় ববির শরীর থেকে বেরুনো রক্ত লাগেনি। কিন্তু টেলিফোনের লোকটা ? প্রিয়ংবদাকে জ্বালাচ্ছে লোকটা। প্রিয়ংবদা তাকে এই আপনি এই তুমি বলছেন। উত্তেজিত হলে আপনি, আবার কাজ হাসিল করার জন্যে তুমি। তেমন গোলমালে পড়লে তাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারেন প্রিয়ংবদা। একটুও বিশ্বাস নেই। খুন না করেও খুনী হয়ে যেতে হবে তখন। কি করা যায়। একটা ট্যাক্সি নিল অনীশ। হাতে সময় বেশি নেই।

ট্যাক্সিতে বসেও মাথায় প্রিয়ংবদার চিন্তা। এই ঘটনাটা না ঘটলে সে

পৃথিবীতে এখন নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকতে পারত। শুধু প্রিয়ংবদার জন্যে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। সেই টেলিফোনের লোকটা যদি মুখ খোলার আগেই প্রিয়ংবদাকে সরিয়ে দেয় তাহলে সে বেঁচে যাবে। প্রিয়ংবদা বেঁচে থাকুক কি না থাকুক তাতে তার কিছুই এসে যায় না। হঠাৎ বোটিং ক্লাবের পরিবেশটা চোখের ওপর ভেসে উঠল তার। জল, গভীর জলে সাজানো নৌকো বাইতে দেখেছে সে অনেককে। কিন্তু একটু সন্ধ্যে হয়ে গেলে তো জায়গাটা বেশ নির্জন হয়ে যায়। মনে মনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল অনীশ। হঠাৎ খেয়াল হতে প্রথমে জায়গাটা চিনতে পারল না। সে গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'এই যে মশাই কোথায় যাচ্ছেন?'

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'বাঃ, আপনিই তো বললেন সোজা যেতে। সোজাই চলেছি।'

'ঘোরান, ঘোরান।'

ট্যাক্সির গতি কমিয়ে গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ড্রাইভার বলল, 'গাড়িতে উঠে কি যে ভাবেন। এবার বলুন ঠিক কোন জায়গায় যাবেন!'

গৌরাঙ্গদার বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে যখন সে নামল তখন ঘড়িতে পৌনে আটটা। ডাক্তার হরিহর মিত্রের ঠিকানাটা গৌরাঙ্গদা জানেন। তিনি যদি এখনও ফিরে না আসেন তাহলে চম্পাকলির সাহায্য দরকার হবে। ঠিকানা না পেলে মিস্টার মল্লিককে নিয়ে ই. সি. জি. করাতে যাওয়া যাবে না।

দরজা বন্ধ ছিল। তার মানে গৌরাঙ্গদা ফেরেননি। বাড়িতে থাকলে এটি খোলাই থাকে। কয়েকবার জানান দেওয়ার পর দরজা খুলে সুরবালা চোখ ঘোরাল, 'ওমা, এ যে দেখি সাতসকালে! কার মুখ দেখে উঠেছি গো!'

অনীশ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'গৌরাঙ্গদা ফিরেছেন?'

'নাঃ।' ঠোঁটে হাসি আনল সুরবালা।

'দিদিমণি কোথায়?'

'হুঁ! তার এখন মাঝরাত। তা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা কেন, ভেতরে এলেই তো হয়।'

ভেতরে ঢুকল অনীশ। সুরবালা দরজা বন্ধ করল। অনীশ হুকুমের গলায় বলল, 'দিদিমণির ঘুম ভাঙাও, আমার জরুরি দরকার আছে।'

বার বার মাথা নাড়ল সুরবালা, 'অসম্ভব। কাঁচা ঘুম ভাঙলে ক্ষ্যাপা মোষ হয়ে যায়।'

'কাঁচা ঘুম মানে? এখন আটটা বাজে।'

'সিদ্ধির নেশা গো। কাল রাতে বাড়াবাড়ি খেয়েছে। দুপুরে চোখ খুলে বাথরুমে যাবে। জোর করে মুখে কিছু গুঁজে দিলে আবার লটকে পড়বে বিছানায়। সন্ধ্যে নাগাদ গা তুলবে।' সুরবালা হাসল।

'তারপর আবার সিদ্ধি খাবে?'

'হুঁ। তবে আজ কম। মনে দুঃখু হলে বেশি খায়।'

'কাল দুঃখ হয়েছিল?'

'হবে না ? ন্যাকা ! দাগা দিয়ে চলে গেলে।'

'আমি দাগা দিয়েছিলাম ?'

'দাওনি ? খাঁ খাঁ বাড়ি, দাদা নেই। শরীর চৈত্রের আকাশ হয়ে আছে আর তুমি এত্তটুকু মেঘ দেখিয়ে ফুস করে উড়ে গেলে ! আচ্ছা বদলোক।' সুরবালা হাসল, 'কি কান্না, কি কান্না। আমায় বলল, হ্যারে সুরো, আমি না-হয় মোটা, টিপসি, তোর তো শরীর আছে, দোকান বাজারে গেলে লোকে হাঁ করে তোকে দ্যাখে, তুইও পারলি না তাকে আটকাতে ?'

কিঞ্চিৎ হতভম্ব এবং সেই সঙ্গে মজাও লাগল, 'জবাবে কি বললে ?'

'কেউ কিছু বলে ? যা জবাব দেব শাঁখের করাতে পড়বে। পারিনি বলাই ভাল। পারতাম বললে বলবে ও তা তো পারবি, ছোট হয়ে বড়র দিকে নজর ! তা দাঁড়িয়ে কেন, ওপরে চল।'

'ওপরে গিয়ে আর কি হবে ! ঘুম ভাঙালে বললে তিনি ক্ষ্যাপা মোষ হয়ে যাবেন। আমাকে একটু সাহায্য করবে তুমি ?'

'আমি ! মরণ ! আমার কি ক্ষমতা !'

'তোমার ক্ষমতা অসীম।' চাটুকারিতা করল অনীশ।

'ঢঙ ! রোগ দেখতে গেলেও নাড়ি টিপতে হয়। ইনি না ছুঁয়েই বুঝে গেলেন। তা কি করতে হবে বল। পারলে করব।' সুরবালা সরে এল।

'গৌরাঙ্গদার একটা ঠিকানা লেখা ডায়েরি আছে। ওটা দেখে একটা ঠিকানা টুকে নেব।'

'অ। এই কথা ! এমন করে বলছিলে যে বুকে বাতাস পাক খাচ্ছিল। চল, এই ঘরে আছে।'

সুরবালা তাকে গৌরাঙ্গদার ঘরে নিয়ে গেল। টেবিল ড্রয়ার হাতড়ে শেষ-পর্যন্ত ডায়েরিটা পেয়ে গেল সে। সুরবালা টেবিলে দুহাত দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। বসে ঠিকানাটা টুকে নেওয়ার ফাঁকে চোখ তুলতেই অনীশ দেখল সুর-বালার শরীর ঝুঁকে থাকার জন্যে আঁচল খসে গেছে। সুরবালার শরীর তার দিদিমণির চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

ঠিকানা লিখে উঠে দাঁড়াতেই সুরবালা বলল, 'কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরলেই পাজী ?'

'তা কেন ?'

'সাহায্য করলে তো উল্টে কিছু দিতে হয়।'

'বেশ, কি চাও বল।'

চোখ ঘোরাল সুরবালা, 'এখন নয়। বাসি শরীরে ঠাকুর পুজো করা যায় না। দুপুরে আসতে পারবে ? এই ধর দুটো নাগাদ ?'

'অসম্ভব। আমার জরুরি কাজ আছে।'

'ওই দ্যাখ ! ঠিক আছে, নটার পরে। রাত্রে। আজ দিদিমণিকে তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দেব।'

'দেখি !' অনীশ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে একবার পেছনে তাকাল। সুরবালা

দরজার ফ্রেমে খাজুরাহোর মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাজ্জব ব্যাপার। ও কি সত্যি সত্যি এসব করল না অভিনয় ? চম্পাকলি ওকে দিয়ে অভিনয় করাচ্ছে ? নারী-চরিত্র বলে কথা !

আদিনাথ মল্লিক তৈরি হয়ে বসেছিলেন। অনীশ যাওয়ামাত্র একপ্রস্থ ধমক দিলেন। টাকা খরচ করে ইনসিওরেন্স করাচ্ছেন অথচ একটার পর একটা ফ্যাকড়া বের হচ্ছে ! এই শেষবার। এরপরও যদি ঝামেলা হয় তাহলে তিনি প্রপোজাল উইড্র করবেন। দরকার নেই ওসবের। অনীশ মাথা নিচু করে বসেছিল। এই বাড়িতে অমিতাভ এবং গৌরী নিশ্চয়ই আছে এখন। এত সকালে তো বাড়িতে থাকাই স্বাভাবিক। তারা নিশ্চয়ই জানে অনীশ কি কারণে বাড়িতে এসেছে। সামনাসামনি না পড়লেই রক্ষে।

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি আছে সঙ্গে, না ট্যাক্সি নিয়ে এসেছ ?'

'আজ্ঞে ট্যাক্সি।'

'ছেড়ে দাও। আমার গাড়ি নিচ্ছি।'

আদিনাথ সামনে বসলেন। ড্রাইভারের পাশে। ডাক্তার হরিহর মিত্রের ঠিকানা বলে দিল অনীশ ড্রাইভারকে। দূরত্ব বেশি নয়। পেছনের সিটে গিয়ে বসল সে।

চুপচাপ গাড়ি চলছিল। হঠাৎ আদিনাথ পেছন দিকে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'চিত্রলেখার নাম এ পর্যন্ত কত লোককে বলেছ ?'

'আজ্ঞে ? না না। কাউকে বলিনি।'

'আমার ছেলেমেয়েরা তোমার কাছে যাতায়াত করছে ?'

'আজ্ঞে ?' চমকে গেল অনীশ।

'সত্যি কথা বল। নইলে গাড়ি ঘোরাব। বউমা আমাকে কখনই মিথ্যে বলে না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এসেছিলেন।'

'কি মতলব ছিল তাদের ?'

'মানে, অনেকগুলো টাকা তো, প্রিমিয়ামের কথা বলছি, ফ্যামিলি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে—!'

'হুঁ। টাকাগুলো কে রোজগার করেছে ?'

'আজ্ঞে আপনি।'

'তাহলে গৌরীর এত দুশ্চিন্তা কেন ? গৌরী নিশ্চয়ই একথা বলেছে ?'

'আজ্ঞে বলেছিলেন। কিন্তু কাল আমাকে বলেছেন এ-ব্যাপারে তাঁর কোন ইচ্ছে নেই। আপনি আপনার টাকা নিয়ে যা খুশি করতে পারেন।'

'কাল কখন দেখা হয়েছিল ?'
'আজ্ঞে রাত্রে।'
'ওর নাচের স্কুলে ?'
'হ্যাঁ।'
'পুলিস তোমায় দেখেছে ?'
'আজ্ঞে না।' অনীশ খুব নাজেহাল হয়ে পড়েছিল।
'হুঁ। অমিতাভ কি করতে বলেছে ?'
'আজ্ঞে বলেছিলেন। এখন তিনিও সব উইড্র করেছেন।'
'এসব কথা আগে বলনি কেন আমাকে ?'
'এত ছোট ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিব্রত করার কোন মানে হয় না।'

'কি হয় না হয় সেটা আমি বুঝব।' আদিনাথ একটু চুপ করলেন, 'হ্যাঁ। আমি পুলিসকে জানিয়ে রেখেছি তুমি আমার ইনসিওরেন্স করাচ্ছ। তুমি ছাড়া আমার ছেলে-মেয়ে-বউমা জানে। যাকে নমিনি করেছি সেও জানে না। যদি আমার কিছু হয় তাহলে পুলিস তোমাদের ছাড়বে না। বুঝতে পেরেছ আমার কথা ?'

একটু সাহস সঞ্চয় করে অনীশ বলল, 'আপনি স্যার আমাকে শুধু-শুধু ধমকাচ্ছেন। আমি কোন অন্যায় করিনি। আপনার ছেলেমেয়েরাই আমাকে কুপরামর্শ দিচ্ছিল।'

'দুটোর মধ্যে বেশি মতলববাজ কে ?'

'আজ্ঞে, অভয়ে যদি বলতে বলেন তাহলে অমিতাভবাবুর বুদ্ধি বেশি!'

'ছাই জান। গৌরী ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে। পেটে জিলিপির প্যাঁচ। উইলে ওকে আমি এত দিয়েছি তবু আমার ওপর বিশ্বাস নেই। ববি নামে একটা বাজে ছোকরা ওর পরামর্শদাতা।'

'ববিবাবু মারা গেছেন।' ফস করে বলে ফেলল অনীশ।
'তুমি জানলে কি করে ?'
'আজ্ঞে, কাগজে বেরিয়েছিল।'
'ও।' আদিনাথ আচমকা চুপ করে গেলেন।

অনীশের মনে হল সে অনেক কথা বলে ফেলেছে। আদিনাথ হয়ত সবই ছেলের বউ-এর মুখে শুনেছেন কিন্তু সেটা সে স্বীকার করে ঠিক করল না। গৌরী বা অমিতাভ জানতে পারলে তার শত্রু হয়ে যাবে। কিন্তু আদিনাথবাবুকে চটিয়ে কোন লাভ হত না, এটাও ঠিক। যা হবার তা হবে। অনীশ ঠিক করল, এখন থেকে সে কোন মিথ্যাচার করবে না। সে সামনের দিকে তাকাল। আদিনাথ মল্লিকের মাথার পেছনটা দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোককে তাঁর ছেলের বউ এইসব কথা বলেছেন। তার মানে স্বামীর চেয়ে শ্বশুরকে বেশি বিশ্বাস করেন মহিলা। অনীশের মনে পড়ল, খুব সংকোচ এবং কিছুটা ভয় নিয়ে একদিন তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন ভদ্রমহিলা। বড়লোকের প্রায় পর্দানশীন বউ হিসেবেই তাকে ভাল মানায়। অথচ সেই মহিলা ননদের সঙ্গে একরাত্রে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত

গিয়েছিলেন। আজ হঠাৎই স্বামী এবং ননদের ষড়যন্ত্রের কথা শ্বশুরকে জানি. ।
দিলেন কেন সেটাই বিস্ময়ের।

ডক্টর হরিহর মিত্র বিরাট পশারওয়ালা ডাক্তার নন। ইনসিওরেন্সের দৌলতে অবশ্য তাঁর চেম্বার ভালই সাজানো। আদিনাথকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে অনীশ একটা লোককে দিয়ে নিজের কার্ড পাঠাল। কার্ডের ওপর গৌরাঙ্গদার নামও লিখে দিল। আদিনাথ চাপা গলায় ধমকালেন, 'কি এমন ডাক্তার হে যে কার্ড পাঠাতে হয়? আগে থেকে বলে রাখনি?'

'সব বলা আছে। আপনি চিন্তা করবেন না।' অনীশ দ্রুত দরজার কাছে চলে গেল।

হরিহর মিত্র আগে তাকে ডেকে পাঠালেন, 'কি? পেশেণ্ট এনেছেন?'

'আজ্ঞে, পেশেণ্ট নয়, ই.সি.জি.-টা করাতে হবে ইনসিওরেন্সের জন্যে। গৌরাঙ্গদা নিশ্চয়ই বলেছেন!'

'সব বলেছেন, মালদার পার্টি, পঞ্চাশের ওপর বয়স, হার্ট তো খারাপ হবেই। রিপোর্ট খারাপ হলে তো আর কোম্পানি কেস এ্যাকসেপ্ট করবে না। এটা বুঝেছেন?'

'আজ্ঞে তাতো নিশ্চয়ই। কিন্তু ওঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল।'

'স্বাস্থ্য? স্বাস্থ্যের সঙ্গে হার্টের কি সম্পর্ক? গৌরাঙ্গবাবু কিছু বলে দেননি?'

'আজ্ঞে না। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।'

'ঠিক আছে, নিয়ে আসুন, আগে দেখি কেমন স্বাস্থ্য।'

আদিনাথকে নিয়ে চেম্বারে ঢুকতেই হরিহর হুকুম করলেন, 'পাঞ্জাবি গেঞ্জি খুলে শুয়ে পড়ুন।'

'গেঞ্জি খোলার কি দরকার?' আদিনাথ প্রতিবাদ করলেন।

'আপনার এম বি বি এস ডিগ্রি আছে?'

'তার মানে?'

'যা বলছি তা করুন।'

আদিনাথ অনীশকে বললেন, 'অত্যন্ত অভদ্র লোক তো, কার কাছে নিয়ে এলে?'

অনীশ ফিসফিস করল, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না। তাহলে রিপোর্ট খারাপ হবে। ইনি সেই চেষ্টাই করছেন। বুঝতে পারছেন না?'

'বুঝলাম। ঠিক আছে।' উর্ধাঙ্গ অনাবৃত করে আদিনাথ শুয়ে পড়লেন, পড়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'চাদরটা রোজ বদলানো হয়? চিমসে গন্ধ ছাড়ছে।'

হরিহরের মুখ থমথমে হয়ে গেল। কোন কথা না বলে তিনি হাত-পা বেঁধে তার জুড়তে লাগলেন। আদিনাথ বললেন, 'এই অবস্থায় ইনি যদি আমাকে খুনও করতে চান তাহলে আমি কিছুই করতে পারব না। অসাধারণ অসহায় অবস্থা।'

'কথা বলা বন্ধ করতে হবে।' হরিহর মুখ খুললেন বেশ জোরেই।

আদিনাথ আর আপত্তি করলেন না। অনীশ দেখল কাগজের ফিতেগুলো লাইন টুকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে যন্ত্র থেকে। সেগুলো সামনে ধরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়লেন হরিহর, 'হুঁঃ।'

বাঁধা অবস্থাতেই হরিহরকে জিজ্ঞাসা করলেন আদিনাথ, 'আমি এক কপি পেতে পারি?'

'নো। এটা যাদের জন্য তাদেরই দেব।' বলতে বলতে এগিয়ে এসে বাঁধন খুলে দিলেন হরিহর। গেঞ্জি পাঞ্জাবি পরে পকেট থেকে পার্স বের করে তিনশটি টাকা টেবিলে রাখলেন আদিনাথ।

'এর মানে?' হকচকিয়ে গেলেন হরিহর।

'বিনিপয়সায় আমি কখনও ডাক্তার দেখাই না।' দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন আদিনাথ।

'কিন্তু এর খরচ তো কোম্পানি দেবে।'

'এক কপি রিপোর্ট বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। এস অনীশ।' আদিনাথ বেরিয়ে গেলেন।

অনীশ কি করবে বুঝতে না পেরে ডাক্তারের কাছে ছুটে এল, 'একটু মাথা গরম আছে। আপনি কিছু মনে করবেন না। রিপোর্টে কি দেখলেন?'

'রিপোর্ট লিখিইনি তো দেখব কি? তবে এগুলো বলছে—।' থেমে গেলেন হরিহর।

'কি বলছে?' উত্তেজিত হল অনীশ।

'কিস্যু না। ভালই আছে। হয়ে যাবে।' তিনশ টাকা পকেটে পুরলেন তিনি।

বুক থেকে পাথর নামল অনীশের, 'যাক, বাঁচা গেল। রিপোর্ট কখন তৈরি হবে?'

'বিকেলে।'

'মানে, একটু আগে তৈরি হতে পারে না? দুপুরের মধ্যে। তাহলে আজই জমা দিতাম।'

'গরজ দেখছি খুব বেশি।'

'আজ্ঞে তা একটু আছে। মাথা গরম পার্টি। কখন বেঁকে বসবে, বলবে দরকার নেই।'

'দ্যাখ, মাথা গরম আমাকে দেখিও না। আমিও কম যাই না।' পকেট হাতড়ে তিনি তিনশ টাকা বের করে অনীশের সামনে ছুঁড়ে দিলেন টেবিলের ওপর, 'নিয়ে যাও ওর টাকা। হরিহর মিত্র ভিখিরি নয়। মাথা আমার আছে আর সেটাও গরম হয়।'

'আজ্ঞে, আপনি রাগ করছেন কেন? আমি কথার কথা বলছিলাম। টাকা-গুলো তুলে রাখুন। উনি ভালবেসে প্রণামী দিয়ে গেছেন।'

'চোপ।' ধমকে উঠলেন হরিহর, 'ভালবেসে! হুঁ! টাকাটা ফিরিয়ে দেবে। আমি যা সত্যি তাই রিপোর্টে লিখব। তবে ওকে কপি পাঠাব না।'

'সত্যিটা কি ?'
'আঃ। বললাম তো, আটকাবে না।'
'টাকা—।'
'গেট আউট।' ধমকের সঙ্গে সঙ্গে অনীশ ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল। আসার সময় দ্রুত টাকাগুলো পকেটে ঢুকিয়ে নিল।
আদিনাথ গাড়িতে বসেছিলেন। অনীশ পৌঁছাতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলল ?'
রুমাল বের করে মুখ মুছল অনীশ, 'হয়ে যাবে। কোন ভয় নেই। বিকেলে রিপোর্ট দেবে।'
'তার মানে আজও জমা হবে না ?'
'কাল সকালেই জমা দিয়ে দেব। অন্যান্য কাজ তো চলছে, শুধু রিপোর্টটা পেলেই—।'
'উঠে বস।'
'আজ্ঞে ?'
'তোমাকে গাড়িতে উঠতে বলছি।'
'আজ্ঞে, আপনি তো বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন ?'
'তোমাকে সেটা কখন বললাম ? ওঠ।'
অগত্যা পেছনের সিটে বসল অনীশ। পেট চিনচিন করছিল তার। বেশ খিদে পেয়ে গেছে। ড্রাইভারকে নিশ্চয়ই বলে রেখেছিলেন আদিনাথ, তাই তিনি এখন কিছু না বললেও গাড়ি অন্যপথ ধরেছে। আদিনাথ কোন কথাই বলছেন না। হঠাৎ অনীশের মনে হল ভদ্রলোকের সামনের আসনে বসা উচিত নয়। উনি দুর্ঘটনার ভয় পাচ্ছেন। সামনে বসলে সেটার সম্ভাবনা বেশি। অন্তত। সে একটু এগিয়ে বলল, 'স্যার, একটা কথা বলতে চাই।'
আদিনাথ না তাকিয়ে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে সম্মতি জানালেন।
'আমি বলছিলাম কি, যতদিন সেকেণ্ড প্রিমিয়ামটা না দেওয়া হচ্ছে ততদিন আপনি গাড়ির ফ্রণ্ট সিটে যদি না বসেন তাহলে ভাল হয়।' অনীশ বলল।
'হঠাৎ এই প্রস্তাব ?'
'আজ্ঞে, আপনি অ্যাক্সিডেন্টের ভয় পাচ্ছিলেন—।'
'অ। এখনই আমি অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেলে কোন কাজ হবে না ?'
'এখন তো হবেই না। প্রপোজাল এখনও তো অ্যাকসেপ্টেড হয়নি। হয়ে গেলেও একটা বছর স্বাভাবিকভাবে পার করে দেওয়া উচিত। তাতে কোন সন্দেহ জাগে না।'
'আশ্চর্য ! আমার ইচ্ছেমত মৃত্যু আসবে নাকি ?'
'তা ঠিক।'
'আর সামনে বসার জন্যে আমার যদি কিছু হয় তাহলে এই ড্রাইভারেরও তো হবে। এত বাজে কথা বল তুমি ! রাবিশ !' খেঁকিয়ে উঠলেন আদিনাথ।
যে বাড়ির সামনে গাড়ি থামল সেটা দেখে হকচকিয়ে গেল অনীশ। এ বাড়ি

সে চেনে। একদিন অনুসরণ করে এসেছিল। চিত্রলেখা সেন এই বাড়িতে থাকেন। আদিনাথ মল্লিক যে ভদ্রমহিলাকে একমাত্র নমিনি করেছেন।

গাড়িতে বসেই আদিনাথ বললেন, 'এই বাড়িটিকে দ্যাখ।'

'হুঁ!' মনের উত্তেজনা গোপন করতে চাইল অনীশ।

'এই বাড়িতে চিত্রলেখা থাকে। চিত্রলেখাকে বুঝতে পারছ তো?'

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল অনীশ।

'বাঃ, তুমি যতটা নীরেট ভাবি ততটা তো নও। চিত্রলেখা কিছু জানুক তা আমি চাই না। তুমি যে বীমার দালাল সেটাও ওর জানা ঠিক নয়। কিন্তু তোমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেওয়া দরকার। আমার কিছু হলে তুমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তোমার কি পরিচয় দেওয়া যায়? আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে। হ্যাঁ, বাড়তি কথা একটাও বলবে না। কটা বাজে?' ঘড়ি দেখলেন আদিনাথ, 'ঠিক আছে এস।' গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

দরজা খুলল একটি কাজের লোক। সে যে আদিনাথকে বিলক্ষণ চেনে তা ভঙ্গিতেই বোঝা গেল। বাইরের ঘরে ঢুকে আদিনাথ বললেন, 'মাকে খবর দাও।'

লোকটি ভেতরে চলে গেলে আদিনাথ ইশারায় অনীশকে বসতে বললেন। অনীশ বসল। আদিনাথ এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। অনীশ দেখল ছবিটি বেশ পুরনো। একটা পুকুরে পদ্মপাতায় জলের ফোঁটা টলটল করছে। দেখলেই মনে হয় পড়ল বলে। হাতে আঁকা ছবি। খুব সুন্দর। পুরনো হলেও রঙ নষ্ট হয়নি।

'কি ব্যাপার? অসময়ে।' গলা শুনে অনীশ মুখ ফেরাল। চিত্রলেখা সেন সত্যিই সুন্দরী। এই পঞ্চাশেও সৌন্দর্য তাঁকে ছেড়ে যায়নি। সুন্দরী এবং অভিজাত। পোশাক এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে সেটা স্পষ্ট। আদিনাথ হাসার চেষ্টা করলেন, পৌঁছানোর পর মনে হল সময়টা ঠিক হয়নি।'

'ঠিক আছে। বস।'

'চিত্রা, এই ছেলেটির নাম অনীশ। খুব বুদ্ধিমান ছেলে।' আদিনাথ সোফায় বসে বললেন।

খুব হকচকিয়ে গেল অনীশ। আদিনাথ তাকে কখনই বুদ্ধিমান বলেননি। একটু আগে নীরেট বলে ভেবেছিলেন। আর কারও পরিচয় করিয়ে দেবার পক্ষে ওইটে কোন ভূমিকায় নয়। অনীশ উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। চিত্রলেখা দুটো হাত জড়ো করলেন, তারপর এগিয়ে এসে তৃতীয় সোফায় বসলেন, 'তোমার শরীর কেমন আছে?'

'ভাল। খুব ভাল আছি। এত সহজে আমি মরব না।' আদিনাথ হাসলেন।

'আমার মন আজ খুব খারাপ।'

'কেন?'

'অনু এসেছে। আমার মাসতুতো বোনের মেয়ে।'

'দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।'

'যখন দেখেছ তখন খুব ছোট ছিল। বেচারার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।'

'কি হয়েছে ?'

'প্রেম করে বিয়ে করেছিল। ওর স্বামী রাজনীতি করত। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না তেমন। ছেলেটিকে কেউ কিংবা কারা খুন করেছে।'

'সেকি ?'

'প্রথমে মনে হয়েছিল রাজনৈতিক দলাদলি, কিন্তু—।'

'কোন পার্টি ?'

'যারা ক্ষমতায় আছে তাদেরই দলে ছিল ও। কিন্তু ওর ডেডবডি যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে আর একটি ডেডবডি ছিল। লোকটা নাকি রাজনীতি করত না।'

অনীশ হতভম্ব। তার মেরুদণ্ড শিরশির করতে লাগল।

আদিনাথ বললেন, 'ও। কাগজে পড়েছি ব্যাপারটা। সল্টলেকে তো ?'

'হ্যাঁ। অনু একেবারে ভেঙে পড়েছে। কি যে করি ?'

'ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে ?' আদিনাথ মল্লিক জিজ্ঞাসা করলেন।

'কি কথা ?'

'পুলিস মহলে আমার কিছু জানাশোনা আছে। যদি সাহায্য দরকার হয়—!'

'বেশ তো! ওর কিছু সমস্যাও আছে। বসো, পাঠিয়ে দিচ্ছি।' চিত্রলেখা ভেতরে চলে গেলেন। অনীশের মনে হল এঁর সঙ্গে আদিনাথের সম্পর্কে কোথাও আড়াল আছে। কিন্তু ববির মৃতদেহের কাছে যাকে খুন করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তার স্ত্রীর দেখা এই বাড়িতে পাওয়া যাবে তা কে ভেবেছিল ? নাটকে সিনেমায় এমন হয়। সে দেখল একটি মধ্যতিরিশের মহিলা দরজায় এসে দাঁড়ালেন। দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে মনের ওপর দিয়ে।

আদিনাথ ডাকলেন, 'এস। বস।' আদিনাথ ডাকা সত্ত্বেও মহিলা দাঁড়িয়ে রইলেন। তাই দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে ?'

'আর কি হবে! যে গেল তাকে তো ফিরে পাব না কোনদিন।'

আদিনাথ বললেন, 'অবশ্যই। কিন্তু কারা এমন কাজ করল ?'

'জানি না। পুলিস বাড়িতে এসে খবর দিয়েছিল প্রথমে। তারপর গিয়ে আইডেন্টিফাই করলাম। পুলিস জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারপর আর কিছু জানি না।'

'চিত্রলেখা বলল তোমার কি সমস্যা আছে ?'

'সমস্যা নয়। আমি হত্যাকারীর শাস্তি চাই।'

'যে লোকটির ডেডবডি ওই জায়গায় পাওয়া গিয়েছে তাকে জান ?'

'না। ওর সঙ্গে আমার স্বামীর কোন সম্পর্ক নেই।'

'কি করে বুঝলে ? হয়ত ছিল।'

'না ছিল না। গতকাল আমাকে একজন টেলিফোনে বলেছে ওই দ্বিতীয়

লোকটিই খুনী। লোকটার স্ত্রী সিরিয়াল করে। আমি যেন পুলিসকে এই কথাই বলি।'

'কে ফোন করেছিল?'

'নাম বলেনি।'

'তুমি পুলিসকে একথা বলেছ?'

'হ্যাঁ। পুলিস উড়ো ফোনের কথা বিশ্বাস করছে না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে নিজেদের দোষ আড়াল করার জন্যে ওরা সেই লোকটার ওপর দায় চাপাচ্ছে।'

'তুমি কাউকে সন্দেহ কর?'

মহিলা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'না।'

'মনে হচ্ছে তুমি সত্যি কথা বলতে চাইছ না।'

আমার ধারণা ঠিক নাও হতে পারে।'

'তবু—!'

'ও ডায়েরি লিখত। সেটা আমি পড়েছি। ডায়েরিতে এক জায়গায় লেখা আছে খিদিরপুরের এক মাফিয়া নেতাকে ওদের দলের এক নেতা নাকি মদত দিচ্ছে। এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত।'

'নেতার নাম কি?'

'অসিত দত্ত। মাফিয়া নেতার নাম ইকবাল।'

'একথা পুলিসকে বলেছ?'

'না। ডায়েরিতে এমন অনেক কথা লেখা ছিল যা পুলিসকে দেখানো যায় না।'

'কি কথা?'

'আমাদের সম্পর্কের কথা, পরিবারের কথা।'

'তোমার সঙ্গে তোমার স্বামীর সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল?'

'বেশির ভাগ স্বামী-স্ত্রীর যেমন হয়।'

'ঠিক আছে, তুমি এস। দেখি আমি কি করতে পারি। আর হ্যাঁ, সেই টিভির অভিনেত্রীর নাম কি যার স্বামী খুন হয়েছে?'

'কাগজেই দিয়েছিল। প্রিয়ংবদা।'

'ইংরেজি কাগজে দেয়নি। নামটা খুব চেনা চেনা। আরে, প্রিয়ংবদা নামের একটি মেয়ে তো আমার গৌরীর বান্ধবী। ওর স্বামী তো ববি। গৌরী—।'

'হ্যাঁ। ববি। এই নামই কাগজে ছাপা হয়েছে।'

'স্ট্রেঞ্জ। ববি সম্পর্কে আমার ছেলে খুব অসন্তুষ্ট। ওর বোন ববির সঙ্গে মেশে বলে সে আমার কাছে নালিশ করেছিল। কিন্তু ববির কোন পলিটিক্যাল ভূমিকা ছিল বলে আমি শুনিনি। ঠিক আছে, তুমি এস।'

এই সময় চিত্রলেখা সেন ঘরে ঢুকলেন।

আদিনাথ তাঁকে বললেন, 'এবার আমরা উঠব।'

'কথা হল?'

'হ্যাঁ। আমি পরে তোমাকে টেলিফোন করব। এস অনীশ।'

অনীশ উঠতেই চিত্রলেখা বললেন, 'আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল না—।'

অনীশ হাসার চেষ্টা করল কিন্তু তার হাসি এল না।

বাইরে বেরিয়ে এসে অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'এ ব্যাপারে আপনি কি করবেন?'

'জয়েন্ট সি পি আমার খুব পরিচিত। তাকে ব্যাপারটা জানাব।'

'তার আগে একটা কাজ করলে হয় না?'

'কি কাজ?'

'প্রিয়ংবদা দেবীর সঙ্গে কথা বললে হয়ত কিছু জানা যাবে।'

'তুমি প্রিয়ংবদাকে চেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ববিবাবুর বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম, তখন দেখেছি।'

'ববির বাড়িতে কেন গিয়েছিলে?'

নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করছিল অনীশের। আগ বাড়িয়ে কথা বলার বিপদ সে আজও বুঝতে পারল না। আদিনাথ তাকিয়ে আছেন দেখে জবাব দিতে বাধ্য হল, 'গৌরী দেবী আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে।'

'কবে?'

'এ্যাঁ, মানে, যেদিন উনি মারা যান তার আগের সন্ধ্যেয়।'

'অদ্ভুত ব্যাপার। তুমি ববির ইনসিওরেন্স করিয়েছ নাকি?'

'না না।'

'ঠিক আছে, তুমি এস।' আদিনাথ গাড়িতে উঠলেন।

গাড়িটা চোখের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। খুব নার্ভাস হয়ে গেল অনীশ। আদিনাথবাবু গৌরীকে তার ব্যাপারে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন। পুলিসকেও বলতে পারেন। কিন্তু তার আগে প্রিয়ংবদাকে ব্যাপারটা জানাতে হয়। টেলিফোনে এসব কথা বলার মধ্যে ঝুঁকি আছে। কে জানে কেউ আড়ি পাতছে কিনা। হয়ত প্রিয়ংবদার বাড়ির বাইরে পুলিসের লোক আছে কিন্তু তবু অনীশ নিজেই যাবে বলে ঠিক করল।

কিছুই হয়নি এমন ভান করে হাঁটতে হাঁটতে সে প্রিয়ংবদার বাড়ির সিঁড়িতে পা দিল। লিফটের জন্যে না দাঁড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল যাতে কেউ লক্ষ্য করলে বুঝতে না পারে সে প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাটে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট ফ্লোরে ওঠার সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই সে দেখল প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল অনীশ। একটা কালো বেঁটে লোক পেছনে আরও দুটো মানুষকে নিয়ে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট থেকে। সে দেখল প্রিয়ংবদা দরজা বন্ধ করছেন। যারা বেরিয়ে এল তারা লিফটের বোতাম টিপে যতক্ষণ না নিচে নেমে গেল ততক্ষণ অনীশ সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে গেল। লোকগুলো নিশ্চয়ই সিরিয়াল কোম্পানির। অনীশ ওপরে উঠে বেল বাজাল। দরজা খুললেন প্রিয়ংবদা। অনীশকে দেখেই চমকে গেলেন তিনি, 'তুমি!'

চটপট ভেতরে ঢুকে অনীশ নিজেই দরজা বন্ধ করল, 'একটু গোলমাল হয়েছে। গৌরীর বাবা আদিনাথবাবুকে আমি বলে ফেলেছি যে ববিবাবু যেদিন মারা যান তার আগে আমি এখানে এসেছিলাম একটা ইনসিওরেন্সের জন্যে কিন্তু করা হয়নি। এই কথাটা যেন মাথায় থাকে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে এটাই হবে জবাব।'

অনীশ দেখল তার কথাগুলো প্রিয়ংবদার কানে ঢুকছে না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? মুখের চেহারা এরকম কেন?'

'ওঁরা আলটিমেটাম দিয়ে গেল।' ফ্যাসফেসে গলায় বললেন প্রিয়ংবদা।

'কিসের?'

'আজ রাত নটায় আসবে। ববির হাতে সেই লোকটা মরেছে একথা পুলিসকে বলতে হবে। বলতে হবে লোকটার সঙ্গে ববির শত্রুতা ছিল। আমাদের ফ্ল্যাটে লোকটা সেই সন্ধ্যেবেলায় এসেছিল। নইলে আমাদের গাড়ির নম্বরটা ওরা পুলিসকে বলে দেবে। ওরা সেই রাত্রে নাকি সল্টলেকে গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।'

'লোকটা, মানে লোকগুলো কে?' অনীশের হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল।

'বলল, খিদিরপুরে ওকে ইকবাল নামে নাকি একটা অন্ধও চিনে যায়।'

আদিনাথ মল্লিকের হৃদ্‌যন্ত্রে কোন গোলমাল নেই, রক্ত ভাল। কাগজপত্র বীমা অফিসে জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হল অনীশ। কয়েকবছর খাওয়াপরার ভাবনা আর রইল না। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বীমা কোম্পানি প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করে দলিল পাঠিয়ে দিলেই একশভাগ নিশ্চিত। এত মোটা টাকার বীমা করিয়েছে বলে প্রমোশন হবার সুযোগও তৈরি হয়েছে। কিন্তু এক বছরেই নয় পরপর দু'তিন বছর এই অঙ্কের বীমা করাতে পারলে দাবিটা জোরদার হয়। আদিনাথ মল্লিকের মত আর কেউ যদি তার কাছে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে! অবশ্য আদিনাথকে অনুরোধ করা যায়। বড়লোকদের সঙ্গেই ধনীদের যোগাযোগ থাকে। আদিনাথ মল্লিক ইচ্ছে করলে তেমন ক্লায়েন্ট পাইয়ে দিতে পারেন।

মাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবছিল অনীশ। হ্যাঁ, মা কিছুতেই থাকতে চাইল না। শেষ মুহূর্তে একটু মন কেমন করে উঠেছিল অনীশের। মাকে বোঝাবার চেষ্টা করেও রুখতে পারেনি। ট্রেন ছাড়ার পর মনে হল এই ভাল হয়েছে। চারপাশ থেকে যেরকম মেঘ ঘনিয়ে আসছে তাতে বাড়িতে একা থাকাই অনেক স্বস্তির। প্ল্যাটফর্মের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে এক কাপ চা চাইল। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর আপাতত প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে

গেছে। চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ামাত্র কানের কাছে কেউ বলে উঠল, 'যিনি চলে গেলেন তিনি কি আপনার মা ?'

এমন চমকে উঠেছিল অনীশ যে চা চলকে প্লেটে পড়ল। সে তাকিয়ে দেখল একটি অবাঙালি চেহারার ভদ্রলোক তার পেছনে দাঁড়িয়ে। লোকটা মধ্যবয়সী এবং বেশ শক্তপোক্ত। অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন বলুন তো ?'

'এই সময় মাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।'

'এই সময় মানে ?' অনীশের সন্দেহ হল।

'আপনি তো বুঝতেই পারছেন !'

'না, কিছুই বুঝতে পারছি না।' অনীশের গলা কেঁপে উঠল।

'আচ্ছা, আচ্ছা ! আপনি চা-টা শেষ করুন, আমি দাঁড়াচ্ছি।' কথা শেষ করে লোকটি একটু সরে দাঁড়াল। চায়ের স্বাদ পাচ্ছিল না অনীশ। এই লোকটা কে ? পুলিস নাকি ? চেহারা দেখে তেমনটাই মনে হচ্ছে। কি করা যায় ? পুলিস যদি তার পেছনে লাগে তাহলে পালাবার কোন উপায় নেই। তার চেয়ে আগে-ভাগে সত্য কথা বলে দেওয়াই ভাল। সত্যি প্রমাণ না হলেও নিজের মনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া কম কথা নয়। আড়চোখে লোকটাকে দেখল অনীশ। এক-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা ফেরেব্বাজ নয়ত ? উল্টোপাল্টা বলে তার কাছে মাল হাতাতে চাইছে হয়ত। কলকাতায় তো কতরকমের প্রতারক ঘুরছে। কিন্তু এই সময় শব্দদুটো ব্যবহার করল কেন ? চায়ের দাম মিটিয়ে সে এগিয়ে যেতেই লোকটা তার পাশে চলে এল, 'কোনদিকে যাবেন ?'

'বাড়ি। কেন ?'

'এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ? বাড়িতে তো কেউ নেই।'

'আপনি জানলেন কি করে ?'

'আমি সব জানি !'

'আপনার পরিচয়টা কি বলুন তো ?'

লোকটি হাসল। হাঁটতে হাঁটতেই বলল, 'এই ভিড়ভাট্টার মধ্যে সব কথা বলা ঠিক নয়। একটু নিরিবিলি দরকার। আপনি তো ট্যাক্সিতে স্টেশনে এসে-ছিলেন। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। চলুন, গাড়িতে বসে ঠান্ডামাথায় কথা বলা যাবে। বেরিয়ে ডানদিকের স্ট্যান্ডেই গাড়ি রাখা আছে।'

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে অনীশ ইতস্তত করছিল। লোকটা আবার ডাকল, 'আসুন।'

অনীশ বলল, 'আপনার পরিচয় না জানা পর্যন্ত গাড়িতে উঠতে পারব না।'

লোকটা হাসল, 'আমার নাম সাহাবুদ্দিন। জন্মেছিলাম উত্তরপ্রদেশে। কলকাতায় আছি পঁচিশ বছর তাই বাংলাটা যে-কোন বাঙালির চেয়ে খারাপ বলি না।'

'আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার ?'

'দরকারটা শুধু আমার নয়, আপনারও। পরিচয় তো দিলাম, এবার আসুন।'

অগত্যা একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ির সামনের আসনে উঠে বসল অনীশ। পার্কিং-এর টাকা মিটিয়ে সাহাবুদ্দিন গাড়ি বের করে হাওড়া ব্রিজের দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল, 'এই গাড়িটাকে চিনতে পারছেন ?'

অবাক হল অনীশ, 'না তো ! কেন ?'

'আপনার স্মরণশক্তি খারাপ।'

'সেটা আপনি জানলেন কি করে ?'

সাহাবুদ্দিন হাসল। সামনে জ্যাম থাকায় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। অনীশ সাহাবুদ্দিনকে দেখল। কোথাও এর আগে দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। লোকটাকেই যখন দেখেনি তখন গাড়িটাকে দেখবে কি করে ? নাকি তার স্মরণ-শক্তি সত্যি খারাপ ! মাথা থেকে একদম উড়ে গেছে !

'আপনি তো ইনসিওরেন্সের দালালি করেন ?'

দালাল শব্দটিতে প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও চুপ করে রইল অনীশ।

'আমাকে শত্রু বলে ভাবছেন কেন ? কথা বললে অনেক সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যায়। আপনার যা স্ট্যাটাস তাতে প্রিয়ংবদা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ হবার কথা নয়, তাই না ?'

আর বুঝতে বাকি রইল না। সে ফাঁদে পড়ে গেছে। এখন এসপার ওসপার কিছু একটা হয়ে যাক। সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করল, 'কোন প্রিয়ংবদা দেবীর কথা বলছেন ?'

'আপনি ক-জনকে ওই নামে চেনেন ?'

'তিনজন।'

'মিসেস ববি দাস।'

'ও। হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে আমার সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে।' অনীশ হাসার চেষ্টা করল, 'আমার স্ট্যাটাস বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন জানি না তবে আমার ক্লায়েন্টদের অনেকেই বেশ অবস্থাপন্ন। তাদের একজন ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।'

'মিস্টার ববির জীবনবীমা কি করেছেন ?'

'না। আমাকে দিয়ে করাননি।'

'ওদের একটা মারুতি গাড়ি আছে। তাতে চেপেছেন ?'

'না। প্রয়োজন হয়নি।'

'আপনি সত্যিকথা বলছেন না।'

'আশ্চর্য ! আমি কি করেছি তা আমার চেয়ে আপনি বেশি জানেন ?'

'কিছুটা। আপনি আজও প্রিয়ংবদা দেবীর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। কেন ?'

'ব্যক্তিগত কাজে।'

'দূর মশাই। সদ্য বিধবা কোনও মহিলা কোন্ স্বার্থে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারে ?'

অনীশ আর পারল না। গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে বলুন তো ?'

'সাহাবুদ্দিন।'
'সেটা তো আগেই বলেছেন। আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?'
জ্যাম ছাড়িয়ে হাওড়া ব্রিজে গাড়ি তুলে সাহাবুদ্দিন বলল, 'খুবই অল্প। প্রিয়ংবদা দেবীকে রাজি করাতে হবে কিছু কথা পুলিসকে বলতে। আর আপনি ওকে রাজি করাতে পারেন। আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এইটুকুই।'
হঠাৎ মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল অনীশের, 'আপনি, আপনি ইকবালের লোক?'
হাসল সাহাবুদ্দিন, 'ইকবাল আমার ক্লায়েন্ট। যেখানে মাসলম্যান দিয়ে কাজ হয় না সেখানে আমি যাই। ইকবালের লোক বলতে সাধারণ গুণ্ডা বলে মনে হয়। আমাকে কি তাই মনে হচ্ছে?'
অনীশের মনে পড়ল আজ সকালে প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাট থেকে কিছু লোককে নেমে যেতে সে দেখেছিল। তাদের মধ্যে সাহাবুদ্দিন কি ছিল? সে ভেবে পেল না। কিন্তু এরা তার ঠিকানা জানতে পারল কি করে? এমন কি তাকে অনুসরণ করে স্টেশনেও চলে এসেছে! আর কোন ফাঁক নেই। পুলিস কিছু জানার আগেই এরা তাকে শেষ করে ফেলবে। কি করা যায়?
'ইকবালের নাম আপনি কার কাছে শুনলেন?' ডালহৌসির একটা ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিগারেট ধরাল সাহাবুদ্দিন।
'ইকবাল? মানে, ইয়ে— !' ফাঁপরে পড়ল অনীশ। চিরটাকাল আগ বাড়িয়ে কথা বলেও শিক্ষা হল না। নিজের অজান্তেই ফাঁদে মাথা গলিয়ে দিয়েছে সে।
'প্রিয়ংবদা দেবী বলেছেন। তাই তো? উনি অবশ্য সমস্যার কথা বন্ধু ছাড়া আর কার সঙ্গে আলোচনা করবেন! ঠিক কথাই। হ্যাঁ, বেশি সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই অনীশবাবু। আপনি ভদ্রমহিলাকে বলুন ববিবাবুই খুনটা করেছে একথা পুলিসকে জানাতে। রাত নটায় ইকবাল ওঁর কাছে যাবে। তার আগেই উনি যেন স্টেটমেন্ট রেডি রাখেন।'
'কি আশ্চর্য! উনি কেন মিথ্যে বলতে রাজি হবেন?'
'নিজের স্বার্থেই হবেন।'
'পুলিস জিজ্ঞাসা করবে উনি ওই কথা জানলেন কি করে?'
'হ্যাঁ। খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। এর দুটো উত্তর আছে। এক, প্রিয়ংবদা দেবী ববিবাবুকে খুন করতে দেখেছেন এবং খুনের পরে নিজে আত্মহত্যা করেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রিয়ংবদা দেবী ভয় পেয়ে চলে এসেছিলেন। তিনি এমন নার্ভাস ছিলেন যে ওই কথা তখনই পুলিসকে বলতে সাহস পাননি। পরে মনে হয়েছে সত্যের খাতিরে এসব বলা দরকার।'
'আপনি নিশ্চয়ই পুলিসকে জানেন। জেরা করে করে ওরা এমন নাজেহাল করে দেবে যে এই মিথ্যেটাকে ভদ্রমহিলা বেশিক্ষণ আঁকড়ে থাকতে পারবেন না।'
'বেশ। দ্বিতীয় পথটা খুব সোজা। ববিবাবু কদিন থেকেই বাড়িতে বলছিলেন যে লোকটা ওঁকে খুব জ্বালাচ্ছে। একটা এসপার-ওসপার করা দরকার। ঘটনার সন্ধ্যাবেলায় তিনি টেলিফোনে লোকটিকে সল্টলেকের ওই

অঞ্চলে আসতে বলেন। নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি বেরিয়ে যান। কথাগুলো প্রিয়ংবদা দেবী ঘটনার পরপরই পুলিসকে বলেননি কারণ, নিজের স্বামীকে পাঁচজনের চোখে খুনী হিসেবে দেখিয়ে দিতে তাঁর সঙ্কোচ হয়েছিল। সিম্পল ব্যাপার। উনি নিজে কিছুই চোখে দেখেননি। কিন্তু ববিবাবু যে ওইরকম উদ্দেশ্য নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তা তিনি জানেন। পুলিস একথা শুনলে ওঁকে কোণঠাসা করতে পারবে না।' সাহাবুদ্দিন হাসল, 'খুব নিরীহ প্রস্তাব। আপনি প্রিয়ংবদা দেবীকে রাজি করান।'

'আমি আবার বলছি, আমার কথা উনি শুনবেন কেন ?'

'কারণ আপনি ওঁর বন্ধু।'

'যাচ্চলে ! ওঁর সঙ্গে আমার ক'দিনের পরিচয় !'

'দিন দিয়ে কি বন্ধুত্ব মাপা যায় ? তাহলে আপনি ওঁর সঙ্গে সল্টলেকে অত রাত্রে যাবেন কেন ? একটা মানুষকে গুলি করে রাস্তার ওপর ফেলে দিয়ে আসা হল। অথচ পুলিস এসে দেখল মৃতদেহ পড়ে আছে পাশের জঙ্গলের মধ্যে। লোকটা মরে যাওয়ার পরে হেঁটে গেল সেখানে ? প্রিয়ংবদা দেবী যতই সাহসী হন তাঁর পক্ষে সদ্য-মরা একটা দেহকে বয়ে নিয়ে যাওয়া একা সম্ভব নয়। কি বলেন আপনি ?' গাড়ি চালু করল সাহাবুদ্দিন।

'কিন্তু প্রিয়ংবদা দেবী যে সেখানে গিয়েছিলেন—।'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল সাহাবুদ্দিন, 'মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন। ওঁর গাড়িটাকে সেখানে দেখা গিয়েছিল। কয়েক মিনিট বাদে সেই গাড়ি চালিয়ে তিনি প্রথমে গঙ্গার ধারে গিয়েছিলেন। তারপর মোড় ঘুরে সেণ্ট্রাল এভিনিউতে। আপনি পাশে বসেছিলেন।'

'আশ্চর্য ! এত কথা আপনি জানলেন কি করে ?'

'আপনি কি মনে করেন কোনও দক্ষতা ছাড়া একটা মানুষ খ্যাতিমান হয় ? ইকবালের এত বড় নেটওয়ার্ক কি আকাশ থেকে পাওয়া। এটা তাকে অর্জন করতে হয়েছে। অত রাত্রে ঘটনাস্থলে একটা গাড়ি থাকবে তা আগে জানলে নিশ্চয়ই খুনটা করা হত না সেখানেই। খুনের পরে ওরকম বেখাপ্পা জায়গায় গাড়ি দেখে দলের লোকেরা কিছুটা সরে এসে অপেক্ষা করেছিল আপনাদের জন্যে। আপনারাও যে একটা খুন করে ওখানে বডি ফেলতে গিয়েছেন তা ওরা অবশ্য তখন জানত না। কেউ সাক্ষী হয়ে গেল এটা বুঝেই ওরা আপনাদের অনুসরণ করেছিল। আপনারা এমন উত্তেজিত ছিলেন যে সেদিকে হুঁশই দেননি।'

যেন অন্য কারও গল্প শুনছে এমন ভঙ্গিতে অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর ?'

'তারপর যা যা ঘটেছে আপনি জানেন। লোকগুলো একটাই বোকামি করেছিল, যার জন্যে শাস্তি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে। ওরা আপনাদের গন্তব্য-স্থল দেখে আসেনি। অবশ্য গাড়ির নম্বর থাকায় ঠিকানা খুঁজে বের করতে দেরি হয়নি। ববিবাবুর মত টাফ লোককে প্রিয়ংবদা দেবীর পক্ষে একা খুন

করা সম্ভব নয়। অথবা তিনি ওঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অত রাত্রে ওই জায়গায় নিয়ে যেতেও পারতেন না। তাই খুনটা অন্য জায়গায় হয়েছিল। যা-হোক, এসব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে চাই না। আপনি শুধু প্রিয়ংবদা দেবীকে রাজি করান তাহলেই হবে।'

'প্রিয়ংবদা যদি বলেও তাতে আপনাদের কি লাভ?'

'লাভ আছে।' সাহাবুদ্দিন প্রিয়ংবদার বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল।

'ভদ্রমহিলা টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করেন। ওঁর পক্ষে এটুকু অভিনয় করতে কোন অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, একটা কথা, লোকটার নাম জানেন তো? মাখন গুপ্ত। মাখন আমিন সাহেবের লোক।'

'আমিন সাহেব?'

সাহাবুদ্দিন মাথা নাড়ল, 'খিদিরপুরের বিখ্যাত লোক। নামুন।'

অনীশ নেমে দাঁড়াতেই গাড়িটা বেরিয়ে গেল। মাথাটা ঘুরছিল অনীশের। আমিন সাহেবের লোক মাখন গুপ্তকে খুন করেছে ইকবালের লোক। সেই খুনের বোঝা চাপাতে চাইছে ববির ওপর। আর এই কাজে সাহায্য করতে হবে তাদের। না করলে কি করা হবে তা অবশ্য সাহাবুদ্দিন এখনও তাকে জানায়নি। কিন্তু অনুমান করে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না।

রাস্তার দু-পাশে সন্দেহ করার মত কেউ নেই। অথবা থাকলেও তাকে দেখতে পেল না অনীশ। সে প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়াল। একটা রাস্তা বের করতেই হবে। এখন প্রিয়ংবদার সঙ্গে কোনরকম শত্রুতা নয়। ইকবাল যদি পুলিসকে টেলিফোনেও জানায় ওরাই ববির মৃতদেহ সল্টলেকে ফেলে এসেছে, তাহলে আর দেখতে হবে না। পুলিস ধরে নিয়ে যাবে, জেরা করবে, প্রয়োজনে মারধর করবে এবং একসময় সত্যি কথাটা বের করবেই। আর সত্যি কথাটাকে পুলিস বিশ্বাস করবে না। সে নিজেও যদি পুলিসে কাজ করত তাহলে মানতে পারত না কেউ আত্মহত্যা করা দেহকে লুকিয়ে বাইরে ফেলে আসতে পারে। কি কুক্ষণেই না তার সঙ্গে প্রিয়ংবদার পরিচয় হয়েছিল!

বেল টিপল অনীশ। ফ্ল্যাটবাড়িটা যেন বড্ড বেশি চুপচাপ। দ্বিতীয়বার বেল বাজানোর পর প্রিয়ংবদাই ফুটো দিয়ে দেখে নিয়ে দরজা খুলল 'ও, আপনি?'

'আসতে হল!' ভিতরে ঢুকল অনীশ।

'আপনাকে নিষেধ করেছিলাম এখন ঘনঘন দেখা না করতে!'

'আর নিষেধ!' নিঃশ্বাস ফেলে ধপ করে সোফায় বসে পড়ল অনীশ।

'কি হয়েছে?'

'ওরা সব জেনে গিয়েছে।'

'কারা?'

'ইকবালের লোকজন।'

'কি করে বুঝলেন?'

'সাহাবুদ্দিন নামে একজন আমাকে ফলো করে স্টেশনে যায়। সে আমায়

বলেছে।'

'আপনি স্টেশনে কেন গিয়েছিলেন? কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার মতলব?' প্রিয়ংবদার গলায় সন্দেহের সুর স্পষ্ট হল।

'বাজে কথা বলবেন না। আমার মা বাইরে গেলেন আজ। ওঁকে ছাড়তে স্টেশনে গিয়েছিলাম। তখনই সাহাবুদ্দিন যেচে আলাপ করল।'

'ওরা কি চাইছে?'

'ওই এক কথা। আপনাকে বোঝাতে বলেছে যাতে আপনি পুলিসকে বলেন ববি মাখন গুপ্তকে খুন করেছে। মাখন গুপ্ত কে নিশ্চয়ই জানেন?'

'অসম্ভব। একথা বললে আমি বিপদে পড়ব।'

'আমিও এটা বলেছিলাম। ও বলল আপনি বলবেন মাখন আমিন সাহেবের লোক। ববির সঙ্গে ঝামেলা চলছিল। ববি একটা হেস্তনেস্ত করতেই সেই রাত্রে বাড়ি থেকে বের হয়। বেরুবার আগে মাখনকে ফোনে সল্টলেকে দেখা করতে বলে।'

'আমি, আমি এসব কথা পুলিসকে বলব?' প্রিয়ংবদা মুখে হাত দিল।

'ওরা তাই চাইছে।'

ধপ করে বসে পড়ল প্রিয়ংবদা। দু-হাতে মুখ ঢেকে বলল, 'আমি আর অত টেনশন সইতে পারছি না।' অনীশ প্রিয়ংবদার দিকে তাকাল। সত্যি, মহিলাকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। কি দুর্মতি হয়েছিল সেদিন! হঠাৎ মুখ থেকে হাত সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল প্রিয়ংবদা, 'আপনার কি! আপনি তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর আমি পড়েছি ফাঁদে।'

অনীশ মুখ নামাল। এবং তখনই তার মনে পড়ে গেল চিত্রলেখা সেনের বাড়িতে দেখা হওয়া সেই মহিলার কথা। মাখন গুপ্তর স্ত্রী। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন মাখনবাবু ইদানিং বলছিলেন তাঁর দলের নেতা অসিত দত্তের মদতে ইকবাল যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে। এই অসিত দত্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে মাখন খুন হয়ে গেলেন না তো! ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে ইকবাল সাহাবুদ্দিন ববির ওপর হত্যাকাণ্ডের দায় চাপাচ্ছে? অনুমান যদি সত্যিও হয় তাদের কিছু করার নেই।

প্রিয়ংবদা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আপনি কিছু বলুন?'

'আমি কি বলব বলুন! আপনি জোর করে আমাকে জড়ালেন। তবে এখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হলে দুজনেরই ক্ষতি, এইটুকু মনে রাখবেন।' অনীশ শান্ত গলায় বলল।

একপলক তাকিয়ে থেকে প্রিয়ংবদা উঠে এসে অনীশের গা-ঘেঁষে বসল, 'ঝগড়া করব না। একটা কোনও উপায় বের করুন। আমি আর পারছি না।'

প্রিয়ংবদার শরীর থেকে এহ শোকের সময়েও বিদেশি সুগন্ধ ভেসে আসছে। আবেগে আপ্লুত হয়ে সে প্রিয়ংবদাকে একসময় তুমি বলেছে। তুমি শুনেছে। আবার পরের বার দেখা হতে বাস্তবের চাপে সেই তুমি আপনিতে পৌঁছে গেছে অজান্তেই। অনীশের খুব ইচ্ছে করছিল প্রিয়ংবদাকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু

সে বলল, 'একটু চা খাওয়াবেন ? স্টেশনের চা-টা এনজয় করতে পারিনি।'

'ওঃ।' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল প্রিয়ংবদা, 'আপনি পারেন! শুনুন ভিতরের ঘরে গিয়ে বসুন। যদি কেউ হুট করে চলে আসে তাহলে সে যেন আপনাকে দেখতে না পায়।'

অগত্যা অনীশ উঠল। প্রিয়ংবদাকে অনুসরণ করে সে পাশের ঘরে পেঁৗছে গেল। তাকে বসতে বলে চায়ের ব্যবস্থা করতে প্রিয়ংবদা চলে যেতে অনীশ ঘরটিকে দেখল। দেওয়াল জুড়ে প্রিয়ংবদার লাস্যময়ী ছবি। সে চেয়ারে বসে টিভি সেটটার দিকে তাকাল। সময় কাটাতেই রিমোট টিপে টিভি খুলল সে। যাচ্ছলে। আলোচনা চলছে। বক্তা বলছেন, 'ভারতবর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর কলকাতা আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত। মাঝেমাঝে কিছু স্বার্থসন্ধানী অভিযোগ তোলেন শহরের আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। এ ব্যাপারে পর্যালোচনার জন্যে আজ উপস্থিত হয়েছেন কলকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনার এ কে দামানি, বিশিষ্ট সাংবাদিক করুণ রায়চৌধুরী এবং জননেতা অসিত দত্ত।'

নামটা কানে যেতেই নড়েচড়ে বসল অনীশ। অসিত দত্ত। যে লোকটি নমস্কার করল তার নাম অসিত দত্ত। ষাটের ওপর বয়স।

মাস্টারমশাই টাইপ চেহারা। কিন্তু এই লোকটাই যে সেই অসিত দত্ত তা নাও হতে পারে। মন দিয়ে কথা শুনছিল অনীশ। প্রিয়ংবদা চা নিয়ে এসে বলল, 'এইসব শুনতে এখন আপনার ভাল লাগছে ?'

'দাঁড়ান। ওই লোকটিকে চেনেন ?'

'কে উনি ? না তো!' প্রিয়ংবদা মাথা নাড়ল। ঠিক সেইসময় অসিতবাবু তাঁর এলাকার সমস্যা বিশ্লেষণ করছিলেন। খিদিরপুর অঞ্চলের নাম শুনে অনীশের আর সন্দেহ রইল না।

'ইনি অসিত দত্ত। ইকবাল এঁরই রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছে। অথচ দেখুন, এখানে কি সুন্দর-সুন্দর কথা বলছেন। সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করতে কি করা উচিত সেই উপদেশ দিচ্ছেন!'

অবাক হয়ে প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি করে জানলেন ?'

'ও আপনাকে বলা হয়নি। বসুন।' চা খেতে-খেতে আজ সকালের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল অনীশ। প্রিয়ংবদা চুপচাপ শুনল। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'ওর দলের কোনও বড় নেতার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে ?'

নীরবে মাথা নাড়ল প্রিয়ংবদা, 'না।'

'এই একটাই উপায়। অসিতের কথা নিশ্চয়ই ইকবাল শুনবে। কোন প্রভাব-শালী নেতাকে দিয়ে যদি অসিতবাবুকে বলানো যায় তাহলে কাজ হতে পারে!' অনীশ যেন রাস্তা খুঁজে পেল।

'গৌরীর বাবা আদিনাথবাবু ব্যাপারটা শুনেছেন ?'

'হ্যাঁ। উনি আর আমিই চিত্রলেখা দেবীর বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'ববির নাম শুনে উনি কিছু বলেননি ?'

'হ্যাঁ। একটু অবাক হতে দেখলাম ওঁকে।'

'ভদ্রমহিলাকে উনি কি বললেন ?'

'বললেন হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। পুলিসের ওপরতলায় ওঁর জানা-শোনা আছে। আপনাদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে জেনে অদ্ভুত চোখে তাকালেন !'

'আঃ। একথা আপনি বলতে গেলেন কেন ?'

'বুঝতে পারিনি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে !'

অনীশ কথা শেষ করামাত্র বেল বাজল। প্রিয়ংবদা ঝটপট টিভি বন্ধ করে বলল, 'কে এল জানি না। আপনি এই ঘর থেকে বের হবেন না।' সে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ইকবালের লোক ? এখনও তো সময় হয়নি। অনীশের কৌতূহল হচ্ছিল। বাইরের ঘরে কথা শোনা যাচ্ছে। অনীশ কান খাড়া করেও কোনও পুরুষকণ্ঠ শুনতে পেল না। সে উঠে নিঃশব্দে দরজার পাশে এসে দাঁড়াতেই গৌরীর গলা পেল, 'তোকে আমি বন্ধু বলে মনে করতাম। ছি ছি ছি। তুই আমার কাছে সব চেপে গিয়েছিস ?'

প্রিয়ংবদা আমতা আমতা করল, 'কি বলছিস ? মানে—।'

'সব জানিস তুই। আজ বাবা আমাকে ডেকে বলেছে সব।'

'কি বলেছেন তিনি ?'

'মাখন গুপ্ত নামে যে লোকটি খুন হয়েছে তার সঙ্গে ববি জড়িত ছিল।'

'আমি জানি না।'

'হতেই পারে না। ইদানিং ববি ডাবল রোল পে করত। আমি আন্দাজ করতাম সেটা। বাবার ইনসিওরেন্স বানচাল করার প্ল্যানটা ববি আমাকে দিয়েছিল। বল, তুই সেকথা জানতিস না ? অনীশকে দেখে তুই উৎসাহিত হোসনি ?'

'আমি ?'

'প্রিয়া, ন্যাকামি করিস না। অনীশকে তুই কতবার এ বাড়িতে ডেকে এনেছিস ?'

'আমি ডাকিনি। অনীশ নিজে এসেছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না। অনীশ একেবারে মধ্যবিত্ত মানসিকতার ছেলে। নইলে ও আমাকে যে পরিবেশে একা পেয়েছে তাতে আমার চেনা অনেক ছেলে ছেড়ে দিতে চাইত না সহজে। কিন্তু ও সেই বাংলা ছবির নায়কের মত ভালমানুষ হয়ে বসেছিল। ও নিজে এখানে আসবে বিশ্বাস করি না।'

'আচ্ছা ! অনীশ তোর বাবার ইনসিওরেন্স এজেন্ট। যা কিছু কাজ সেটা তাঁর সঙ্গেই। তা তোর ফ্ল্যাটে কেন অনীশ যায় ? বারে-বারে ? কোন্ মধ্যবিত্ত মানসিকতায় ?'

'প্রিয়া, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'এটাও আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'আসলে তোর একজন পুরুষ মানুষ দরকার।'

'আমার ফ্ল্যাটে এসে তুই একটার পর একটা অপমান করে যাচ্ছিস! ববি নিশ্চয়ই তোকে বিয়ে করেনি। যাকে বন্ধু বলে মনে করতিস তার স্বামীকে বয়ফ্রেন্ড বানানো কোন রুচির পরিচয় তা আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না।'

'তুই, তুই এতদিন বাদে এইকথা বললি?'

'হ্যাঁ বললাম। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।'

'ববি আমার বন্ধু ছিল, কিন্তু তাকে কখনই বিয়ে করতে চাইনি আমি!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। স্বামী হিসেবে যাকে গ্রহণ করব সেই লোকটিকে সৎ হতে হবে। ববি কখনই সৎ ছিল না। তুই ঘর করতে পারিস, আমি পারতাম না।'

'তুই কি বলতে এসেছিস?'

'পুলিস আমার কাছে আজও এসেছিল। মাখন গুপ্তর বউ পুলিসকে বলেছে কেউ তাকে ফোন করেছিল পুলিসকে জানিয়ে দেবার জন্যে যে ববিই মাখনকে খুন করে। আমি কিছু জানি কিনা জানতে চায়। তোর কাছে পুলিস আসেনি?'

'না। গৌরী, প্লিজ তুই আমাকে ভুল বুঝিস না।'

'আশ্চর্য! পুলিস তোর কাছে না এসে আমার কাছে যাচ্ছে কেন?'

'আমি জানি না। গৌরী, তোকে একটা অনুরোধ করব?'

'আমি কোন মিথ্যে ব্যাপারে নেই।'

'মিথ্যে না। তোর বাবার সঙ্গে তো অনেক পলিটিক্যাল নেতার আলাপ আছে না?'

'তাতে কি হয়েছে?'

'তুই একটু জিজ্ঞাসা করবি, অসিত দত্ত নামে কাউকে উনি চেনেন কিনা?'

'অসিত দত্ত?'

'হ্যাঁ।'

'এই নামটা আমি দাদার মুখে শুনেছি।'

'তোর দাদার সঙ্গে পরিচয় আছে?'

'হ্যাঁ। একটা দামী বিদেশি ভি সি আর-এর প্রয়োজন ছিল। দাদা বলেছিল অসিতদাকে ফোন করলেই বাড়িতে ডেলিভারি দিয়ে যাবে।'

'অসিতদা? তার মানে দাদার সঙ্গে তার ভাল পরিচয় আছে?'

'হয়ত। জানি না।'

'তুই একটু দাদার সঙ্গে কথা বলবি?'

'অসম্ভব। আমার সঙ্গে এখন খুব খারাপ সম্পর্ক। তুই ফোন কর না!'

'আমি অনেকদিন কথা বলিনি!'

'তাতে কি হয়েছে? সুন্দরী মেয়েদের দাদা ভোলে না। কর।'

অনীশ এতক্ষণ তটস্থ হয়ে শুনে যাচ্ছিল। তাকে নিয়ে যে আলোচনা হল সেটা মোটেই ভাল লাগেনি। মধ্যবিত্ত মানসিকতা বলতে কি বোঝাচ্ছে গৌরী?

হঠাৎ কানে এল প্রিয়ংবদার গলা, 'হ্যালো! অমিতাভদা বলছেন? আমি প্রিয়ংবদা, চিনতে পারছেন? থ্যাঙ্কস! হ্যাঁ। আমি খুব আপসেট! এরকমটা যে হবে তা আমি ভাবতে পারিনি। হ্যাঁ। ওই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। হ্যাঁ। আপনি অসিত দত্ত নামে কোন নেতাকে চেনেন? ও। খুব ভাল হল। ব্যাপারটা খুব জরুরি। আপনি যদি বলেন তাহলে আমিও দেখা করতে পারি। হ্যাঁ। কোথায়? ওরকম পাবলিক প্লেসে গেলে অনেকেই, বুঝতে পারছেন ববির ব্যাপারটা তো সদ্য কাগজে বেরিয়েছে। না, এখন আমার গাড়ি—। ঠিক আছে, আসুন। বাই।'

'কি বলল?' গৌরীর গলা।

'উনি এখানেই আসছেন। প্রথমে ইতস্তত করছিলেন।'

'প্রিয়া, দাদাকে কোন ঝামেলায় ফেলবি না।'

'বাঃ! একটু আগে বললি তোদের সম্পর্ক খারাপ, আবার এখন—।'

'ওটা আমাদের ব্যাপার।' একটু থামল গৌরী, 'কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করি ববির মৃত্যুর ব্যাপারটা তুই জানিস।'

'হঠাৎ এমন মনে হওয়ার কারণ?'

'হঠাৎ নয়। স্বামী সঙ্গে সম্পর্ক যতই খারাপ হোক কোনও মেয়ে তোর মত এমন সহজভাবে ব্যাপারটাকে নিতে পারে না।'

'আমি ব্যতিক্রম।'

'হ্যাঁ। তার কারণ তুই ঘটনাটা জানিস। তুই চেয়েছিলি এমন হোক যাতে তোর পথের কাঁটা দূর হয়ে যায়।'

'তোর যা ইচ্ছে তুই ভাবতে পারিস।'

'ববি যেদিন খুন হয় সেদিন অত রাত পর্যন্ত তুই কোথায় ছিলি?'

'আমার কাজে।'

'হ্যাঁ, সেই কাজটা কোথায় ছিল?'

'ওটা আমার প্রফেশনের ব্যাপার।'

'সেইটেই রহস্য। বাবাকে আমি সেই কথাই বলেছি।'

'তুই আমার শত্রুতা করছিস গৌরী।'

'দরকার হলে করব। সেদিন অনীশ তোদের এখানে এসেছিল। তাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাড়িতেই ফেরেনি সে। অনীশের মত নিরীহ ছেলেকে জড়িয়ে ফেলতে কোন অসুবিধে নেই। আজ আমি যাচ্ছি। পরে এ নিয়ে কথা বলব।'

গৌরী বেরিয়ে যাচ্ছিল, প্রিয়ংবদা তাকে ডাকল, 'শোন। তোর মনে কি আছে আমি জানি না। তবে সেই নিরীহ ছেলের সঙ্গে কথা বলতে চাস?'

এই সময় বেল বাজল। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে দরজায় চলে এল প্রিয়ংবদা। ফুটো দিয়ে বাইরেটা দেখে মুখে হাত দিল, 'সর্বনাশ! সেই লোকটা এসেছে!'

ওর এই পরিবর্তনে গৌরী অবাক, 'কোন লোকটা?'

'এখন বলার সময় নেই। তুই ভেতরে চলে যা প্লিজ।' গৌরীর হাত ধরে টানল প্রিয়ংবদা।

'তুই এমন করছিস কেন ?'

'পরে বলব। প্লিজ।'

গৌরী বাধ্য হয়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। অনীশ কি করবে বুঝতে পারছিল না। গৌরীর মুখোমুখি হওয়া উচিত হবে কিনা বোঝার আগেই সে গৌরীকে এগিয়ে আসতে দেখল। চটপট ঘরে ঢুকে সে ঠোঁটে আঙুল চেপে ফিসফিসিয়ে বলল, 'চুপ!' গৌরী দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে যেন হতভম্ব হয়ে গেল। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

দরজা খুলতেই সাহাবুদ্দিন বলল, 'নমস্কার। ভেতরে আসতে পারি ?'

সকালে দেখা মানুষটিকে না বলার ক্ষমতা এই মুহূর্তে প্রিয়ংবদার নেই। সে নীরবে সরে দাঁড়ালে ভেতরে ঢুকে দরজাটাকে বন্ধ করল সাহাবুদ্দিন। সোজা সোফায় বসে বলল, 'আপনার ফ্ল্যাটে যে ভদ্রমহিলা একটু আগে এসেছেন তাঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ?'

চমকে গেল প্রিয়ংবদা। তার কাছে কে আসছে না আসছে তাও এরা জানে ? সে নিচু গলায় জবাব দিল, 'ভাল।'

'আমরা খোলামনে তাহলে কথা বলতে পারি, তাই তো ? অনীশবাবুও তো এই বাড়ি থেকে এখনও যাননি। হ্যাঁ, দশ হাজার টাকা দিন।'

'দশ হাজার ?'

'অভিনয় করবেন না। আপনাকে টেলিফোনে বলা হয়েছিল আমাদের গাড়িটা পুলিস ধরেছে। মুখ চাপা দেওয়ার জন্যে দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। আপনাকে টেলিফোনের পাশে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। সেই সময়টাও পেরিয়ে গিয়েছে। টাকাটা আনুন।'

প্রিয়ংবদা মাথা নাড়ল, 'আমার পক্ষে দশ হাজার টাকা বের করা মুশকিল। মুশকিল বললে কম বলা হবে, অসম্ভব।'

'গল্প শোনাবেন না। টাকাটা নিশ্চয়ই আপনার বড়লোক বন্ধুরা আপনাকে দিতে পারেন। একটু আগে যে ভদ্রমহিলা গাড়ি চালিয়ে এলেন তাঁর কাছে চাননি কেন ?'

'এটা কি খুব গৌরবের বিষয় ?'

'চুপ করুন। আমি আপনার সঙ্গে খুব ভদ্রভাবে কথা বলছি। কিন্তু ইকবাল মোটেই ভদ্র নয়। আপনারা যে ববিকে খুন করেছেন এ খবর পুলিসকে বিশ্বাস করাতে আমাদের এক মিনিট খরচ করার প্রয়োজন হবে না। আপনার বান্ধবীকে ডাকুন।'

'কেন ?'

'টাকার জন্যে। অনীশবাবুর ক্ষমতা নেই সেটা জানি। এই লোকটার সঙ্গে আপনি ঘনিষ্ঠ হলেন কি করে ? আপনার সঙ্গে তো কোন ব্যাপারেই মেলে না।' সাহাবুদ্দিন জিজ্ঞাসা করল।

'অনীশবাবু আমার বান্ধবীর পরিচিত। সেই সূত্রে আলাপ।'

'উনি কি ববির জীবনবীমা করে দিয়েছেন ?'

'না। আমার বান্ধবীর বাবা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বীমা ওকে দিয়ে করিয়ে-ছেন।'

'পঞ্চাশ লক্ষ ? আচ্ছা! যাকগে, বান্ধবীকে ডাকুন।'

'আমি চাই না আপনি ওর সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলুন।'

'কিন্তু আমাদের টাকা চাই।'

'আমি বুঝতে পারছি না কেন আমার কাছে আপনারা টাকা চাইছেন।'

'গাড়ির নম্বর আপনারা ছাড়া কেউ দেখতে পারে না।'

'আমরা কি করে দেখব ?'

'এক কথা বারংবার বলাচ্ছেন। আপনার গাড়ি ওই স্পটে ছিল, আপনি চালিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার সঙ্গে অনীশবাবু ছিল।'

'অনীশ একথা বলেছে ?'

'না। কিন্তু আপনি অস্বীকার করতে পারেন ?'

'গাড়ির নাম্বার আমি দেখিনি। পুলিসকে জানানোর কোন কারণও নেই।'

'ইকবাল একথা বিশ্বাস করছে না। আপনারা ববিকে খুন করে ওখানে ডেডবডি লুকোতে গিয়েছিলেন। এই খবর পুলিসকে জানালে নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগবে না।'

'আমরা ববিকে খুন করিনি।'

'আমি এসব কিছুই জানি না। দশ হাজার আপনাদের কাছে টাকাই নয়। ওটা দিন আর পুলিসকে বলবেন ববি মাখন গুপ্তকে শায়েস্তা করার জন্যে অতরাত্রে সল্টলেকে গিয়েছিল। ব্যস। এর বেশি আমরা কিছু চাই না।'

অনীশের মুখোমুখি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল গৌরী। তার মুখ শক্ত।

সাহাবুদ্দিনের কথা শেষ হওয়ামাত্র ধীরে ধীরে সে বাইরে বেরিয়ে এল। প্রিয়ংবদা হকচকিয়ে তাকাল। এবার সাহাবুদ্দিনের মুখে হাসি ফুটল, 'আসুন। বান্ধবীকে বাঁচাবার জন্যে দশ হাজার টাকা নিশ্চয়ই আপনি দিতে কার্পণ্য করবেন না ?'

'কি ব্যাপার প্রিয়ংবদা ?' অনেকদিন বাদে বান্ধবীকে পুরো নামে ডাকল গৌরী।

'আমি বলছি।' সাহাবুদ্দিন হাত তুলল, 'একজন পুলিস অফিসারের মুখ বন্ধ করতে দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। আমাদের সন্দেহ লোকটি খবর পেয়েছে এঁর কাছ থেকে।'

'অসম্ভব। আমি কাউকে খবর দিইনি।' প্রিয়ংবদা প্রতিবাদ করল।

'কিন্তু ইনি কেন আপনাকে টাকা দিতে যাবেন ?'

'কারণ ববিবাবুর মৃতদেহ নিয়ে ইনি সল্টলেকে গিয়েছিলেন।'

'সেকি ?' প্রচণ্ড চমকে গিয়ে গৌরী প্রিয়ংবদার দিকে তাকাল।

প্রিয়ংবদা বিড়বিড় করল, 'মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।'

'আপনি অভিনেত্রী কিন্তু অনীশবাবু নন। ওকে ডাকুন।'

গৌরী গলা তুলে ডাকল, 'অনীশবাবু।'

অনীশ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বলা যায় আসতে বাধ্য হল। গৌরী তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি যা বললেন তা সত্যি ?'

অনীশ অস্বীকার করল, 'এর মধ্যে আমি কি করে আসছি বুঝতে পারছি না।'

সাহাবুদ্দিন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ভেতরের ঘরে বসে কি জীবনবীমা করাচ্ছিলেন ?'

গৌরী অনীশের কাছে গেল, 'ববিকে কে খুন করেছে ?'

অনীশ জবাব দেবার আগেই সাহাবুদ্দিন বলল, 'হ্যাঁ। মাখন গুপ্তকে ববি খুন করে এবং মাখন গুপ্তর সঙ্গীরা ববিকে মেরে ফেলে। প্রিয়ংবদা দেবী আপনি এই সত্যিটাকে পুলিসের কাছে বলবেন। এবং এখনই।'

প্রিয়ংবদা নার্ভাস গলায় বলল,'কিন্তু পুলিস যদি জেরা করে ?'

'একই উত্তর দেবেন। মাখন সন্ধ্যেবেলায় এই ফ্ল্যাটে এসেছিল।' ববির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়। সে চলে গেলে ববি উত্তেজিত হয়ে বলে মাখন তাকে ব্ল্যাকমেইলিং করছে এবং এর বদলা নিতে হবে। আর মাখনকে আপনি কখনও এর আগে দেখেননি।'

'আমি এখনও মাখনের চেহারার বর্ণনা দিতে পারব না।'

'খুব সাধারণ। রোগা ময়লা মাঝবয়সী। দাড়ি গোঁফ নেই। কপালে একটা আঁচিল আছে। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন আপনি বোধ করেননি। তার আগে টাকাটা চাই।'

গৌরীর দিকে ছুঁড়ে দিল বাক্যটি সাহাবুদ্দিন। গৌরী বলল, 'ইম্পসিবল ! অত টাকা আমি কোথায় পাব ?'

'নাথিং ইজ ইম্পসিবল ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি ববির একজন বড়লোক প্রেমিকা ছিল। সন্দেহ নেই সেই মহিলা আপনি।'

'আপনি অত্যন্ত দুঃসাহস দেখাচ্ছেন।' চেঁচিয়ে উঠল গৌরী।

'আমি খুব বিনীত হয়ে কথাগুলো বলছি। আচ্ছা, আপনার বাবা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার জীবনবীমার প্রিমিয়াম দিতে পারেন। সেটা তো প্রচুর টাকা। তার মানে আপনাদের কাছে দশ হাজার হাতের ময়লা।'

'বাবার টাকা থাকতে পারে। আমার কি ?'

'বাবার টাকা কি আপনি পাবেন না ?'

'এখন তো নয়।'

'মারা গেলে অবশ্যই পাবেন। মারা গেলে জীবনবীমার পঞ্চাশ লক্ষ নিশ্চয়ই আপনার হাতে আসবে। তাই না ?'

'আমি একা নই। আমার দাদা রয়েছে।'

'তাহলে পঁচিশ লক্ষ্য ? সেই কারণেই কি অনীশবাবুকে হাতে রাখছেন ? বাঃ ? বেশ ইন্টারেস্টিং। ইকবাল ব্যাপারটা জানতে পারলে আরও খুশি হবে।'

'আপনি ঠিক কি চাইছেন ?'

'আপাতত দুটো জিনিস। দশ হাজার টাকা আর পুলিসকে টেলিফোন।'

'আমি সঙ্গে টাকা নিয়ে ঘুরি না।'

'বেশ চলুন, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।'

'চলুন।' গৌরী দরজার দিকে এগোল।

'বাঃ। গুড গার্ল। এক মিনিট দাঁড়ান। নিন ফোনটা করুন।' শেষ শব্দ তিনটে প্রিয়ংবদাকে বলল সাহাবুদ্দিন।

ধীরে ধীরে রিসিভারের কাছে পৌঁছে প্রিয়ংবদা জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ নাম্বারে করব?'

সাহাবুদ্দিন এগিয়ে গেল। নিজেই ডায়াল করে রিসিভার তুলে দিল, 'বলুন ইন্সপেক্টর সামন্তকে চাই।' প্রিয়ংবদা রিসিভার কানে আনতেই হ্যালো শুনতে পেল।

'ইন্সপেক্টর সামন্ত আছেন?'

'এক মিনিট।' কেউ গম্ভীর গলায় জানাল।

'সামন্ত বলছি।'

'নমস্কার, আমি প্রিয়ংবদা বলছি। ববি—।'

'ও হ্যাঁ। বলুন।'

'শুনুন। আমি আপনাদের একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'বলুন।'

প্রিয়ংবদা সাহাবুদ্দিনের দিকে তাকাল। সাহাবুদ্দিন মাথা নাড়ল।

'কাগজে দেখেছি মাখন গুপ্ত নামে একটা লোকের মৃতদেহ একই সঙ্গে পাওয়া গেছে।'

'কাগজে দেখেছেন মানে? আপনি যখন আইডেন্টিফাই করতে এসেছিলেন তখন বডি দেখেননি?'

'তখন নামটা জানতাম না। তাছাড়া এত আপসেট ছিলাম।'

'হুঁ। তা কি বলতে চাইছেন?'

'মাখন গুপ্ত সেদিন আমাদের ফ্ল্যাটে এসেছিল।'

'সেকি? আপনি ঠিক বলছেন?'

'হ্যাঁ আমার স্বামীর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল।'

'স্ট্রেঞ্জ। আমরা একদম ডেফিনিট হয়ে গিয়েছিলাম আপনার স্বামীর সঙ্গে ওর কোন যোগাযোগ ছিল না। এই দুটো আলাদা হত্যাকাণ্ড। যদিও বডি লুকোবার জন্যে আকস্মিকভাবে একই জায়গা বেছে নিয়েছে দুপক্ষ।'

প্রিয়ংবদা চুপ করে রইল।

'হ্যাঁ। তারপর কি হয়েছিল?' সামন্তর গলা ভেসে এল।

'রাত্রে ববি বেরিয়ে যায়। খুবই উত্তেজিত ছিল ও।'

'একথা আপনি আমাদের আগে বলেছেন।'

'কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম ওই উত্তেজনা মাখনবাবুর জন্যে।'

'আই সি!'

'আমার মনে হল এই কথাগুলো আপনাদের জানানো দরকার।'

'খুব ভাল করেছেন। আচ্ছা পুলিস ছাড়া আর কেউ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ? এনি থার্ড পার্টি ?'

'না তো ?'

'ও। করলে আমাকে জানাবেন। বাই।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল প্রিয়ংবদা।

সাহাবুদ্দিন জিজ্ঞাসা করল, 'সামন্ত কি বলল ?'

'ওঁরা মনে করেছিলেন এটা দুটো হত্যাকাণ্ড।'

'এখনও কি তাই মনে করছে ?'

'বুঝতে পারলাম না।'

'ওকে। চলুন।' সাহাবুদ্দিন দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

গৌরী অনীশের দিকে তাকাল, 'তুমি সঙ্গে এস।'

প্রিয়ংবদা অস্ফুটে বলে উঠল, 'আমি একা থাকব ?'

গৌরী তার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'তুমি সেটাই পছন্দ করে নিয়েছ। আর অনীশ নিশ্চয়ই তোমাকে সারা রাত পাহারা দেবার অঙ্গীকার করেনি ?'

অনীশ পা বাড়াতেই বেল বাজল। সাহাবুদ্দিন ইশারা করল। গৌরী দরজা খুলতেই অমিতাভকে দেখা গেল। বোনকে এখানে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই ?'

'কাজ ছিল।' গৌরী বেরিয়ে গেল।

'আরে আপনি ?' অনীশকে দেখে অমিতাভ অবাক।

একটু বোকার মত হাসল অনীশ, কিন্তু সে দাঁড়াল না।

ওরা চলে গেলে অমিতাভ প্রিয়ংবদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

প্রিয়ংবদা ধপ করে সোফায় বসে পড়ল।

অমিতাভ তার কাছে এসে দাঁড়াল, 'তৃতীয় লোকটি কে ?'

'ইকবালের সেক্রেটারি।'

'কে ইকবাল ?'

'একজন মাফিয়া নেতা।'

'তার কি দরকার এখানে ?'

প্রিয়ংবদা কিভাবে কথাগুলো বলবে ঠিক করতে পারছিল না।

অমিতাভ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'অসিত দত্তের কথা ফোনে বললে। কেন ?'

'অসিত দত্ত ইকবালের রাজনৈতিক আশ্রয়দাতা।' প্রিয়ংবদা সোজা হয়ে বসল 'আপনি আমাকে বাঁচান। প্লিজ !'

অমিতাভ হতভম্ব। প্রিয়ংবদাকে এমন নার্ভাস অবস্থায় সে কোনদিন দেখেনি। সে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার ?'

প্রিয়ংবদা ঠোঁট কামড়াল। সাহাবুদ্দিন এই ফ্ল্যাটে এসে তাকে ইচ্ছেমত যে কাজ করালো তাতেই তার মানসিক শক্তি শেষ হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হল একজনকে সব কথা খুলে বলা দরকার, যার কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। মেয়েদের স্বাভাবিক বোধ থেকে সে বুঝে গিয়েছে অনীশ তাকে কোন সাহায্য করবে না। কিন্তু অমিতাভ ? গৌরীর এই দাদাকে সে গৌরীর মতই এতকাল অপছন্দ করে এসেছে। বড়লোকের ছেলে জীবনযাপনেও বেপরোয়া, প্রচণ্ড লোভী, এইসব কথা সে গৌরীর কাছেই শুনেছে। কিন্তু অসিত দত্তের সঙ্গে এর ভাল পরিচয় আছে। অসিত দত্তের কাছে পৌঁছালে হয়ত ইকবাল-সাহাবুদ্দিনরা ঠাণ্ডা হবে। সে একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'বসুন।'

অমিতাভ ভেবে পাচ্ছিল না প্রিয়ংবদার কি হতে পারে। ববি খুন হয়েছে এই খবর সে খবরের কাগজে পড়েছে। ববিকে সে অপছন্দ করত। গৌরীর সঙ্গে ববির মাখামাখি নিয়ে সে একসময় ঝামেলাও করেছে। বাবাকেও জানিয়েছিল। আদিনাথ মল্লিক মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। গৌরী জবাব দিয়েছিল, 'ববি আমার বান্ধবীর স্বামী। স্কুলের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করে। দাদাকে বলে দিও নিজের চরকায় তেল দিতে।' অমিতাভ ভেবে পেত না গৌরীর মত সুন্দরী এত ছেলে থাকতে কেন ববির মত বিবাহিত মাস্তান টাইপের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে! মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সে তাই একটুও দুঃখিত হয়নি। ববির মৃত্যুর পরে প্রিয়ংবদার নার্ভাস হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অসিত দত্ত এখানে আসছে কি করে ? ফ্ল্যাটে ঢুকেই যে মাফিয়াটার সঙ্গে বোন এবং অনীশকে সে দেখল তাদেরও বা কি ভূমিকা ? সে অনুমান করল জল বেশ গভীর।

অমিতাভ সোফায় বসল। প্রিয়ংবদা দাঁড়িয়ে ছিল। দ্রুত নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করছিল সে। অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল, 'ববির মারা যাওয়া নিয়ে গোলমাল হয়েছে ?'

মাথা নাড়ল প্রিয়ংবদা, 'হ্যাঁ।'

'কি ধরনের গোলমাল ?'

'আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলতে পারব না।'

'তাহলে আমাকে এখানে ডেকে আনলে কেন ?'

'আনলাম কারণ আপনার সঙ্গে অসিত দত্তের ভাল পরিচয় আছে।'

'অসিত দত্তকে কি দরকার ?'

'অসিত দত্ত যদি নিষেধ করেন তাহলে ইকবাল-সাহাবুদ্দিন আমাকে বিরক্ত করতে সাহস পাবে না। এরা আমাকে ঝামেলায় জড়াচ্ছে।'

'ঝামেলাটা কি তা না বললে কাজটা করা সম্ভব নয়।'

এই ফ্ল্যাটের বাথরুমে ববি আত্মহত্যা করেছিল। স্রেফ নিজের সুনামের কথা ভেবে অনীশকে সে বাধ্য করেছিল চুপিসাড়ে ববির মৃতদেহ সল্টলেকের এক প্রান্তে ফেলে দেবার সংগী হতে। প্রিয়ংবদা এই সত্যটুকু বাদ দিয়ে অমিতাভকে যে কাহিনী শোনাল তার অনেকটাই সাহাবুদ্দিনের শেখানো, বাকিটা নিজের তৈরি করা। শোনাল অত্যন্ত করুণ মুখে।

অমিতাভর মনে হল কথাগুলো সত্যি। অসিত দত্তের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত আলাপ আছে। হয়েছিল আদিনাথ মল্লিকের মাধ্যমে। তিনি নির্বাচনের জন্যে অসিত দত্তকে মোটা চাঁদা দেন। সে উঠে টেলিফোনের কাছে গেল। চুপচাপ ডায়াল করল। এনগেজড। রাজনৈতিক নেতাদের টেলিফোন খালি পাওয়া মুশকিল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয় তাহলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

লোকটা তার উপকার করছে দেখে প্রিয়ংবদা খুশি হল। তখনই তার মনে পড়ল সাহাবুদ্দিনের কথা। ব্যাপারটা অমিতাভকে জানানো দরকার। সে শুধু হাতে উপকার নিচ্ছে না, বদলে কিছু ফিরিয়ে দিচ্ছে এমন একটা ছবি তৈরি হওয়া দরকার। সে কয়েক পা এগিয়ে বলল, 'একটা কথা, আপনার বাবাকে সাবধানে থাকতে বলবেন।'

'বাবা ?' অবাক হল অমিতাভ, 'কি ব্যাপার ?'

'সাহাবুদ্দিন জেনে গিয়েছে আপনার বাবা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বীমা করেছেন।'

'কি করে জানল ? অনীশ বলেছে ?'

'না, মানে, কথায় কথায়।'

'আশ্চর্য !'

'ও জানে আপনারা দুই ভাইবোন পঁচিশ করে পাবেন উনি মারা গেলে।'

'তাতে ওর কি লাভ ?'

'জানি না।'

'ও যেটা জানে না সেটা হল গৌরী কিছুই পাবে না।'

'হ্যাঁ জানি।'

'তুমি জানলে কি করে ?'

প্রিয়ংবদা চুপ করে রইল।

অমিতাভ কাছে এগিয়ে এল, 'চুপ করে আছ কেন ?'

প্রিয়ংবদা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

অমিতাভ ওর হাত খপ করে চেপে ধরল, 'মুখ খোল। নইলে আমার দ্বারা তোমাকে কোন সাহায্য করা সম্ভব হবে না।'

'আঃ, ছাড়ুন।' অস্ফুটে বলে উঠল প্রিয়ংবদা যন্ত্রণা পেয়ে।

'ছাড়ব না। আগে তোমাকে বলতে হবে।'

আচমকা কেঁদে উঠল প্রিয়ংবদা, 'আমি সবটা জানি না। অনীশ বলছিল গৌরী ওকে দিয়ে আদিনাথবাবুর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করাতে চাইছিল। ও করেনি।

'আচ্ছা! এইসব চলছে? তাই অনীশের সঙ্গে গৌরীর ইদানিং এত ভাব! কিন্তু অনীশ এখানে এসেছিল কেন? তোমার সঙ্গে অনীশের কি সম্পর্ক?'

'আমার সঙ্গে নয়।'

'তাহলে এখানে ওর কি দরকার ছিল?'

অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়ংবদা হঠাৎ কথা খুঁজে পেল, 'ওকে ববি এখানে এনেছিল। খুন হবার আগে ববি ওর সঙ্গে কথা বলেছিল।'

'কি কথা?'

'ববি চেয়েছিল আপনার বাবার ইনসিওরেন্সের নমিনি হিসেবে নিজের নাম রাখতে। এ ব্যাপারে কারচুপি অনীশ করতে পারে। অনীশ প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু অনীশকে ব্ল্যাকমেইল করেছিল ববি।' একটানা মিথ্যেগুলো বলে গেল প্রিয়ংবদা।

'অনীশ ববির কথামত কাজ করেছে?'

'বোধহয় না, আমি জানি না।'

'মিথ্যে কথা বলছ!'

'বিশ্বাস করুন। আমিই অনীশকে বলেছিলাম ববির নাম নমিনি হিসেবে দেবেন না। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অনীশ ববিকে বলেছিল সে যদি নমিনি হিসেবে আমার নাম দেয় তাহলে ববির আপত্তি আছে কিনা! শুনে ববি চুপ করে গিয়েছিল। আর তার পরেই ও খুন হয়ে যায়!'

'কে খুন করে?'

'ইকবালরা বলছে মাখন গুপ্ত।'

'মাখন গুপ্ত কি এখানে এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটা কি করে?'

'রাজনীতি।'

'কেমন দেখতে?'

ঝট করে সাহাবুদ্দিনের বলা মাখন গুপ্তের বর্ণনা মনে পড়ল না প্রিয়ংবদার। সে বানাল, 'লম্বা, মোটাসোটা। চশমা পরত।'

অমিতাভ প্রিয়ংবদার হাত ছেড়ে দিল, 'শোন খুকি, অনীশ যদি তোমার নাম নমিনি হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে আজই সেই কথাটা বাবাকে বলতে হবে। তারপর ওই অনীশের ব্যবস্থা আমি করছি।'

প্রিয়ংবদা মাথা নাড়ল, 'বিশ্বাস করুন, আমি এসবের কিছুই জানি না। ইকবালরা যা খুশি তাই করতে পারে। এমন কি আপনার বাবাকে খুন করাও

ওদের পক্ষে অসম্ভব নয়। আমি আপনার ভাল চাই বলে সব কথা খুলে বললাম।'

'গুড। আমার বউ না থাকলে তোমার সম্পর্কে অন্য চিন্তা করতাম।'

'থ্যাঙ্কস। অসিত দত্তকে...!'

'হ্যাঁ।' অমিতাভ আবার টেলিফোনের সামনে গেল। ডায়াল করল। দ্বিতীয়বারে তাকে কথা বলতে শুনল প্রিয়ংবদা, 'অসিতদা আছেন ? ও, আমি অমিতাভ মল্লিক। হ্যাঁ, বাবা ভাল আছেন। আপনার সঙ্গে খুব জরুরি দরকার আছে। এ্যাঁ ? টেলিফোনে বলব ? বেশ, আপনি ইকবাল বলে কাউকে চেনেন ? ও, দাঁড়ান।' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল, 'ইকবাল কোথায় থাকে ?'

প্রিয়ংবদা জবাব দিল, 'খিদিরপুরে।'

অমিতাভ হাত সরাল, 'খিদিরপুরে। মাফিয়া লিডার। চেনেন ? এই লোকটি আমাদের এক পরিচিতা ভদ্রমহিলাকে খুব বিরক্ত করছে। হ্যাঁ। আপনি ওর মুখেই শুনুন।' ইশারায় প্রিয়ংবদাকে কাছে ডাকল অমিতাভ, রিসিভারটা এগিয়ে দিল। কিছুটা নার্ভাস অবস্থায় প্রিয়ংবদা রিসিভার ধরল, 'হ্যালো।'

'আপনার পরিচয় ?' অসিত দত্তের গলা বেশ ভরাট।

'প্রিয়ংবদা। আমি টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করি।'

'ও। ইকবাল কি চাইছে ?'

'আমার স্বামী কদিন আগে খুন হয়েছেন। ইকবাল সাহাবুদ্দিন বলে একজনকে আমার কাছে পাঠিয়ে বলেছে একজন মাখন গুপ্ত নাকি আমার স্বামীকে খুন করেছেন একথা পুলিসকে বলতে হবে। আমি রাজি হইনি কিন্তু ওরা মিথ্যে প্রেসার দিল।'

'কি প্রেসার ?'

'ওরা একটা গল্প বলছে। আমি নাকি সেই রাত্রে, মানে আমার স্বামীর খুন হবার রাত্রে কাউকে নিয়ে সল্টলেকে গিয়েছিলাম। এটা একদম মিথ্যে। ওরা পুলিসকে ওদের মত করে বলতে আমাকে বাধ্য করেছে। দিনরাত আমার ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখছে। তাছাড়া এখন দশ হাজার টাকা দিতে বাধ্য করেছে।'

'বুঝলাম, কিন্তু ওরা আপনাকে স্পট করল কেন ?'

'জানি না।'

'ঠিক আছে। অমিতাভকে লাইন দিন।'

প্রিয়ংবদা রিসিভার এগিয়ে দিতে অমিতাভ কথা বলল, 'বলুন অসিতদা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মাখন গুপ্তর সঙ্গে এদের আলাপ ছিল। তাই নাকি ? হ্যাঁ, প্রিয়ংবদা বলছে ও মাখন গুপ্তকে দেখেছে। লম্বা, মোটা, চশমা পরা, আরে, আপনি হাসছেন কেন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও, ঠিক আছে। আর একটা কথা, ইকবাল আমার বাবাকে সরিয়ে দিতে পারে। সেইরকমই বলে গেছে। কারণ বাবা নাকি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স করেছেন। আমি জানতাম তার নমিনি আমি আর আমার বোন। এখন শুনছি সেখানেও গোলমাল হয়েছে। না, বাবার সঙ্গে

কথা বলিনি। ঠিক আছে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে হঠাৎ সজোরে চড় মারল অমিতাভ প্রিয়ংবদার গালে। ছিটকে পড়ে গেল প্রিয়ংবদা। গালে হাত দিয়ে প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে সে কোনমতে উঠে দাঁড়াল, 'আপনি আমাকে মারলেন ?'

'আমি বলেছিলাম আমার কাছে মিথ্যে কথা বলবে না!' অমিতাভর গলা চড়ল, 'তুমি মাখন গুপ্তকে দ্যাখনি। মাখন তোমাদের ফ্ল্যাটে কখনও আসেনি।'

'কি করে বুঝলেন ?' প্রিয়ংবদার গাল জ্বলছিল।

'মাখন গুপ্ত রোগা, ময়লা, মাঝবয়সী। দাড়ি গোঁফ নেই, কপালে একটা আঁচিল ছিল। ওইটে একবার দেখলে ভোলার কথা নয়। অসিতদা তাই বলল।'

অমিতাভর কথা শেষ হতেই মনে পড়ে গেল প্রিয়ংবদার। হ্যাঁ, সাহাবুদ্দিন ওই বর্ণনাই দিয়েছিল আর সেটা সে একদম ভুলে গিয়েছে। ঠোঁট কামড়াল প্রিয়ংবদা, কোন কথা বলল না।

অমিতাভ এগিয়ে এল, 'মাখন গুপ্ত কাউকে খুন করেনি।'

'কে বলল ?'

'খুন যে করেনি তা তুমি জান, ইকবালরা জানে আর সেটা অসিতদার অজানা নয়। কিন্তু ওরা জানে না ঠিক কে খুন করেছে ?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন ?'

'তুমি জান কে খুন করেছে !'

'আমি জানি না।'

'তুমি কাকে সঙ্গে নিয়ে সেই রাত্রে সল্টলেকে গিয়েছিলে ?'

'আমি কোথাও যাইনি !'

'ঠিক আছে, বলতে না চাও না বললে। আমার কিছু করার নেই। গৌরী আর অনীশকে নিয়ে লোকটা কোথায় গিয়েছে ?'

'আমাকে বলে যায়নি।'

'বেশ। আমি ওদের খুঁজে বের করব। তুমি এই ফ্ল্যাটেই থেকো।' হনহন করে দরজার কাছে গিয়ে সেটাকে খুলে সশব্দে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল অমিতাভ। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল প্রিয়ংবদা। তার মনে হচ্ছিল একটু একটু করে বেনোজল ঢুকছে। এভাবে চললে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে বেশি দেরি হবে না। এখনই কিছু করা উচিত। এখন এই মুহূর্তে পৃথিবীর কেউ বিশ্বাস করবে না তার কথা। বাবি যে এই ফ্ল্যাটেই আত্মহত্যা করেছিল তার কোন প্রমাণ সে দিতে পারবে না। ওই ইকবালদের সঙ্গে বিরোধে গেলে বাবি হত্যার দায়টা তার কাঁধেই চাপবে। পুলিস অফিসার চাকলাদারকে সব কথা খুলে বললেও যে কাজ হবে না এটা এখন পরিষ্কার। একজন মহিলা একই মুখে তিন চাররকম স্টেটমেণ্ট দিলে পুলিস বিশ্বাস করতে পারে না।

সোফায় বসল প্রিয়ংবদা। না, চাকলাদার নয়, ইকবাল-সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে হাত মেলানো দরকার। বাঁচতে হলে এছাড়া কোন উপায় নেই। তেমন বুঝলে অনীশকেও ঝেড়ে ফেলতে হবে। লোকটা গৌরী ডাকতেই কেমন সুড়সুড় করে

চলে গেল। গৌরীর গলা মনে এল, 'অনীশ নিশ্চয়ই সারারাত তোমাকে পাহারা দেবার অঙ্গীকার করেনি?' দুহাতে মুখ ঢাকল প্রিয়ংবদা।

'আপনার এই চেক যদি বাউন্স হয়?'

দুই আঙুলের ভাঁজে চেকটা ধরে প্রশ্ন করল সাহাবুদ্দিন।

কলম বন্ধ করল গৌরী। 'আমার চেক কখনও বাউন্স হয় না।'

'গুড। আপনার এই বন্ধুকৃত্য আমাদের মনে থাকবে।'

'দাঁড়ান। একটা কথা আপনি জানেন না। অসিত দত্ত আমার বাবার বন্ধু।'

'অসিত দত্ত। তাই নাকি?'

'আপনারা আমার বাবার ক্ষতি করবেন না।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া বাবার ইনসিওরেন্সের নমিনি আমরা কেউ নই?'

'কে?'

'ভারত সেবাশ্রম। যাদের কাছ থেকে আপনারা কোন সুবিধে পাবেন না।'

'মানে, অত টাকা উনি ভারত সেবাশ্রমকে দেবেন?'

'হ্যাঁ। কোন কোন মানুষ ব্যতিক্রম হন। আমার বাবা সেই ধরনের মানুষ।'

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

'অনীশবাবু ওসব করিয়েছেন। ওকে জিজ্ঞাসা করুন।'

সাহাবুদ্দিন অনীশের দিকে তাকাল। অনীশ গৌরীর ফ্ল্যাটে আসা পর্যন্ত চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। সাহাবুদ্দিন হাসল, 'ওকে বিশ্বাস করা একটু মুশকিল মিস মল্লিক।'

'কেন?'

'সেটা উনিই জানেন।' সাহাবুদ্দিন বলামাত্র টেলিফোন বেজে উঠল। গৌরী টেলিফোনটার দিকে তাকাল। তার কপালে ভাঁজ পড়ল কিন্তু এগিয়ে গিয়ে সে রিসিভার তোলার চেষ্টা করল না। অনীশ টেলিফোন তুলে শুকনো গলায় হ্যালো বলল। কয়েক সেকেন্ড নীরবতা, তারপর শুনল, 'ওখানে কি সাহাবুদ্দিন আছেন?'

মহিলার গলা খুব চেনা চেনা কিন্তু পরিচয় জানতে চাওয়ার স্মার্টনেস চলে গেছে অনীশের। সে সাহাবুদ্দিনকে বলল, 'আপনার টেলিফোন।'

সাহাবুদ্দিন অবাক। গৌরীর চোখে বিস্ময়।

সাহাবুদ্দিন এগিয়ে এসে রিসিভার তুলল, 'সাহাবুদ্দিন বলছি।'

'আমার অনুমান ঠিক। আপনি এখনও ওখানেই আছেন। আমি প্রিয়ংবদা।'
'তাই বলুন।'
'টাকা পেয়েছেন?'
'চেক পেয়েছি।'
'আমি কথা বলছি সেটা না জানানোই ভাল। গৌরী ফোন ধরলে অবশ্য সেটা সম্ভব হত না। যা হোক, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'
'বলুন।'
'টেলিফোনে বলা যাবে না।'
'খুব জরুরি?'
'অবশ্যই।'
'ঠিক আছে। দেখা করব। বাই।' সাহাবুদ্দিন রিসিভার নামিয়ে রেখে অনীশের দিকে তাকাল, 'অনীশবাবু, আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। চলি।' অনেকটা রহস্য তৈরী করে সাহাবুদ্দিন বেরিয়ে গেল।
দরজা বন্ধ হতেই গৌরী তাকাল, 'কার গলা?'
'বুঝতে পারলাম না। কোন মহিলার।'
'অদ্ভুত। আপনি কি ধরনের মানুষ? আমার টেলিফোন নাম্বার জানে এবং সাহাবুদ্দিনকে চেনে এমন একজনই মহিলা আছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, প্রিয়ংবদা আমার এখানে ফোন করে সাহাবুদ্দিনকে চাইছে অথচ আমাদের সঙ্গে কথা বলছে না, অদ্ভুত ব্যাপার!' গৌরী সিগারেট ধরাল।
অনীশ হতভম্ব। হ্যাঁ, গলাটা প্রিয়ংবদারই। অথচ যখন শুনেছিল তখন নামটা মাথায় আসেনি। এলে জিজ্ঞাসা করা যেত। সে রিসিভারে হাত দিল, 'আমি ওকে টেলিফোন করছি।'
'না।' মাথা নাড়ল গৌরী, 'ওকে ওর খেলা খেলতে দিন। আপনি সামনে এসে বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'
গৌরী উঠে বেরিয়ে গেল হলঘরে। অফিসঘরে বসে ওরা কথা বলছিল। হঠাৎ অনীশের খুব শীত করতে শুরু করল। প্রিয়ংবদা কি তাকে ফাঁসাতে পারে? কিভাবে ফাঁসাবে? এখন কি করা যায়? সাহাবুদ্দিনকে ডাকল কেন? বাইরে গৌরীর গলা পাওয়া গেল, 'শোন, কেউ যদি বেল বাজায় দরজা খুলবে না। বলবে আমরা কেউ নেই, অন্য সময় আসতে। দরজা খোলা নিষেধ আছে। বুঝেছ?'
গৌরী ফিরে এল। সিগারেটটা অ্যাস্ট্রেতে চাপল। তারপর টেলিফোন তুলল। ডায়াল করে বলল, 'বাবা, আমি গৌরী। হ্যাঁ। তুমি এখন বাড়ি থেকে বেরিও না। না, না, কিছুই হয়নি। আমি গিয়ে বলব। কাজের চাপে আছি, একটু দেরি হতে পারে। স্কুল থেকেই বলছি। কেউ দেখা করতে এলে নিচে নেম না। পরে বলব। ঠিক আছে বাই।'
রিসিভার নামিয়ে রেখে গৌরী অনীশের দিকে তাকাল, 'আচ্ছা অনীশ,

আমি যখন ববির সঙ্গে দেখা করতে আপনাকে পাঠিয়েছিলাম তখন প্রিয়ংবদা সেখানে ছিল, তাই তো ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল অনীশ।

'আমার মনে হচ্ছে ববির ব্যাপারে প্রিয়ংবদা আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে আর আপনি সেটাকেই সমর্থন করেছেন। দেখুন, মিথ্যে চাপা থাকে না চিরদিন, একদিন প্রকাশিত হবেই।' গৌরী সহানুভূতির সুর আনল গলায়।

'আমার আর নতুন কিছু বলার নেই।'

'আছে। বাবার ইনসিওরেন্সের নমিনি কে ?'

'উনি যেমন বলেছেন, ভারত সেবাশ্রম।'

'আপনি সত্যি বলছেন ? আমি মনে করি না আপনি সত্যি বলছেন। তার কারণ আমি যা বলেছি তাই করতে চেয়েছিলেন, দাদা যা বলেছে তাও করতে পারেন, আবার, হ্যাঁ, প্রিয়ংবদা যদি কিছু বলে থাকে সেটা করাও অসম্ভব নয়।' গৌরী কথা বলার সময় সামনে হাত নেড়ে যাচ্ছিল।

অনীশ মাথা নাড়ল, 'বিশ্বাস করুন, আপনার দাদা বা প্রিয়ংবদা যা বলেছে আমি তাতে একটুও কান দিইনি।'

'তার মানে প্রিয়ংবদা কিছু বলেছিল ?'

মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া কথাগুলোর জন্যে আফসোস হলেও নীরবে মাথা নাড়ল অনীশ। আর পারছে না সে।

'কি বলেছিল ?'

'ওর নাম নমিনিতে দিতে ; কিন্তু প্লিজ, ওকে একথা বলবেন না।'

'এত ভয় পাচ্ছেন কেন ওকে ?'

'আমি জানি না।' অনীশ সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

'আপনাকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কেমন যেন—।' .

'একটু হুইস্কি খাবেন ?'

'না, মানে, আমি ওসব খাই না।'

'আমিও খেতাম না। ববির সঙ্গে মিশে খেতে শিখলাম। একটু খান, নার্ভ ফিরে পাবেন।' গৌরী ভেতরের দরজা ঠেলে ঢুকে গেল।

যাচ্চলে ! নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল অনীশের। স্রেফ বুদ্ধুর মত সে প্রিয়ংবদার নামটা বলে দিল। প্রিয়ংবদা এটাকেই বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করতে পারে। কিন্তু কোন একজনকে এখন পাশে পাওয়া দরকার। গৌরীকে বন্ধুর মত বিশ্বাস করা কি যায় ? মেয়েটা অবশ্য ওর বাবাকে ফোন করে সাবধান করে দিল। খারাপ মনের মানুষ হলে নিশ্চয়ই করত না।

সে উঠে ভেতরের ঘরে গেল। গৌরী দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে। এই ঘর যেহেতু শীততাপনিয়ন্ত্রিত তাই বাইরের পৃথিবীটায় দিনরাত গ্রীষ্ম-বর্ষা কিছুই বোঝা যায় না। গৌরী গ্লাসটা এগিয়ে দিল, 'নিন।'

অনীশ গ্লাসের শীতল স্পর্শ পেল আঙুলে। গৌরীকে অনুসরণ করে সে

চুমুক দিল। খানিকটা বিস্বাদ তারপর জ্বলুনি। কিন্তু পেটে নেমে যাওয়ার পরে তার ভাল লাগল। কান গরম হল। গৌরী কোন কথা বলছে না। গ্লাস নিয়ে পাশের টয়লেটে ঢুকে গেল। অনীশ বেশ চনমনে হয়ে উঠল। এগিয়ে গিয়ে রিমোট তুলে টিভি খুলল। ইংরেজি গান হচ্ছে। বিশাল ডায়াসে মাইক নিয়ে গায়ক বিভিন্ন কলাকুশলীদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে উত্তেজিত ভঙ্গিতে। শ্রোতারা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। গানের উন্মাদনা অনীশের মনেও ছড়াল।

'গ্লাসটা দিন।'

চমকে পেছন ফিরে সে অবাক। গৌরী বেরিয়ে এসেছে। তার পরণে কালোরঙের হাতকাটা ম্যাক্সি। মুখে হাসি। দারুণ মায়াময় দেখাচ্ছে তাকে। গ্লাস নিয়ে আর এক পেগ ভরে দিল গৌরী। নিজেও নিল। তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'আজ রাত্রে ডিনার করবেন না ?'

মাথা নাড়ল অনীশ, 'দূর, মনমেজাজ একদম ভাল নেই। খাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছে। অবশ্য আপনার দেরি হলে আমি চলে যেতে পারি।'

'আমার মোটেই দেরি হচ্ছে না।' ধপ করে খাটে বসে শরীর এলিয়ে দিল গৌরী, একহাতে গ্লাসটা ধরে টিভির দিকে তাকাল শরীর বেঁকিয়ে, 'ফ্যান্টাস্টিক। আমার নাচতে ইচ্ছে করছে ওই গান শুনে, আপনি নাচতে জানেন ?'

এক চুমুক মদ গলায় চালান করে দিয়ে অনীশ বলল, 'নাঃ।'

'আপনি যাচ্ছেতাই।' গৌরী ওই একই ভঙ্গিতে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল। অনীশ দেখল গৌরীকে। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে ঝড় উঠল। কোমর থেকে দুমড়ে যাওয়া গৌরীর শরীর আচমকাই উদার আহ্বান হয়ে গেছে। মাথা ঝিমঝিম করছিল। অনীশ চোখ সরাতে পারছিল না। মুখ ফিরিয়ে গৌরী বলল, 'অমন বোকার মত বসে আছেন কেন ? গ্লাস শেষ করুন।'

'ও, হ্যাঁ।' বাকি গ্লাসটা উপুড় করে দিল অনীশ, গলা দিয়ে নামার সময় সেটা আর আগের মত জ্বালাল না।

'আমি আর উঠতে পারছি না। আপনি আমাকে ঢেলে দিন।' নিজের গ্লাস শেষ করে এগিয়ে দিল গৌরী। উঠে পা ফেলতেই অনীশ টের পেল। তার দুটো পায়ে অদ্ভুত রিমিঝিমি শুরু হয়েছে। এটুকু উপেক্ষা করে সে গ্লাসে মদ ঢেলে একটা গৌরীকে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

'আমরা একসময় নিজেদের তুমি বলতাম, এখন বলি না কেন ?' গৌরী হাসল, কেমন মাতাল মাতাল হাসি।

'আমি, মানে···।' কথা খুঁজে পেল না অনীশ।

'আমরা কেউ সত্যি কথা বলি না, তাই না ?'

'আমি আপনার কাছে মিথ্যে বলিনি।'

'আপনি নয়, এখন থেকে পার্মানেন্টলি তুমি।'

'আপনি, না, তুমি খুব ভাল।'

'কোনটে ভাল ? আমি না আমার শরীর ?'

'দুটোই।' বলতে পেরে খুশি হল অনীশ। আর সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভেঙে পড়ল গৌরী। একহাতে গ্লাস ধরে চিৎ হয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ হাসল সে। তারপর কাত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রিয়ার থেকেও ভাল ?'

'নিশ্চয়ই।'

'প্রিয়ার সঙ্গে অত রাত্রে সল্টলেকে কেন গিয়েছিলে তাহলে ?' গৌরী মিষ্টি করে হাসল, 'সাহাবুদ্দিন নিশ্চয়ই বানিয়ে বলেনি ?'

'আমি যেতে চাইনি, যেতে বাধ্য করেছিল।'

'কে বাধ্য করেছিল ?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র মাথার ভেতরে সতর্কীকরণের সঙ্কেত টের পেল অনীশ। এ বিষয়ে কথা বলা আর ঠিক নয়। সে মুখ নামাল।

গৌরী কয়েকমুহূর্ত লক্ষ্য করে গ্লাস নিয়ে বিছানা থেকে উঠে এল। একেবারে অনীশের গা ঘেঁষে বসে ডানহাত ওর কাঁধে ছড়িয়ে দিল। টিভিতে তখন একটি কালো মেয়ে গান শুরু করেছে, 'এল ও ভি ই লভ, লভ মিনস ফোর লেটার —!'

অনীশ নড়েচড়ে বসল। গৌরীর শরীরের স্পর্শ অ্যালকোহলজাত রিমিঝিমিকে আরও বাড়িয়ে দিল।

গৌরী ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোমার বন্ধু। আমাকে সবকথা খুলে বলবে না অনীশ ?'

অনীশ মাথা নাড়ল। তার একজন বন্ধু দরকার। এত চাপ আর সহ্য করতে পারছে না সে। গৌরীকে সব কথা খুলে বললে ও নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করবে।

'বল, অনীশ !' গৌরী গলা আরও খাদে নামাল।

'প্রিয়ংবদা আমাকে ব্যাকমেইল করেছিল।'

'কেন ?'

'ববি আত্মহত্যা করেছিল। কেউ ওকে খুন করেনি। নিজের ফ্ল্যাটের বাথরুমে গিয়ে নিজেকেই গুলি করেছিল সে।'

'ওঃ। কিন্তু ওর ডেডবডি সল্টলেকে গেল কি করে ?'

'প্রিয়ংবদাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওদের গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিল। একটা ঝোপের মধ্যে ববিকে নামাতেই গুলির শব্দ হয়। ওই স্পটেই মাখন গুপ্তকে মেরে ফেলল ইকবালের লোক। ফেরার পথে ওরা যে আমাদের গাড়িকে ফলো করেছে বুঝিনি। এখন ওরা উপস্থিত হয়েছে প্রিয়ংবদার কাছে। ওকে দিয়ে মিথ্যে কথা বলাচ্ছে। আমিও সত্যি কথা বলতে পারছি না পুলিসের ভয়ে। পুলিস বলবে আমি মৃতদেহ লুকোতে সাহায্য করেছি।' দুহাতে মুখ ঢাকল অনীশ।

'প্রিয়া তোমাকে কিভাবে ব্ল্যাকমেইল করল ?'

'ও আমাকে ভয় দেখিয়েছিল পুলিসকে ফোন করে বলবে যে আমিই ববিকে খুন করেছি। গুলির আওয়াজ পেয়ে আমি ছুটে গিয়েছিলাম প্রথমে। মেঝেতে রিভলভারটা পড়েছিল। সেটা উত্তেজনায় কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। প্রিয়ংবদা পুলিস ডাকলে রিভলভারে আমার হাতের ছাপ পেত।' অনীশ একনিশ্বাসে বলে গেল।

'ববি কেন আত্মহত্যা করল ?'

চকিতে মনে পড়ে গেল। ববির আত্মহত্যার কারণ গৌরী তাকে ভুল বুঝেছে। অন্তত এটাই মনে হয়েছিল অনীশের। কিন্তু ওই কথা গৌরীকে বলা যে ঠিক হবে না তা এই অবস্থাতেও বুঝতে পারছিল অনীশ। সে মাথা নাড়ল, 'জানি না।'

'প্রিয়া একটু ভেঙে পড়েনি ?' গৌরীর হাত অনীশের কাঁধ থেকে ধীরে ধীরে নেমে গেল। অনীশ যেন সেটা টেরই পেল না, 'না, একটুও না। এখন বল আমি কি করব ? যা বললাম, তার সবটাই সত্যি।' অনীশ মুখ ফেরাল।

গৌরী তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। কয়েক পা হেঁটে সরে গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি যা বললে তা যে সত্যি এর কোন প্রমাণ আছে ?'

'প্রমাণ ?' হকচকিয়ে গেল অনীশ। সে কিছুই ভেবে পেল না।

'একটা কিছু প্রমাণ দাও।'

'আশ্চর্য ! প্রমাণ আমি কোত্থেকে পাব ?'

'ঠিক আছে। এখন তুমি বাড়ি যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও !'

'বাড়ি যাব ?' অনীশ গৌরীর এই পরিবর্তনের ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না।

'হ্যাঁ।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না ?'

'ভেবে দেখি।'

'ও।' অনীশ উঠে দাঁড়াল। এবং তখনই তার মনে পড়ল। সে উত্তেজিত হল, 'একটা প্রমাণ আছে। কিন্তু সেটা—।'

'সেটা ?'

'যে ব্যাগে করে ববির মৃতদেহ সল্টলেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটাকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর পাতাল রেলের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাগটা উদ্ধার করা হলে হয়ত কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে।'

'ব্যাগ ? কিরকম ব্যাগ ?'

'লম্বা, কীটস ব্যাগ।'

'জায়গাটা মনে আছে ?'

'আছে। কিন্তু সেখানে গভীর জল।'

'আমার সঙ্গে চল।'

'এত রাত্রে ? ওখানে নামলে যে কেউ আমাদের সন্দেহ করবে।'

'আমি কিন্তু ব্যাগটা চাই। যেমন করে হোক ওটাকে উদ্ধার করতে হবে। প্লিজ অনীশ, আমার কথা শোন।'

'ব্যাগটাকে উদ্ধার করে কি লাভ হবে ?'

'বিশ্বাস। তুমি যে সত্যি কথা বলছ তা প্রমাণিত হলে আমি সারাজীবন তোমাকে অবিশ্বাস করব না। ইটস ফর আওয়ার সেক।'

হঠাৎ বুকের ভেতরে কিছু একটা আঁচড়াল। অনীশের মনে হল গৌরীর

বিশ্বাস পাওয়ার জন্যে সে সব কিছু করতে পারে। গৌরী তার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অনীশ উঠে দাঁড়াল, 'চল।'

বাইরের ঘরে পা দেওয়ামাত্র নেপালি মেয়েটি জানাল অমিতাভ এসেছিল গৌরীর খোঁজে। সে দরজা খোলেনি নির্দেশমত. বলে দিয়েছে গৌরী এখানে নেই। গৌরী অনীশের দিকে তাকাল। মদের প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও অনীশ বুঝতে পারছিল অমিতাভর এখানে আসা স্বাভাবিক নয়।

নিচে নেমে ওরা কাউকে দেখতে পেল না। গৌরীকে চাবি বের করে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে দেখে অনীশ সঙ্কুচিত হল, 'তুমি চালাবে?'

দরজা খুলে গৌরী বলল, 'চুপচাপ উঠে বস। আমি ঠিক আছি।'

কলকাতায় এখন বেশি রাত নয়। কিন্তু ট্রাফিক কম। অনীশ বলল, 'তুমি উল্টোদিকে চলেছ। আমরা উত্তরে যাব, সেন্ট্রাল এভিনিউ।'

'যাব। আগে দেখে নিতে চাই কেউ আমাদের অনুসরণ করছে কিনা।' গৌরী সতর্ক হয়ে পেছনে তাকাল। অনীশের মনে হল মেয়েটার শক্তি আছে। গাড়ি চালানো দেখে বোঝা যাচ্ছে অ্যালকোহল ওকে একটুও কাবু করতে পারেনি।

'দাদা কেন এসেছিল জান?'

'না।'

'প্রিয়ার কাছ থেকে দাদা নিশ্চয়ই কোন খবর পেয়েছে। আবার দাদা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র প্রিয়া সাহাবুদ্দিনকে টেলিফোনে ডাকল। কি খবর পেতে পারে? এমন কিছু কি ঘটেছে যা তুমি জান অথচ আমি জানি না?' গৌরী তাকাল।

মাথা নেড়ে না বলল অনীশ। ওরা অনেকটা দক্ষিণে চলে এসেছে। রাস্তা ফাঁকা। কেউ যে অনুসরণ করছে না তা জোর গলায় বলা যায়। লেকের পাশ দিয়ে পাক খেয়ে গাড়ি সাদার্ন অ্যাভিনিউতে পড়ামাত্র ওর চিত্রলেখা সেনের কথা মনে পড়ল। আদিনাথ মল্লিক নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে ভদ্রমহিলাকে বেছে নিয়েছেন একথা গৌরীকে জানানো হয়নি। প্রিয়ংবদাও নিশ্চয়ই জানে না। এখন থেকে গৌরীর সঙ্গে আড়াল রাখার কোন মানে হয় না। সে বলল, 'গাড়িটা দাঁড় করাবে?'

'কেন?'

'বলছি।'

গৌরী ব্রেকে পা দিয়ে গিয়ার বদলাল। গাড়িটা থেমে গেল।

অনীশ ঘুরে বসল, 'তোমার বাবা আমাকে দিয়ে যে বীমা করিয়েছেন তাতে নমিনি হিসেবে প্রথমে বলেছিলেন ভারত সেবাশ্রমের কথা।'

'ওঃ। স্টপ ইট। আমার ও ব্যাপারে কোন ইন্টারেস্ট নেই।' গৌরী আবার গাড়ির ইঞ্জিন চালু করতে যাচ্ছিল।

'দাঁড়াও। জমা দেবার আগে তিনি ফর্ম বদলেছিলেন। নমিনি হিসেবে নাম

দিয়েছেন চিত্রলেখা সেনের। তোমার কাছে কিছুই লুকব না বলে বললাম।'

'চিত্রলেখা সেন ? হু ইজ শী ?'

অনীশ যতটা দেখেছে, যা অনুমান করেছে তা জানাল।

'অদ্ভুত। বাবা এমন লুকোচুরি করতে গেলেন কেন ? ভদ্রমহিলাকে যদি কিছু দেবার থাকে তো সরাসরি দিতে পারতেন।' গৌরী উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'ভদ্রমহিলা সেটা নিতেন না। মনে হয় ওঁর আত্মসম্মানবোধ খুব বেশি। ওঁকে না জানিয়ে আদিনাথবাবু কাজটা করেছেন।' অনীশ জানাল।

'ভদ্রমহিলা কোথায় থাকেন ?'

'কাছেই।'

'এই কথাটাই কি দাদা জেনেছে ?'

'না। অন্তত প্রিয়ংবদাকে আমি বলিনি।'

'আই মাস্ট সি হার। এখনই।'

'কি লাভ হবে ? কথা বলতে গেলে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলা উচিত। অবশ্য তিনি আমাকে গোপন কথা ফাঁস করার—।' অনীশ চুপ করে গেল।

হঠাৎ একটু ঝুঁকে গৌরী অনীশের কাছে চলে এল, 'তুমি সত্যি ভাল। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম।'

অনীশ খুশি হল, 'চল, ব্যাগটাকে উদ্ধার করি।'

'না, থাক। আমার আর প্রমাণের দরকার নেই।'

'তাহলে ?'

ঘড়ি দেখল গৌরী, 'রাত হয়েছে। তবু চল চিত্রলেখা সেনের বাড়িতে।'

'যাবেই ?'

'হ্যাঁ। ভদ্রমহিলাকে দেখতে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। কোনদিন নাম শুনিনি। হয়ত বাবার প্রথম বয়সের কেউ। বাবাকে চিরকাল খুব একা বলে মনে হত। আমি এসব জানতামই না।'

'গিয়ে কি বলবে ?'

'কিছু না, শুধু দেখব।'

এবার অনীশের নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ি চালাচ্ছিল গৌরী। পাতাল রেলের পচা জলে যে নামতে হচ্ছে না ভেবে অনীশের খুব স্বস্তি হচ্ছিল। হঠাৎ গাড়ির গতি কমাল গৌরী। চাপা গলায় বলল, 'বাবা ! নিজেই গাড়ি চালাচ্ছেন।'

ওরা চিত্রলেখা সেনের বাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। অনীশ দেখল গাড়ি পার্ক করে আদিনাথ বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। পরণে পাজামা পাঞ্জাবি। সাদা। ঠিক তখনই একটা ট্যাক্সিকে আসতে দেখল ওরা। ট্যাক্সিটাও খানিকটা দূরে থামল। দরজা খুলে যে লাফিয়ে নামল তাকে এই আলোআঁধারিতে চিনতে অসুবিধা হল না ওদের।

'দাদা এখানে ?' প্রশ্নটা আচমকাই বেরিয়ে এল গৌরীর মুখ থেকে।

অনীশ দেখল দূরের লাইটপোস্টের নিচে, পার্ক করা গাড়িটার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অমিতাভ, তার নজর চিত্রলেখা সেনের বাড়ির দিকে। সে

চাপা গলায় বলল, 'চুপচাপ এখানেই থাকা যাক, নামবে না।'

'দাদা কি করে এখানে এল?' গৌরীর বিস্ময় যেন যাচ্ছিল না।

চাপা গলায় জবাব দিল অনীশ, 'আমি কি করে বলব?'

'তার মানে দাদা আমার আগেই বাবার এই ব্যাপারটা জেনেছে।' গৌরী তাকাল।

'বিশ্বাস কর, আমি ওঁকে কিছু বলিনি।' প্রায় ফিসফিসে গলায় বোঝাবার চেষ্টা করল অনীশ।

গৌরী স্টিয়ারিং-এ আঙুল ঠুকল। তারপর বলল, 'কিন্তু আমি দাদাকে ভয় করতে যাব কেন? আমার অধিকার ওর চেয়ে কম নয়!'

'জেদ করে কোন লাভ নেই। ওই গাড়িতে আরও দুজন লোক আছে।'

অনীশের কথায় খেয়াল হল। গৌরী এতদূর থেকে ভাল করে বুঝতে না পারলেও আন্দাজ করল অমিতাভ নিঃসঙ্গ হয়ে আসেনি। সে কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

অমিতাভর সঙ্গীরা এবার গাড়ি থেকে নামল। একজনকে স্পষ্ট চেনা গেল, তাকে দেখে গৌরী এবং অনীশ চোখাচোখি করল। সাহাবুদ্দিন সিগারেট ধরাচ্ছে। ওরা বুঝতেই পারছিল না অমিতাভর সঙ্গে সাহাবুদ্দিনের কি করে যোগাযোগ হয়েছে? প্রিয়ংবদা অমিতাভর সাহায্য চেয়েছিল ইকবাল সাহাবুদ্দিনকে নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা করতে। তার বদলে ওরা একত্রিত হয়ে গেল!

গৌরী চাপা গলায় বলল, 'এসবই প্রিয়ংবদার কাজ। আর সত্যি পুরুষ-মানুষ জাতটা অদ্ভুত। আমার ঘেন্না ধরে গেল।'

অনীশের একটু অস্বস্তি হল, 'তার মানে?'

'মেয়েমানুষ দেখলেই তো তোমরা গলে যাও। প্রিয়ংবদার রঙঢঙ দেখে ওর বেডরুমে গিয়ে লুকিয়ে বসেছিলে। সেই সুযোগে নিশ্চয়ই ও তোমার কাছ থেকে এইসব খবরগুলো জেনে নিয়েছে।' ঠোঁট বেঁকাল গৌরী।

'বিশ্বাস কর, আমি প্রিয়ংবদাকে চিত্রলেখা সেনের কথা বলিনি।'

চাবিটাকে টেনে নিল গৌরী, 'এ নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই। বাবার সঙ্গে ওই মহিলার সম্পর্ক যাই হোক না কেন এখন আমার উচিত ওঁকে সতর্ক করে দেওয়া। আমার সঙ্গে যাবে?'

তৃতীয় লোকটাও এখন রাস্তায়। তার স্বাস্থ্য রীতিমত ভীতিকর। অনীশ চটপট বলল, 'সতর্ক করতে রাস্তা পেরিয়ে ওই ফ্ল্যাটবাড়িতে ঢুকতে হবে কেন?'

'কীভাবে করবে? এই মাঝরাত্রে বাইরে থেকে চেঁচাবে?'

'না, তা কেন? কাছাকাছি কোথাও গিয়ে ফোন করলে তো হয়।'

'যাওয়ার সময় তো ওরা দেখতে পাবে।'

'ইঞ্জিন চালু না করলে এদিকে নজর পড়বে না। বাঁদিক দিয়ে চুপচাপ নেমে পেছনে চলে যাওয়া যায়।' বেশ বাস্তবসম্মত উপদেশ দিল অনীশ।

প্রথমে অনীশ, পরে গৌরী নামল গাড়ি থেকে। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব দরজা

বন্ধ করে নিচু হয়ে পেছনের দিকে চলে এল। দৃষ্টিসীমার বাইরে পৌঁছে গৌরী জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওদের টেলিফোন নম্বর জান?'

হকচকিয়ে গেল অনীশ, 'না তো।'

'উফ! তাহলে কোথায় টেলিফোন করবে? তুমি, তুমি—!' উত্তেজনায় কথা বন্ধ হয়ে গেল গৌরীর।

অপরাধীর মুখ হয়ে গেল অনীশের। তারপরেই মতলবটা মাথায় এল, 'একটা টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে নাম্বারটা বের করা যায় তো। যায় না?'

'আশ্চর্য। যেখানে টেলিফোনই পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে ডাইরেক্টরি পাওয়ার কথা বলতে পারছ? তোমার মাথায় বুদ্ধি বলে কি কিছুই নেই।' ফোঁস করে উঠল গৌরী।

'বুদ্ধি থাকলে কি এইভাবে ফেঁসে যাই?' সরল গলায় বলল অনীশ।

'মানে?'

'এইসব খুন-জখম, ডেডবডি লুকনো, মাঝরাত্রে এভাবে হানা দেওয়া—এসবের কি দরকার ছিল বল তো? আমি আদার ব্যাপারী, আদা নিয়েই ছিলাম, কি দরকার ছিল জাহাজের দিকে হাত বাড়িয়ে!' করুণ গলায় বলল অনীশ।

'তোমার লোভ ছিল।' আস্তে শব্দ তিনটি উচ্চারণ করল গৌরী।

'লোভ? হ্যাঁ, তা ছিল। অত টাকা কমিশন!'

'শুধু কমিশন? আর কিছুর ওপর লোভ ছিল না?' গৌরী হাসল।

এবার বেশ দ্রুতই প্রশ্নটির সঠিক অর্থ বুঝতে পারল অনীশ। সে গৌরীর দিকে তাকাল, 'সত্যি কথা বলব?'

'ঠিক সত্যিটা বল।'

'তোমার বাবা আমার কাছে ইনসিওরেন্সের অফারটা নিয়ে এলে আমি যেন আলাদিনের প্রদীপ পেয়ে গিয়েছিলাম। কেউ যদি বলতো তোমার বাবার কাছে গেলে কাজটা পাওয়া যাবে তাহলে যেতে সাহসই পেতাম না। ঠিক তেমনি তোমার সামনে যেচে দাঁড়িয়ে বলতে পারতাম না মনের কথা, কারণ আমি নিজেকে জানি। তোমার সঙ্গে আমার কোন তুলনাই চলে না। এই যে এখন তুমি আমাকে তুমি বলছ সেটাও আমার কাছে খুব স্বাভাবিক বলে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে না।' অনীশ এক নিঃশ্বাসে বলে গেল।

'কিন্তু এটাই খুব স্বাভাবিক। আমার সমান যারা তাদের চরিত্র দেখে দেখে ঘেন্না হয়ে গেছে। শুধু তুমি যখন একেবারে নির্বোধের মত কথাবার্তা বল তখন আমার মেজাজ চট করে গরম হয়ে যায়। যাক, এখন কি করবে?'

অনীশ ঘুরে দাঁড়াল, 'তুমি তোমার বাবাকে ভালবাস?'

'নিশ্চয়ই।'

'যে ভদ্রমহিলার কাছে তোমার বাবা গিয়েছেন তাকে নিজের উত্তরাধিকারিণী হিসেবে ওই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে চাইছেন জেনেও তোমার খারাপ লাগছে না?'

'বিন্দুমাত্র না।'

'টাকাটা যে তোমার হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছ ?'

'এ তো জলের চেয়ে সহজ ঘটনা।'

'আশ্চর্য ! তাহলে এলে কেন ?'

'কৌতূহলে। কিন্তু এখন আমি চাই না বাবার কোন ক্ষতি হোক।'

রাস্তা নির্জন। অনেকদূরে একটা সিগারেটের দোকান খোলা। এপাড়ায় নিশ্চয়ই একটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আছে। সিগারেটওয়ালা কি তার খবর বলতে পারবে ? অনীশ যখন এসব ভাবছিল তখন গৌরী বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন ? কিছু একটা কর ?'

'কি করা যায় ?' অনীশ যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল।

'আমি গেলে দাদা ঝামেলা করতে পারে। তুমি যদি উল্টোদিকের রাস্তাটা দিয়ে চট করে বাড়িটায় ঢুকে যাও তাহলে দাদারা বোধহয় বুঝতে পারবে না।' গৌরী অনীশের হাত ধরল। এই স্পর্শ অনুপ্রাণিত করল অনীশকে। তার মনে হল এটুকু ঝুঁকি সে নিতেই পারে। কিন্তু ওপরে উঠে সে কি করবে ? প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করল সে।

'তুমি বাবাকে সতর্ক করে দেবে।'

'কিন্তু উনি যদি রেগে যান।'

'আমার কথা বলবে, আমি পাঠিয়েছি জানলে কিছু বলবেন না।'

অনীশ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো। আমি বেরিয়ে এলেই স্টার্ট দিও গাড়িতে। ঠিক আছে ?'

'ঠিক।'

অনীশ এগিয়ে গেল। তারপর মনে পড়তেই কয়েক পা ফিরে এল, 'তুমি খুব ভাল।'

'রিয়েলি ?'

'সত্যি বলছি। শোন, তোমাকে একটা কথা বলিনি আমি। কিন্তু এখন বলব না ফিরে এসে ? ঠিক আছে, ফিরেই বলব।' ইতস্তত করে বলল অনীশ।

'এই প্লিজ, বলে যাও।' আবার হাত ধরল গৌরী। অনীশের শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হল। সে সমাহিত গলায় বলল, 'আমি তো বলেছি ববি আত্মহত্যা করেছিল।'

প্রচণ্ড নিরাশ হল যেন গৌরী, 'ওফ।'

'না, না। আরও আছে। ববির আত্মহত্যার কারণ অনেকটাই আমি।'

'তার মানে ?' অবাক হল গৌরী।

'তুমি বলেছিলে ববি ওই ইনসিওরেন্সের সইকরা ফর্মগুলো নিয়ে গিয়েছে। ও যখন কিছুতেই সে কথা আমার কাছে স্বীকার করল না তখন আমি চাপ দিতে গেলাম। কিন্তু ওর সঙ্গে কথায় পেরে উঠছিলাম না। তখন বাধ্য হয়ে ওকে জব্দ করার জন্যে তোমার নাম করে কিছু কথা বানিয়ে বলে গেলাম। ও বিশ্বাস করছিল না। কিন্তু আমি এমন জোর দিয়ে বলেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করল। আমি ভাবতে পারিনি ও সেই কথা শোনার পর আত্মহত্যা করতে পারে।

অন্তত ববির মত শক্ত লোক এমন কাজ করতে পারে আমি বুঝিনি। আর ও আত্মহত্যা করার পরই প্রিয়ংবদা কেসটা নিজের মত বানিয়ে ফেলল। আজ বলছি তোমায় দেখার পর ববির প্রতি খুব একটা ঈর্ষা হয়েছিল। এখন তোমার সঙ্গে আমার কোন গোপনীয়তা থাকা উচিত নয় বলেই কথাটা বলে ফেললাম। চলি।'

গৌরীর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে না দাঁড়িয়ে অনীশ জোরে হাঁটতে লাগল। তার মন এখন বেশ হালকা, হালকা কিন্তু আনন্দিত। গৌরীর সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন পরিষ্কার থাকুক চিরকাল। আর কোনদিন সে প্রিয়ংবদার ছায়া মাড়াবে না। ভদ্রমহিলা যেরকম ক্ষণে ক্ষণে নিজের চেহারা পাল্টাচ্ছে তাতে সময়মত সরে না এলে ভাগ্যে কী ঘটত তা সে কল্পনাই করতে পারছে না।

রাস্তাটা ঘুরে আসতে একটু সময় লাগল। দূর থেকেই সে অমিতাভদের গাড়িটা দেখতে পাচ্ছিল। তিনটে মানুষের চেহারাও অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার দুটো হাঁটু শিরশির করছিল। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছিল।

অমিতাভকে এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তার দিকে পেছন ফিরে কথা বলছে। যার সঙ্গে কথা বলছে সেই লোকটা ঘড়ি দেখল। দ্রুত পা চালাল অনীশ। বাড়িটার একেবারে কাছে চলে এসেছে সে। রুমাল বের করে মুখচাপা দেবে ? না। তাহলে ওদের সন্দেহ বাড়বে।

অমিতাভর উল্টোদিকের লোকটা এবার তাকে দেখছে। সে বোধ হয় অমিতাভকে কিছু বলল। আরও জোরে হাঁটল অনীশ। অমিতাভ এবার মুখ ঘোরাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে আর না তাকিয়ে সে সুড়ুৎ করে বাড়িটার ভেতরে সেঁধিয়ে গেল।

কলজেটা যেন বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তিন সেকেন্ড দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলালো অনীশ। বুকের ধড়পড়ানিটা স্পষ্ট কানে আসছে মনে হল। সে নিজের বুকে হাত বোলাল। আঃ, কতদিন পরে সে নিজের বুক স্পর্শ করল এভাবে। তারপরই খেয়াল হতে সে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। নিচে কেউ নেই। এই বাড়িতে সে একবারই এসেছে। অথচ এই মুহূর্তে সবই অচেনা মনে হচ্ছে।

চিত্রলেখা সেনের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে বেলে হাত দিল অনীশ। কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। পিপ্‌হোলে একটু আঁধার। অর্থাৎ কেউ বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর দরজা খুলল কিন্তু ভেতরের চেন আটকানো থাকায় এক ইঞ্চির বেশি ফাঁক হল না। যে মহিলাটি ওপাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে এক ইঞ্চির বেশি দেখা যাচ্ছে না।

'কে ?' মহিলার কণ্ঠ ভেসে এল।

'আজ্ঞে, মিসেস সেন আছেন ?' এছাড়া কোন প্রশ্নই মাথায় এল না অনীশের।

'আপনি কে ?'

'আমি অনীশ।'

'আসলে আমি মিস্টার আদিনাথ মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। খুব

জরুরি। বিশ্বাস করুন, খুব প্রয়োজন না হলে এত রাত্রে বিরক্ত করতাম না।' অনীশ প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে গেল।

মহিলা চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

অনীশ পেছন দিকে তাকাল। অমিতাভ কিংবা সাহাবুদ্দিনরা যদি ওপরে উঠে আসে তাহলে তার কিছু করার উপায় থাকবে না।

'কি ব্যাপার?' আদিনাথ মল্লিকের গলা।

অনীশ তাকাল। এক ইঞ্চি দেখে কোন মানুষের শরীরটাকে যে চেনা যায় না তা আজ স্পষ্ট হল। সে ব্যস্ত গলায় বলল, 'দরজাটা খুলুন, প্লিজ।'

একটু ভেবে নিয়ে আদিনাথ মল্লিক দরজা খুলতেই অনীশ ঘরে ঢুকে পড়ল। চট করে সে দেখল ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। সে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

আদিনাথ কথাটা শুনলেন। তারপর প্রায় ধমকের গলায় বললেন, 'কি ভেবেছ তুমি? এখানে আসার সাহস কি করে পেলে? তুমি জানো আমি ইচ্ছে করলে তোমার ওই দালালগিরি ঘুচিয়ে দিতে পারি?'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি বাধ্য হয়ে এসেছি।'

'মানে?' আদিনাথ অনীশের আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর কি ভেবে বললেন, 'সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকো না, বসো।'

অনীশ সোফায় কোনরকমে শরীরটা রাখল। উল্টো সোফায় বসে আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার খুলে বল!'

'আজ্ঞে আপনার জীবন বিপন্ন।'

'তুমি কি করে জানলে', আদিনাথ একটুও অবাক হলেন না।

'আপনার ছেলে লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওঁর সঙ্গে ভাড়াটে গুণ্ডা আছে।'

'এ খবর তুমি পেলে কি করে?'

'আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।'

'নিজের চোখে দেখতে এত রাত্রে এখানে এসেছিলে কেন?'

'আজ্ঞে আমি নিজের ইচ্ছায় আসিনি। গৌরীর জন্যে আসতে হয়েছে।'

'গৌরী এই বাড়ির কথা জানল কি করে?'

মাথা নিচু করে অনীশ বলল, 'আমিই বলেছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত কিছু উড়ে সজোরে লাগল অনীশের চোয়ালে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা এবং সেইসঙ্গে নিচের কার্পেটে এ্যাসট্রেটা গড়িয়ে গেল। চোয়াল চেপে ধরল অনীশ। এমন আক্রমণে সে হতভম্ব। চিৎকার করে উঠলেন আদিনাথ, 'তোমাকে আমি বলেছিলাম এই বাড়ির কথা কোথাও বলবে না। বলিনি?'

চোয়াল ধরেই অনীশ জবাব দিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'নমিনি হিসেবে ওর নাম দিয়েছি একথাও গৌরীকে জানিয়েছ?'

অনীশ জবাব দিতে পারল না।

'উত্তরটা শুনতে চাই।' গলা উঠল আদিনাথ মল্লিকের।

'আজ্ঞে, বাধ্য হয়েছি।'

'আমি তোমাকে গুলি করব। এজেন্ট হিসেবে যে মিনিমাম সততা থাকা দরকার তাও নেই। আই উইল কিল ইউ। আমার সর্বনাশ করেছ তুমি। বাধ্য হয়েছ? হোয়াই? কে তোমাকে বাধ্য করেছে?' একেবারে সামনে চলে এলেন ভদ্রলোক।

'আমার বিবেক।' মিনমিন করে বলল অনীশ।

'বিবেক? এ্যাঁ? কি বললে?' নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর।

'আজ্ঞে, আমার সঙ্গে গৌরীর যে সম্পর্ক এখন হয়েছে তাতে দুজনের মধ্যে কোনরকম গোপনীয়তা থাকা উচিত নয় বলে বলতে বাধ্য হয়েছি।' অনীশ কার্পেট থেকে চোখ তুলছিল না।

'হোয়াট?' শব্দটা ছিটকে এল আদিনাথের মুখে। ফিরে গিয়ে ধপ করে বসে পড়লেন তিনি উল্টোদিকের সোফায়। কোন শব্দ নেই। অনীশের অস্বস্তি হচ্ছিল। সে নিচু গলায় বলল, 'ওটা হয়ে গেল।'

'গেট আউট, গেট আউট আই সে।' বাঘের হুঙ্কার দিলেন আদিনাথ, 'আমি তোমার বারোটা বাজাব।'

'কিন্তু গৌরী আমাকে পাঠাল যে কারণে—! মানে আপনার খুব বিপদ! আমিও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখন এই বাড়িতে ঢুকেছি। বেরুলে কি হবে জানি না।'

'তোমাকে গৌরী পাঠিয়েছে আমাকে খবর দিতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আদিনাথের গলার স্বর ঈষৎ নরম বলে মনে হল অনীশের।

'নিচে কে কে আছে?'

'অমিতাভবাবু, সাহাবুদ্দিন এবং আর একটি লোক।'

'সাহাবুদ্দিন? সে আবার কে?'

'আজ্ঞে খুব বাজে লোক। খিদিরপুরের মাফিয়া লিডার ইকবালের ডান হাত। করতে পারে না এমন কোন কাজ ওদের জানা নেই।' অনীশ খবর দিচ্ছিল।

'এদের সঙ্গে অমিতাভর যোগাযোগ হল কি করে?'

'জানি না। তবে সন্দেহ হচ্ছে।'

'কি সন্দেহ?'

'প্রিয়ংবদা, মানে গৌরীর আগেকার বান্ধবী, যার স্বামী ববি মারা গেছে, সেই প্রিয়ংবদার হাত আছে যোগাযোগ করানোর ব্যাপারে।'

'প্রিয়ংবদা এ বাড়ির কথা জানবে কি করে?'

'এখানে ওরা এসেছে আপনাকে ফলো করে।'

'আমাকে ফলো করে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কি চায় ওরা?'

'জানি না। তবে ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে হিংস্র হয়ে আছে।'

'আমার ছেলে আমাকে কি করতে পারে বলে তুমি মনে কর ?'

'আমি কি বলব !'

'তাহলে সাবধান করতে এসেছ কেন ?'

'টাকার জন্যে মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়।'

আদিনাথ এক পলক তাকিয়ে থাকলেন, 'ইনসিওরেন্সে যে চেক জমা দিয়েছ তা কি এতক্ষণে ক্যাশ হয়ে গিয়েছে ?'

'প্রসেসিং-এর মধ্যে আছে।'

আদিনাথ চোখ বন্ধ করলেন, 'আমি এখানে এত রাত্রে কেন এলাম জানো ?'

'আজ্ঞে না।' মাথা নাড়ল অনীশ।

'আমার সঙ্গে এসো।' আদিনাথ ভেতরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে অনীশ অনুসরণ করল। ঘরে হাল্কা আলো জ্বলছে। যে মহিলা প্রথমে দরজা খুলে প্রশ্ন করেছিল তাকে দেখতে পেল সে। একটা চওড়া খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। খাটে শুয়ে আছেন চিত্রলেখা সেন। তাঁর বুক পর্যন্ত চাদর টানা। দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। অদ্ভুত নির্জীব গলায় বললেন, 'এসব আমার ভাল লাগছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথের চেহারা বদলে গেল। খুব নরম গলায় জবাব দিলেন, 'আই অ্যাম সরি চিত্রা, এ যে আসতে পারে আমি ভাবতে পারিনি।'

'কেন এসেছেন ?' চিত্রলেখা সেনের চোখ এবার অনীশের ওপর সরে এল।

অনীশ কি বলবে বুঝতে পারছিল না।

আদিনাথ বললেন, 'ও আমাকে সাবধান করতে এসেছে।'

'সাবধান ? কেন ? ওঃ। আমি তোমাকে কতবার বলেছি এখানে না আসতে। এই ব্যাপারটা যে একদিন ঘটবেই আমি জানতাম। জ্বর দেখে তুই কেন ফোন করলি ?' শেষ প্রশ্নটি চিত্রলেখা মহিলাটিকে করলেন। মহিলা মাথা নিচু করে রইল।

'তুমি যা ভাবছ তা নয়।' আদিনাথ বললেন।

'তাহলে ?'

'আমার ছেলে-মেয়ে চাইছে না আমি স্বাধীনভাবে কিছু করি। একজন গুণ্ডা নিয়ে নিচে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে আর একজন একে পাঠিয়েছে।'

'সেকি ?' চিত্রলেখা উঠে বসতে গেলেন। মহিলা দ্রুত তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, 'উঠতে মানা করেছে ডাক্তার।'

'ছাড় তুই আমাকে।'

'তুমি উত্তেজিত হয়ো না চিত্রা।' আদিনাথ ব্যস্ত হলেন।

'চুপ করো। কেন তোমার ছেলে গুণ্ডা নিয়ে এসেছে ? জবাব দাও !'

আদিনাথ একমুহূর্ত ভাবলেন তারপর অনীশকে বললেন, 'বাইরের ঘরে চল।'

'না। আপনি যাবেন না। আপনি তো ইনসিওরেন্সের এজেন্ট ? আপনি

এখানে কেন এসেছেন ? আপনাকে কেন পাঠাল ?' চিত্রলেখা সেনের মুখ টকটকে লাল।

'মানে ব্যাপারটা ওঁর ইনসিওরেন্স সম্পর্কিত।'

'অনীশ।' ধমকে উঠলেন আদিনাথ।

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করবে না। এটা আমার বাড়ি। যা সত্যি তা আমাকে জানতে হবে। চিরকাল তুমি আমার কাছে সব লুকিয়ে গিয়েছ !'

'আমি তোমার কাছে কিছু লুকোইনি চিত্রা। তোমার কষ্ট হোক এমনটা চাইনি !'

'জানি। তোমার এই সাধুবেশটাই আমি সহ্য করতে পারি না। বলুন আপনি। কীসের ইনসিওরেন্স। কি সম্পর্ক তার সঙ্গে ওঁর ছেলেমেয়ের ?'

'আমি বলতে পারব না।' অনীশ মাথা নাড়ল।

'বলতে আর কি বাকি রেখেছ !' কথাগুলো শেষ করেই আদিনাথ বাইরের ঘরে চলে গেলেন। অনীশ কি করবে বুঝতে পারছিল না।

চিত্রলেখা বললেন, 'আপনি আমার ছেলের বয়সী ! আমাকে সত্যি কথা বলুন।'

'আপনি অসুস্থ। একটু শান্ত হন।'

'আমি আর এ জীবনে শান্ত হব না। বলুন এবার।'

অগত্যা অনীশ যা ঘটেছিল তা যতটা সম্ভব অল্প কথায় বলে ফেলল। শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করে ফেললেন চিত্রলেখা। তাঁর দুচোখের কোল থেকে জল বেরিয়ে এল। তারপর হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন, 'এ আমি চাইনি, কোনদিন চাইনি। যাকে এই জীবনে পেলাম না সে চলে যাওয়ার পর তার টাকা নিয়ে খুশি হব, কি ভেবেছে ও ? আমি এত লোভী ?'

কান্নাটা বাড়তেই অনীশ বাইরের ঘরে চলে এল। সে দেখল আদিনাথ টেলিফোনে কথা বলছেন। রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, 'সব বলা হয়ে গিয়েছে ?'

অনীশ চুপ করে রইল।

'আমি তোমার বারোটা বাজাবো !' শীতল গলায় আদিনাথ কথা বললেন।

'আমার দোষ কোথায় বলুন ?'

'সেটা পুলিস এলেই জানতে পারবে।'

'পুলিস ? আপনি পুলিসকে ফোন করলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যাচ্ছি !' অনীশ দরজার দিকে এগোল।

'বাইরে আমার ছেলে অপেক্ষা করছে গুন্ডা নিয়ে।'

'তাহোক, কিন্তু পুলিসের সামনে আমি পড়তে চাই না।'

আদিনাথ উঠে এলেন, 'পুলিসকে তোমার এত ভয় কেন ?'

ঠিক তখনই বেল বেজে উঠল। অনীশ চমকে সরে এল। এত তাড়াতাড়ি কি পুলিস চলে আসতে পারে ! আদিনাথ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন, 'কি চাই ?'

খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে সাহাবুদ্দিন এর মধ্যে, 'কি আশ্চর্য ! আর কত মিথ্যে কথা বলবেন অনীশবাবু । ববিকে খুন করেছেন তার সাক্ষী পুলিস আজ পেয়েছে, কিন্তু এই গুলিটা আদিনাথবাবুর উদ্দেশে যে ছুঁড়েছেন তা কি দেখার লোকের অভাব হবে ? এঁরা সবাই আছেন ।'

হতভম্ব অনীশ বলে উঠল, 'আমি গুলি ছুঁড়েছি ?'

'আপনার হাতে রিভলভার আর গুলি ছুঁড়বে অন্য লোক ?' খিক খিক স্বর হাসিতে আনল সাহাবুদ্দিন ।

এইসময় চিৎকার করে উঠলেন চিত্রলেখা সেন, 'মিথ্যে কথা, একদম মিথ্যে কথা । ওই লোকটা রিভলভার দেখিয়ে শাসাচ্ছিলেন, ইনি ওর হাত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন ।'

'আপনি কে ?' পুলিস অফিসার জানতে চাইলেন ।

'এই ফ্ল্যাট আমার । আমি চিত্রলেখা সেন ।'

ভদ্রমহিলার কথা শেষ হবার আগেই অফিসার অনীশের হাত থেকে রিভলভার নিয়ে নিয়েছেন । গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনাদের সবাইকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে । মিস্টার মল্লিক কে ?'

আদিনাথ বললেন, 'আমি, ফোনটা আমিই করেছিলাম ।'

অফিসার আদিনাথকে দেখলেন, 'এই ভদ্রমহিলা আপনার আত্মীয় ?'

আদিনাথ একমুহূর্ত ভাবলেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ ।'

অফিসার বললেন, 'আপনারা এক এক করে বের হন । নিচে ভ্যান আছে ।'

আদিনাথ প্রতিবাদ করলেন, 'আমাদেরও থানায় যেতে হবে ?'

'আপনাদের মানে ?'

'ও অসুস্থ । দেখতেই পাচ্ছেন । তাছাড়া আমি একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ, কোন অন্যায় না করে পুলিসের ভ্যানে উঠতে যাব কেন ? ঠিক আছে, আমি ডি সি সাউথের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি ।'

আদিনাথ টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন ।

'মিস্টার মল্লিক, টেলিফোনে আপনি বলেছিলেন একজন লোক এই ফ্ল্যাটে ঢুকে আপনাদের শাসাচ্ছে । এখানে ঢোকার আগে গুলির শব্দ শুনলাম, রিভলভার দেখলাম, এবং এই ভদ্রলোক অভিযোগ করছেন সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ববির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই ভদ্রলোক সরাসরি জড়িত । আপনি কি মনে করেন না আপনাদের থানায় নিয়ে যাওয়ার পক্ষে এতগুলো যথেষ্ট ?' পুলিস অফিসার জিজ্ঞেস করলেন ।

'সেক্ষেত্রে ওদের নিয়ে যান, আমাকে টানছেন কেন ?' আদিনাথ বললেন ।

অনীশ দেখল ভদ্রমহিলাকে সামলাতে পারছে না এই মহিলা । তিনি টলছেন । সেটা আদিনাথের চোখে পড়ামাত্র তিনি ছুটে গেলেন । ধরাধরি করে ওঁকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল । পুলিস অফিসার কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলেন । সাহাবুদ্দিন তাঁর দিকে এগিয়ে গেল, 'আপনি ববির মার্ডার কেসটার কথা ভাবছেন না। ইকবাল সাহেব এটা অপছন্দ করবেন । আমি ইকবাল

সাহেবের সেক্রেটারি সাহাবুদ্দিন।'

অফিসারের চোখেমুখে প্রথমে বিস্ময় পরে হাসি দেখা দিল, 'আচ্ছা! আপনি বলছেন এই লোকটাই মার্ডার করেছিল?'

'হ্যাঁ। আর এখানে আসার কারণ মিস্টার মল্লিককে খুন করা।'

'মোটিভ?'

'এ নিজে মিস্টার মল্লিকের জীবনবীমা করে দিয়েছে। উনি মারা গেলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাবে ওঁর নমিনি। নমিনি হচ্ছে এই ভদ্রমহিলা যিনি মিস্টার মল্লিকের আত্মীয় নন। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?' সাহাবুদ্দিন নিচু গলায় বলছিল।

'আত্মীয় নন? উনি যে বললেন?'

'সেটা আপনার দেখার বিষয়। আত্মীয় হলে ছেলে জানত না। আমরা ওঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। ঘেন্নায় ওঁর ছেলে ওপরে ওঠেনি।'

'আচ্ছা! নিচে দুজন দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের ভ্যানে তুলে দিয়েছি।'

'ছি ছি, কি করেছেন? ওদের একজন মিস্টার মল্লিকের ছেলে।'

অফিসার সেপাইদের বললেন, 'এই লোকটাকে নিয়ে নিচের ভ্যানে তোল, আর মিস্টার মল্লিক বলে যিনি আছেন তাঁকে ওপরে নিয়ে এসো।'

দুজন সেপাই অনীশকে দুদিকে ধরল। প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও ওরা তাকে জোর করে নিচে নিয়ে যাচ্ছিল। দরজার বাইরে আসামাত্র অনীশের মনে হল তার এই জীবনটা শেষ হয়ে গেল। আর কিছুই করার নেই। সাহাবুদ্দিন তাকে যে জালে জড়াল তা থেকে আদিনাথ পর্যন্ত ছাড়াবার চেষ্টা করলেন না। তবু চিত্রলেখা সত্যি কথা বলেছিলেন।

নিচে নামামাত্র পুলিসের ভ্যানটাকে দেখতে পেল সে। ভ্যানের পেছনের দরজায় একজন সেপাই দাঁড়িয়ে। ওরা ভ্যানের দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ ভেতর থেকে অমিতাভ এবং তার সঙ্গী লাফিয়ে পড়ল সেপাইটার ওপরে। বেচারা মাটিতে পড়ে 'মর গিয়া' 'মর গিয়া' বলে চেঁচাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেপাই-দুটো যারা অনীশের হাত ধরেছিল তারা হৈহৈ করে উঠল, 'ভাগতা হ্যায়, ভাগতা হ্যায়।' একজন দৌড়ে গেল অমিতাভদের উদ্দেশে। অন্যজন অনীশের একটা হাত ধরে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ঠিক তখনই একটা গাড়ি প্রচণ্ড জোরে সামনে এসে ব্রেক কষতেই সেপাইটা হাত ছেড়ে দিয়ে ছিটকে গেল একপাশে। অনীশ শুনল গৌরীর গলা, 'চটপট উঠে এসো।' অনীশ দৌড়ে গিয়ে সামনের দরজা খুলে উঠে পড়তেই গাড়ি চলতে শুরু করল। ওদিকে দ্বিতীয় গাড়িটাও চালু হয়েছে। রাত্রের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে আচমকা গুলির শব্দ ছড়িয়ে পড়ল। গৌরী ততক্ষণে গাড়িটাকে পাড়ার বাইরে নিয়ে এসেছে ফুল স্পিডে।
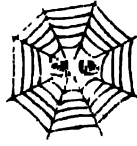
দমবন্ধ করে বসেছিল অনীশ। মিনিট তিনেক বাদে গৌরী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল ওপরে। পুলিস এল কেন?'

'তোমার বাবা আমাকে বিশ্বাস না করে পুলিস ডেকেছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? আমি শেষ হয়ে গেলাম।'

'কীভাবে?'

'সাহাবুদ্দিন তোমার বাবাকে রিভলভার দেখিয়ে শাসাচ্ছিল। আমি সেই রিভলভার কেড়ে নেবার সময়ে গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল। পুলিস ঘরে ঢুকে আমার হাতেই রিভলভার দ্যাখে। উফ্। আর সেই সময় সাহাবুদ্দিন পুলিসকে বলে দেয় আমিই ববিকে খুন করেছি। গৌরী, ওরা আমাকে চারদিক থেকে ফাঁসিয়ে দিল।'

'বাবা?'

'উনি একটাও কথা বলেননি। কিন্তু ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ করেছিলেন।'

'ভদ্রমহিলা?'

'হ্যাঁ, উনি খুব অসুস্থ। খবর পেয়ে তোমার বাবা এসেছিলেন। পুলিসকে বললেন চিত্রলেখা সেন ওঁর আত্মীয়।' অনীশ মুখ ফেরাল।

শক্তমুখে গাড়ি চালাচ্ছিল গৌরী। ওঁর ঠোঁট নড়ল, 'হতেই পারে। ইচ্ছেমত ভাবার স্বাধীনতা ওঁর আছে। ওঁকে সতর্ক করেছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কে শোনে কার কথা! কিন্তু গৌরী, এই করতে গিয়ে আমি হাঁড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দিলাম। পুলিস আমাকে এখন হন্যে হয়ে খুঁজবে। আমাকে খুঁজে পেতে ওদের একটা দিনও লাগবে না। আমি একদম ডুবে গেলাম। আমার পক্ষে প্রমাণ দেবার মত যে কিছুই নেই।' আকুল গলায় বলল অনীশ।

গৌরী একটুও বিচলিত হল না, 'দাদাকে পুলিস অ্যারেস্ট করেছিল। কিন্তু ওরা ওভাবে পালাল কেন? কিছু বুঝতে পারলেন?'

'না। ওকে পুলিস অফিসার ওপরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।'

'দাদা পালানোতে আপনার সুবিধে হল।'

'আপনি? তুমি আমাকে আবার আপনি বলছ?'

'ওই আর কি!' ঈষৎ হাসির শব্দ ভেসে এল।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'প্রমাণ সংগ্রহ করতে।'

'মানে ?'

'তোমাকে বাঁচতে হলে প্রমাণ করতে হবে অভিযোগ মিথ্যে। আর সেটা করতে তোমার হাতে ঠিকঠাক প্রমাণ থাকা দরকার।'

'আশ্চর্য! আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই।'

'তার মানে তুমি নিজেকে অপরাধী বলে ধরেই নিয়েছ।'

'ডেডবডি লুকনোর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে নিশ্চয়ই অপরাধ হয়েছে।'

'কিন্তু আরও কিছু প্রমাণ দরকার। এবং সেটা আমার।'

'বুঝলাম না।'

'ববি ঠিক কীজন্যে মারা গেল!'

'তোমাকে তো বলেছি। ও আত্মহত্যা করেছে।'

'সেটা শুনেছি, কিন্তু কেন করল ?'

'তাও তো বলেছি।'

'বলেছ, কিন্তু তার সাক্ষী যে তার মুখে শুনতে চাই।'

'আশ্চর্য! আমাকে তুমি বিশ্বাস করছ না।'

'করছি। কিন্তু করতে ইচ্ছে করছে না।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না গৌরী!'

'এখন আমি নিজেকেও বুঝতে পারছি না।'

রাত নির্জন। কলকাতা এবার ঘুমের দিকে চলছে। পেছনে কোন গাড়ির হেডলাইট নেই। অনীশ হঠাৎ আবিষ্কার করল এক হাত দূরে বসা গৌরীকে সে বুঝতেই পারছে না। ওর বাড়ি থেকে বের হওয়া গৌরীর সঙ্গে এখন কোন মিল নেই। হঠাৎ এত পরিবর্তন হল কেন ওর ?

এবার সে রাস্তা চিনতে পারল। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, 'এই রাস্তায় কেন ?'

'একমাত্র সাক্ষী যে তোমার কথা সত্যি বলে প্রমাণ করতে পারে তার কাছেই তো যাওয়া দরকার, তাই না ?' গৌরী এই প্রথম হাসল। কী শীতল হাসি!

'কিন্তু প্রিয়ংবদা তো সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ও আমার হয়ে কথা বলবে, সত্যি কথা বলবে এমন ভাবছ তুমি ?'

'সত্যি কথা বলবে, কারও হয়ে বলবে তাতো বলিনি।'

অনীশ বুঝতে পারছিল না তার ঠিক কি করা উচিত। গৌরীকে খুব স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। সে যেন একটা গভীর খাদের দিকে চলে যাচ্ছে। এখনই তার পালানো উচিত। কিন্তু কোথায় পালাবে সে। পালিয়ে চিরকাল থাকার জায়গা তার জানা নেই। বাড়িটার সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল গৌরী, 'নামুন।'

'কেন ?' অনীশ জড়ানো গলা শুনল নিজের।

'এলেই দেখতে পাবেন।'

অগত্যা অনীশ তাকে অনুসরণ করল। এত রাত্রেও বাড়িটার একটা ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। নিচে লিফ্‌টম্যান নেই। গৌরী লিফটে উঠে বোতাম টিপল।

অনীশ বলল, 'এটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, প্রিয়ংবদা সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।'

'আমার তাতে কি!' গৌরী অন্যদিকে তাকাল।

প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। গৌরী বেল বাজাল। তৃতীয়বারেও যখন দরজা খুলল না তখন মিনিট দুয়েক পেরিয়েছে। কোন মানুষের ঘুম ভাঙার পক্ষে ওই শব্দ যথেষ্ট। গৌরী এবার অধৈর্য হয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। ভেতরে আলো জ্বলছে অথচ কেউ দরজা খুলছে না। অন্যকোনভাবে ভেতরে ঢোকা যায় না?'

'এইসব ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢোকার জন্যে দ্বিতীয় দরজা থাকে না।'

'একবার ওদের কার্নিশ বেয়ে পেছনের দরজা দিয়ে চোর ঢুকেছিল।'

'আমি চোর নই যে কার্নিশে হাঁটব।' অনীশ রেগে গেল।

'আমি সেটা বলিনি।' নিজের ব্যাগ খুলল গৌরী, 'এই ফ্ল্যাটের একটা ডুপ্লিকেট চাবি এককালে আমার কাছে থাকত। দেখি সেটা এখানে আছে কিনা।'

'এই ফ্ল্যাটের চাবি তোমার কাছে থাকত কেন?' অনীশ বিরক্ত হল।

'থাকত।' ব্যাগ হাতড়াচ্ছিল গৌরী, 'নাঃ। দাঁড়াও দাঁড়াও।' ব্যাগ থেকে একটা সরু তার বের করল সে। তারটার মুখটা ঈষৎ বাঁকাল। ঝুঁকে বাঁকানো মুখটা চাবির গর্তে ঢুকিয়ে ঘোরাতে লাগল একমনে। অনীশ বলল, 'শুধু কার্নিশ দিয়েই চোর ঢোকে না!'

গৌরী হাসল, জবাব দিল না। সে একমনে তার ঘুরিয়ে যাচ্ছিল। অনীশ চারপাশে তাকাল। অন্য ফ্ল্যাটের কেউ একজন বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখলে চোর বলে চিৎকার করবে। বিরক্তির শব্দ ফুটছিল গৌরীর মুখে, চারপাশ নিঃশব্দ। আচমকা তালা খুলল। গৌরীই প্রথমে ভেতরে ঢুকল। আলো জ্বলছে ভেতরে।

'প্রিয়া।' গৌরী গলা তুলে ডাকল, কেউ সাড়া দিল না। শোবার ঘরদুটোয় উঁকি মেরে ফিরে এল সে, 'নেই। কিন্তু ওকে আমার দরকার।'

'কেন?'

'তোমার বানানো গল্প বিশ্বাস করেই ববি আত্মহত্যা করেছিল কিনা সেটা আমি প্রিয়ংবদার মুখেই শুনতে চাই।' গৌরী বলল।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না?'

জবাব দিল না গৌরী, 'তুমি বাথরুমটা দ্যাখো, আমি কিচেনটা দেখছি।'

গৌরী কিচেনের দিকে এগিয়ে গেল। বাথরুমের এই দিকটা অনীশের চেনা। সে আলোকিত করিডোর পেরিয়ে বাথরুমের ভেজানো দরজায় পৌঁছাল। দরজা খুলতেই সে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর চিৎকার করে ছুটে গেল ভেতরে, 'গৌরী, প্রিয়ংবদা খুন হয়ে গেছে। বাথরুমে পড়ে আছে।'

গৌরী চমকে ঘুরে দাঁড়াল, 'খুন হয়েছে? তুমি সিওর?'

'তাই তো মনে হল।'

'তুমি একবার ওর পালসটা দ্যাখ, আমি ডাক্তারকে ফোন করছি।'

অনীশ আবার ছুটে এল। প্রিয়ংবদার উপুড় হওয়া শরীর থেকে একটা রক্তের ধারা বেরিয়ে এসেছে। সে হাঁটু মুড়ে বসে প্রিয়ংবদার পালস্ ধরল। না প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। কে মারল ওকে। ঠিক এইখানেই ববি পড়েছিল। এই-সময় সে দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেল। কেউ এল? না, কারও গলা পাওয়া যাচ্ছে না। সে উঠল। বাইরের ঘরে এসে গৌরীকে দেখতে পেল না। রিসিভারটা পাশে রাখা।

কেউ কথা বলছে? সে রিসিভার তুলে রেখে দিয়ে ডাকল 'গৌরী!' গৌরীর সাড়া নেই। ঘরগুলো দেখল সে। কোথাও গৌরী নেই। বাইরের দরজা খুলতে গিয়ে চমকে উঠল অনীশ, দরজা খুলছে না। অনেক টানাটানি সত্ত্বেও না।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে বরফের স্পর্শ পেল অনীশ। তাকে এখানে বন্দী রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে গিয়েছে গৌরী। কেন? অনীশ ছুটে গেল জানলার দিকে। কার্নিশটা দেখা যাচ্ছে। এখান দিয়ে চোর ঢুকেছিল। সে কি বেরিয়ে যেতে পারবে না? শরীরটাকে একটু বের করতেই পাশের ব্যাল-কনিতে গৌরীকে দেখতে পেল সে। অদ্ভুত হাসি গৌরীর মুখে। যেন একটা প্রতিশোধের আনন্দে টলমল করছে। কার্নিশে পা রাখলেই চিৎকার ছিটকে বেরুবে ওই মুখ থেকে।

পাগলের মত ভেতরে ফিরে এল সে। ববিকে গৌরী ভালবাসত। সে যতক্ষণ না বলেছে যে তার কথা শুনেই ববি আত্মহত্যা করেছে ততক্ষণ গৌরী অন্যরকম ছিল। শোনামাত্র শীতল প্রতিশোধের দিকে এগিয়ে গেল। উঃ, কি ভুল করেছে বিশ্বাস করে। এখন উপায় কি? অনীশ বাথরুমের দরজায় এল। প্রিয়ংবদার মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছে প্রিয়ংবদা।

কিন্তু সব কিছু নিয়ে সে বেঁচে আছে। একটা বন্ধ ফ্ল্যাটে মৃতা একদা সুন্দরী মহিলার কয়েক হাত দূরে বসে অনীশ চোখ বন্ধ করল, আর একটা ভুল। এ যাবৎকাল তার জীবনটাই শুধু ভুলের সমষ্টি।

হঠাৎ প্রিয়ংবদার মৃত শরীরটার দিকে তাকিয়ে সে খেপে উঠল। ওই মেয়েটার জন্যেই আজ সে এভাবে জালবন্দী হয়ে গেল। কিন্তু কিছুই করার নে[illegible]রা নেহাৎই মৃত, অতীত। আর এই অতীত কথা বলে না।

॥ সমাপ্ত ॥

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

উত্তরাধিকার
গর্ভধারিণী
দৌড়
বন্দীনিবাস
লক্ষ্মীর পাঁচালী
বড় পাপ হে
উজান গঙ্গা
কালবেলা
সওয়ার
কালপুরুষ
অনুরাগ
ভালোবাসা
শয়তানের চোখে
বর্ষাবসন্ত
টাকা পয়সা
তীর্থযাত্রী
তিনসঙ্গী
কলকাতা
বুনো হাঁসের পালক
জীবন যৌবন
ভিক্টোরিয়ার বাগান
একশো পঁচিশ
নৌকাবিলাস
কিশোর সাহিত্য সমগ্র
অনি